Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/260 NB 1·3

অখণ্ড মহাযোগের পথে

1/৭২

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/92

অখণ্ড মহাযোগের পথে

Presented by
M.M. Sri Gopinath Kaviraj
to Sri Sri Ma Ananda-
-mayee Ashram
Library
Varanasi
9.9.75

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ্ স্ট্রীট
(স্যুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ১৩৮২

মূল্য ৩·০০ মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—
১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন,
কলিকাতা-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/92

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

নিবেদন

পূজনীয় আচার্যদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁহারা ইতিপূর্বে 'স্বসংবেদন', 'বিজিজ্ঞাসা', 'পত্রাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে তিনি জগতে সাধারণভাবে প্রচলিত অধ্যাত্ম সাধনার ধারা হইতে বিলক্ষণ একটি সুমহান্ পরিণতির দিকে সর্বত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। এটিকে তিনি অখণ্ড মহাযোগ এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন এবং বহুদিন পূর্বে ঐ নামে তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আমাদের বর্তমান সংকলনটি সেই অখণ্ড মহাযোগের পটভূমিকা বলা চলে। যাহা পাঠ করিলে ইহার যৌক্তিকতা কিছুটা বোধগম্য হইতে পারে।

আমরা সাধারণত সাধন এবং যোগকে এক বলিয়া বুঝি বা দেখিয়া থাকি। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে 'বহুত অন্তর'। যথার্থ যোগপথ বলিতে কি বুঝায় এবং সাধনপথ হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য কোন্‌খানে বা কি অংশে, তাহা আচার্যদেব এখানে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—তাহা হইল বল বা শক্তির কথা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল অধিকারীর জন্য সাধনপথ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যথার্থ বল বা শক্তি না থাকিলে যোগপথে পা বাড়ান চলে না। এই বল বা শক্তির স্বরূপ কি, কিভাবে তাহা আধারে সঞ্চারিত হয়, এ সব বিষয়েও গভীরভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বর্তমান নিবন্ধে আচার্যদেব যোগীর যথার্থ লক্ষণ বা যোগপথের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস করিয়াছেন। তবে এই যোগেরও বিভিন্ন ধারা আছে এবং তাহাদের লক্ষ্যও সীমিত ও পৃথক্ পৃথক্। আচার্যদেব এই খণ্ড খণ্ড ধারাকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ড যোগধারাকে প্রবর্তন করিতে চা'ন এবং তাহার দ্বারা নিখিল বিশ্বের, সমস্ত ভূতবর্গের কল্যাণ সাধনে তৎপর হইয়া চরম লক্ষ্য পরা মুক্তি বা পরা সিদ্ধি লাভে উদ্যোগী হইয়াছেন। ব্যক্তিগত মুক্তির আদর্শ যাহা কৈবল্য, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ তাহা জগতের সমষ্টিগত দুঃখ দুর্দশা, দৈন্য, পীড়া দূর করিতে পারে নাই। তাই আচার্যদেবের স্বপ্ন 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জম্' মুক্তি নহে, নিখিল বিশ্বেরই মুক্তি। সেই অখণ্ড যোগেরই সাধনায় তিনি নিমগ্ন আছেন এবং এই নিবন্ধে তাহারই সামান্য দিগ্‌দর্শন করান হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্যদেবের চিন্তাধারায় অবগাহন করার পক্ষে এই নিবন্ধটি প্রবেশিকার কাজ করিবে এবং তাঁহার ঊননবতিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এটি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত শ্রীজগদীশ্বর পাল সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান
জন্মাষ্টমী, ১৩৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1192
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
PRESENTED

সাধক ও যোগী

১১। ২। ৪৯

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সাধক ও যোগী এই দুইটি শব্দ এক বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিতেছি। জগতে যে সকল সাধন-প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে এবং শাস্ত্র প্রভৃতিতে নানাপ্রকার যাহাদের বর্ণনা উপলব্ধ হয় তাহাদিগের সমালোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জাগতিক সাহিত্যে বহুস্থলে যোগকে সাধনারূপে এবং সাধনাকেও যোগরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি যোগ নামে পরিচিত হইলেও সাধন-বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। মোট কথা, বহুস্থলে সাধনা এবং যোগ এই দুইটি শব্দ সমানার্থক বলিয়া গৃহীত হয়।

বর্তমান স্থলে সাধনা এবং যোগ এক পর্যায়ের শব্দ বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছেনা, ইহা মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং যিনি সাধক তিনি যোগী নহেন এবং যিনি যোগী তিনি সাধক নহেন। উভয়ের পরস্পর পার্থক্য কি ক্রমশঃ তাহা পরিস্ফুটরূপে বর্ণনা করা হইবে। তবে সর্বপ্রথমে ইহা মনে রাখিতে হইবে, গুরুদত্ত অর্থাৎ সদ্‌গুরু হইতে সঞ্চারিত চৈতন্যের সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়া যিনি কর্মপথে অগ্রসর হন তিনি চৈতন্যের তীব্রতা অনুসারে সাধক অথবা যোগীরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। চৈতন্যের ন্যূনতা থাকিলে সাধনমার্গ এবং উহার তীব্রতা থাকিলে যোগমার্গ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে সাধারণতঃ জগতে যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রায় কোনটিই যোগমার্গরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। সেইগুলিকে এক হিসাবে সাধনমার্গ বলিয়া বর্ণনা করিলে অসঙ্গত হয় না।

সুতরাং সাধনমার্গও দুই প্রকার ইহা পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ যে সাধক গুরু হইতে নিজের আধারের উপযোগী চৈতন্যসঞ্চার উপলব্ধি করিয়া কর্মপথে প্রবিষ্ট হন তিনি প্রকৃত সাধক। কিন্তু এমন সাধকও আছেন যিনি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে কৃপারূপে চৈতন্য সঞ্চার প্রাপ্ত না হইয়াও সাধারণ উপদেশ অনুসারে অথবা নিজের বিবেক অনুসারে ভগবৎপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সাধনপথে প্রবৃত্ত হন। তিনিও সাধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদবাচ্য। তবে তাঁহাকে প্রকৃত সাধক বলা যায় না। গুরু হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত না হইতে পারিলে প্রকৃত সাধক পদে আরোহণ করা চলে না।

আমরা নিজ নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় যে বিশাল জগৎকে বাহ্য জগৎরূপে নিরন্তর অনুভব করিয়া থাকি তাহা যে বিপুল আলোকে প্রকাশিত হইয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহা চিত্তের আলোক। যদিও ঐ আলোক আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না, তথাপি উহা যে বিদ্যমান আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই এবং ঐ আলোকেই সমস্ত জগৎ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চিত্তের বৃত্তিসকল যতক্ষণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে অথবা ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় অবস্থায় থাকে ততক্ষণ ঐ আলোকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐ আলোক বহিরালোক নহে, অন্তরালোক। চিত্ত বহির্মুখ থাকা পর্যন্ত ঐ আভ্যন্তরীণ আলোক কি প্রকারে অনুভূত হইবে? কিন্তু চিত্তের বৃত্তিসকল ক্রমিক অভ্যাসের ফলে একাগ্রতা প্রাপ্ত হইলে ঐ এক-মুখী চিত্তবৃত্তি বহির্মুখতা পরিহার করিয়া অন্তর্মুখ অবস্থা অবলম্বন করে। ঐ সময় স্বভাবতঃই পূর্ববর্ণিত আলোক প্রকাশিত হয়। ইহা প্রজ্ঞার আলোক। বস্তুতঃ চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ আলোক ইহাই। চিত্ত সত্ত্বগুণ-প্রধান ত্রিগুণ পরিণাম। বিক্ষিপ্ত বৃত্তি উপশান্ত হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত হইলে রজোগুণ ও তমোগুণের অভিভববশতঃ চিত্তস্থিত সত্ত্বগুণ প্রবলতা লাভ করে এবং তৎপ্রতিফলিত চিদালোক, চিন্তালোক বা প্রজ্ঞালোকরূপে ফুটিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, এই আলোকেই সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। লোক-লোকান্তর এই আলোকেই প্রকাশিত। চিত্তের পরিকর্ম দ্বারা এবং ক্রমিক অভ্যাসের ফলে দীর্ঘকালে এই আলোর পূর্ণ বিকাশ হয়। ইহা হইতে জাগতিক দৃষ্টিতে যাহাকে সর্বজ্ঞতা বলে তাহারও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই আলোক স্থায়ী হয় না। শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষে যেমন চন্দ্রমার কলা সকলের হ্রাস হইয়া থাকে তদ্রূপ এই আলোকের বিকাশের পর ক্রমশঃ ইহার হ্রাস হয়। যে সময় এই আলো সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় তাহাকেই জাগতিক যোগীগণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অথবা নির্বিকল্প সমাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রজ্ঞার উদয় হইয়া প্রজ্ঞার উপশম, ইহাই যথার্থ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহা জড়ত্ব নহে। প্রজ্ঞার উদয় না হইয়া শুধু চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে তাহা জড়ত্ব ব্যতীত অপর কিছু হয় না।

এই যে আলোকের কথা বলা হইল জাগতিক যোগীগণ এই আলোক লইয়াই খেলা করিয়া থাকেন। দেব-দেবী দর্শন, নানাপ্রকার সিদ্ধির উদয় এই আলোকেরই এক একটি খেলামাত্র। ইহারই নাম বিভূতি। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোক নিভিয়া গেলে যে বিশুদ্ধ চৈতন্য অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম কৈবল্য। উহা জ্ঞানের অতীত অবস্থা, বিবেকখ্যাতির পরবর্তী অবস্থা। লৌকিক যোগীগণ এইপ্রকার বিভূতি পাদ হইতে কৈবল্য পাদে প্রবিষ্ট হইয়া গুণাতীত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই আলোকের মধ্য দিয়া যাওয়ার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। গুরুকৃপা না পাইলেও যদি পুরুষকারবলে এবং তীব্র সংবেগের প্রভাবে সাধক উদ্যমশীল হইয়া জানিতে পারে তাহা হইলে কোন না কোনদিন এই আলোক ভেদ করিয়া কৈবল্যের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী সকলকেই আপন আপন ভাবের ভিতর দিয়া ঐ একই চিত্তের আলো অবলম্বন করিয়া উহাকে উত্তীর্ণ হইতে হয়।

কিন্তু আমরা যাহাকে প্রকৃত সাধক অথবা যোগী বলিয়াছি অর্থাৎ যিনি গুরুদত্ত চৈতন্য-সঞ্চার প্রাপ্ত হইয়া কর্মপথে অগ্রসর হন তাহার পক্ষে এই আলোক সর্বদা বর্জনীয়। সাধক ন্যূনমাত্রায় গুরুদত্ত চৈতন্য প্রাপ্ত হন বলিয়া তাহাকে উক্ত চৈতন্যের সহকারিতায় নিজের কর্মদ্বারা এই আলোককে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। বস্তুতঃ ইহা মোহমায়ার আলোক—আলেয়ার আলো মাত্র। যিনি প্রকৃত যোগী অর্থাৎ গুরু যাহাকে যোগদীক্ষা দান করেন তাহাকে এই আলো কাটাইতে হয় না। এই আলোকের পরাবস্থা হইতে তিনি যোগমার্গে অগ্রসর হন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে যোগীর পথ চৈতন্যরাজ্যের মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ যোগমার্গের প্রথম ভূমিও পূর্ববর্ণিত চিত্তালোকের অতীত। যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চিত্তালোকেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যেখানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মহাসমষ্টি পরিসমাপ্ত হইয়াছে তাহার পর হইতে যোগীর পথ আরম্ভ হয়। ব্রহ্মাণ্ড ত মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। পূর্বোক্ত চিত্তালোকও মায়ারাজ্যের বস্তু। কিন্তু চিত্তালোক নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ার পর যে চিদালোকের আবির্ভাব অর্থাৎ সত্তা উপলব্ধিগোচর হয় সেই মহান্ চিদালোকের মধ্যেই যোগীকে পর পর পথ কাটিয়া চলিতে হয়। সাধক এবং যোগী উভয়ের মধ্যে গুরুদত্ত চৈতন্য প্রাপ্তি বিষয়ে সাধর্ম্য থাকিলেও বহু বিষয়ে বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য প্রদর্শন করিবার পূর্বে বুঝা আবশ্যক সাধক এবং যোগীর ভেদের মূল কি? গুরু ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও সাধক এবং অপর কাহাকেও যোগী করিয়া থাকেন, এরূপ নহে। গুরু শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। সঞ্চারিত শক্তির মাত্রা-নিয়ামক শিষ্যের আধারগত বল। যে শিষ্যের আধার অতি প্রবল তাহাতে গুরু চৈতন্যশক্তিসহ চৈতন্য সঞ্চার করেন। ইহা অত্যন্ত তীব্র। যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারের বল অপেক্ষাকৃত ন্যূন তাহাকে গুরু চৈতন্য দান করেন বটে, কিন্তু শক্তিদান করেন না। কারণ, দুর্বল আধার তীব্র ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না। আধারের ঐ বৈষম্য কোথা হইতে হয়—এরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই—জন্মকালীন উপাদানের তারতম্যবশতঃ বিভিন্ন পুরুষের আধার বিভিন্ন হইয়া থাকে। ক্ষণের দৃষ্টির তারতম্য এই বৈষম্যের মূল। সুতরাং ইহা সহজাত। ইহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না অথবা কাহাকেও প্রশংসা করা যায় না। কারণ "স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।" এই যে ক্ষণের দৃষ্টির কথা বলা হইল এক হিসাবে ইহাই মূল দীক্ষা। অনন্ত চৈতন্য হইতে এই স্বাভাবিক দীক্ষা মায়িক জগতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে প্রত্যেক মনুষ্যকে পাইতে হয়। ইহাই আধার-শক্তির সঞ্চার। পরে মায়িক জগতে আসিয়া মহাখন্ড গুরু হইতে অথবা খন্ড গুরু হইতে বীজপ্রাপ্তি এবং আত্মসংস্কার ক্রিয়াপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যাহার যে প্রকার আধার, সংস্কারক গুরু তাহাকে সেই পরিমাণে চৈতন্য দান করিয়া থাকেন, কোনপ্রকার পক্ষপাত করেন না। এই হিসাবে দেখিতে গেলে সাধক এবং যোগীর পরস্পর ভেদ স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে। বলা বাহুল্য, যোগাভ্যাস না করিয়াও যোগী হওয়া যায় এবং সাধনা না করিয়া সাধক হওয়া চলে। তবে ইহা স্বরূপযোগ্যতার কথা মাত্র। দীক্ষার পর কর্মের দ্বারা পূর্বোক্ত স্বরূপযোগ্যতাকে ফলরূপে পরিণত করিতে হয়। কর্ম না করিলে আধার থাকিলেও এবং গুরুদত্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বিকাশ করা চলে না। বিকাশের একমাত্র উপায় কর্ম। দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। কৃপা হইতেও বিকাশ হয় না। পূর্বোক্ত স্বরূপযোগ্যতা লাভ এবং সংস্কার উভয়ই কৃপার প্রকার ভেদ মাত্র। কিন্তু ঐ কৃপাও ফলে পরিণত হইতে হইলে কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। কর্মবর্জিত কৃপাও আছে—তাহার আলোচনা সময়ান্তরে করিব।

এখন সাধক ও যোগীর পরস্পর বৈষম্য স্পষ্টভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

১২। ২। ৪৯

সাধক এবং যোগীর প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রধান পরিণাম এই যে সাধক নিজের দিকে অধিকতর নিবিষ্ট থাকে। নিজকে ভুলিয়া অপরের সুখ-দুঃখের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে না। নিজের দুঃখনিবৃত্তি অথবা আনন্দ-প্রাপ্তি তাহার লক্ষ্য এবং যাবতীয় প্রচেষ্টায় নিয়ামক। যে কর্মে নিজের দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্ত হয় না অথবা নিজে আনন্দ লাভ করা যায় না তাহা অন্যের পক্ষে হিতকারী হইলেও সাধককে আকর্ষণ করিতে পারে না। এইপ্রকারে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে অন্যের সুখ অথবা দুঃখনিবৃত্তিতে যদি নিজের ইষ্টপ্রাপ্তি ঘটে তাহা হইলে গৌণভাবে উহাও সাধককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মোটের উপর তাহার সকলপ্রকার চেষ্টার একমাত্র মানদন্ড—অন্যনিরপেক্ষ ভাবে নিজের শান্তি, তৃপ্তি অথবা দুঃখনিবৃত্তি। কিন্তু যোগীর প্রকৃতি এ প্রকার নহে। যোগীর লক্ষ্য নিজের হিত অথবা সুখ ততটা নহে যতটা অপরের হিত এবং সুখ প্রাপ্তি। যোগী অন্যের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী না হইয়া পারে না। কারণ, এই ভাবেই তাহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। পরকে আপন করিয়া তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ রূপে গ্রহণ করিয়া লওয়া—ইহাই যোগীর স্বভাব। সুতরাং এক হিসাবে যোগীও নিজের দুঃখনিবৃত্তি অথবা পরমানন্দ লাভই চায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যোগীর পক্ষে তখনই সম্ভবপর হয় যখন অন্যের দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দ লাভ অধিগত হয়। অন্যকে সুখী করিয়া অথবা সুখী দেখিয়া নিজকে সুখী অনুভব করা এবং অন্যের দুঃখনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুঃখনিবৃত্তি হইল বলিয়া বিবেচনা করা, ইহাই যোগীর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ইহা হইলে বুঝা যাইবে যোগীর আত্মভাব সাধক হইতে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক কারণ সাধক নিজেতেই নিজে নিবদ্ধ। কিন্তু যোগীর নিজ ভাব বহুকে আপন করিয়া লইয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগীমাত্রই একপ্রকার নহে। যদিও স্বার্থ চিন্তা হইতে পরার্থ চিন্তার উদয় না হইলে যোগীভাবের উদয় হয় না ইহা সত্য তথাপি পরার্থ চিন্তা এবং পরার্থ সাধনের মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য রহিয়াছে। যে যোগী পাঁচ জনকে আপন করিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখকে নিজের করিয়া লইতে পারে যদিও সে শ্রেষ্ঠতম সাধক অপেক্ষা উৎকর্ষসম্পন্ন তথাপি যে যোগী শত সংখ্যক পুরুষের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ রূপে গ্রহণ করিতে পারে তদপেক্ষা পূর্বোক্ত যোগী নিকৃষ্ট। এইপ্রকারে যোগীর ক্রমোৎকর্ষ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার চরম পরিণতি তখনই সিদ্ধ হইল বলা চলে যখন জগতের যাবতীয় জীবের সুখ-দুঃখ এবং কর্মকে গ্রহণ করিয়া যোগী তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে পারে। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান এই তিন কালে বিদ্যমান যাবতীয় জীবকে এবং ঊর্ধতম হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সর্বস্তরে বর্তমান যাবতীয় জীবকে যতদিন নিজ সত্তার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া স্থান দিতে না পারা যায় ততদিন যোগীর চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলা চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব বর্ণিত সাধক ও যোগীর প্রকৃতিগত তারতম্যের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সাধক দুর্বল এবং যোগী তদপেক্ষা প্রবল। সাধক দুর্বল বলিয়াই ভবসমুদ্র পার হইবার সময় নিজেই পার হইতে চেষ্টা করে। অপর কাহাকেও সাহায্য করিবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, সাধক সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেহ হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ কৈবল্য লাভ করে। তখন যদিও তাহার চৈতন্যস্বরূপে স্থিতি হয় তখনই তাহার বাহ্য উপলব্ধি থাকে না বলিয়া তাহার পক্ষে অন্য পুরুষের বা জীবের অস্তিত্ব বোধ ফোটে না। আর কেহ যে আছে বা থাকিতে পারে সে ধারণা তাহার জন্মে না। সুতরাং অন্যকে সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহাতে উদিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কৈবল্যাবস্থায় জাগতিক দুঃখের অনুভূতি ত থাকেই না, স্মৃতিও থাকে না। আর একটি কথা—আত্মা তখন বিদেহ বলিয়া ব্যবহারভূমির অতীত। অন্যের অস্তিত্ব এবং সুখ-দুঃখবিষয়ক বোধ থাকিলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আত্যন্তিক অভাববশতঃ কোনপ্রকার কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। উহা এক প্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থা। সুতরাং সাধকের পক্ষে পথিকরূপেই হউক অথবা সিদ্ধাবস্থায় আত্মবিশ্রামের স্থিতি-তেই হউক কাহারও প্রকৃত উপকার করা ঘটিয়া উঠে না। আর একটি কথা—সাধকের আধার দুর্বল বলিয়াই দীক্ষাকালে গুরু তাহাতে তীব্র তেজঃ সঞ্চার করেন না। কারণ, সে যে ভার সহ্য করিতে পারিবেনা গুরু তাহাকে সে ভার অর্পণ করিবেন কেন?

কিন্তু যোগীর প্রকৃতিগত আপেক্ষিক সবলতাবশতঃ তাহার বিকাশের পথ অন্যপ্রকার। গুরু দীক্ষাকালে তাহাকে অধিকতর তীব্র তেজঃ সঞ্চার করেন। সাধক গুরু হইতে প্রাপ্ত তেজঃ কর্ম দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়া উহার প্রভাবে নিজেকে জড় সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করে। তখন নিজেই চৈতন্যময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার নিকট উদ্বৃত্ত চৈতন্য শক্তিরূপে কিছুই থাকে না যাহা অন্যের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। যোগীর পক্ষে উদ্বৃত্ত শক্তির অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। যিনি যত বড় যোগী তাঁহার উদ্বৃত্ত শক্তিও তত অধিক এবং যাঁহার উদ্বৃত্ত শক্তি যত অধিক তিনি তত অধিক লোককে ঐ শক্তি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া নিজের করিয়া লইতে পারেন। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী সমগ্র জগৎকেই আপন করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যোগের উৎকর্ষ তত অধিক না থাকিলেও যোগীমাত্রেরই কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বৃত্ত শক্তি থাকে বলিয়া বাস্তবিক পরোপকার সম্ভবপর হয়। যে যত অধিক উপার্জন করে নিজের ব্যয় নির্বাহ করিয়াও সে তত অধিক লোকের সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্ছলতার ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু যাহার উপার্জন নিজের প্রয়োজন সাধন করিয়া কিছুমাত্র উদ্বৃত্তরূপে সঞ্চিত রাখিতে সমর্থ হয় না তাহার পক্ষে অন্যের ব্যবস্থা করিবার আশা দুরাশা মাত্র। সাধক মাত্রের অবস্থা ঠিক এই প্রকার। সাধক সিদ্ধাবস্থায় যে স্থিতি লাভ করেন তাহা চিদাকাশে নিরালম্ব অবস্থান মাত্র। সাধকের কোন রূপ ভূমি প্রাপ্তি ঘটে না অর্থাৎ যোগ ভূমি যোগীরই প্রাপ্য, সাধকের নহে। সাধকের চরম স্থিতি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠা, কিন্তু যোগী কোন অবস্থাতেই নিরাকার স্থিতি প্রাপ্ত হন না। প্রাকৃতিক অর্থাৎ লৌকিক আকার না থাকিলেও অলৌকিক আকার লাভ যোগীর অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। ইহার রহস্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটি মহা সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে। সেটি এই ঃ শুদ্ধ চৈতন্য আকারসহযোগ ব্যতিরেকে অহংরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। অহংরূপে জাগিয়া না উঠিলে উপলব্ধি থাকিতে পারে না। উপলব্ধি ব্যতিরেকে নিজ সত্তার বাহিরে যে বিরাট জগৎ রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বাহ্য জগতের সন্ধান না পাইলে অন্যের সুখ-দুঃখ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা জন্মে না। সুতরাং নির্বাণ অথবা কৈবল্য সাধনজীবনে চরম সম্পদ হইলেও যোগীর পক্ষে উহা আদরের বস্তু নহে। যোগী মাত্রই নির্বাণভেদী। যোগ-কায়া শুদ্ধ ও চিন্ময় বলিয়া নির্বাণেও অক্ষুণ্ণ থাকে। যোগী একদিকে যেমন আকার ধারণ করেন অপর দিকে তেমনি সেই আকারকে অবলম্বন করিয়া অহংভাবকে পোষণ করেন। ইহা বিশুদ্ধ অহং, অহঙ্কারবর্জিত অহং। এই অহং বস্তুতঃ যোগীর গতিশীল নির্মল লক্ষ্যেরই নামান্তর। ইহা না থাকিলে যোগীর পক্ষে পরপর ভূমি অতিক্রম করিয়া চরম ভূমিতে অবস্থান করা সম্ভবপর হয় না। সাধক নিজের মধ্যেই নিজে তৃপ্ত। সে কায়া-বিরহিত ও একাকী। যোগী কায়াযুক্ত ও কোন অবস্থাতেই একাকী থাকেন না। শক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই যোগীর নিত্যসাথী। শক্তির সহিত আত্মার যোগই প্রকৃত যোগ। সাধক শক্তিহীন বলিয়া কখনই যুক্ত হইতে পারে না। উপনিষদ্ বলিয়াছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। শক্তি অর্জন করিতে না পারিলে প্রকৃত আত্মলাভ হয় না। শক্তির কৃপা লাভ করিয়া শক্তিকে পুষ্ট করিতে না পারিলে শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না অর্থাৎ শক্তির সহিত নিজের যোজনা সিদ্ধ হয় না। শক্তি মাতৃস্বরূপা। সাধক বাস্তবিক পক্ষে মা'র সাথে যুক্ত হইতে পারে না। সিদ্ধাবস্থায় নিজে চৈতন্যময়ী মায়ের স্বরূপে পর্যবসিত হয় বটে, কিন্তু শক্তিরূপে উদ্বৃত্ত সত্তা থাকে না বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে যে চৈতন্যস্বরূপ লাভ করিয়াছে সে উপলব্ধি তাহার হয় না। এই-জন্য অবলম্বনহীন আকাশে স্থিতিই সাধকের চরম পরিণতি। মাতৃবলে বলীয়ান্ হইয়া অনন্তের পথে চলা অথবা মায়ের কোলে বিশ্রাম লাভ করা সাধকের ভাগ্যে ঘটে না।

১৩। ২। ৪৯

যোগী এবং সাধকের অবান্তর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার পূর্বে উভয়ের সংস্কারগত তারতম্যের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা যাইতেছে। যোগী গুরু যোগী শিষ্য এবং সাধক শিষ্য উভয়কেই সংস্কার করিয়া থাকেন। এই সংস্কার দীক্ষাসংস্কার নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্ষেত্র ভিন্ন বলিয়া সংস্কারে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা করিবার অবসর নাই। কিন্তু সিদ্ধান্তরূপে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে ব্রহ্ম অথবা গুরু অথবা তাহারও অতীত স্থান হইতে সৃষ্টির ধারা নির্গত হয় এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া মর দেহের সৃষ্টি করে। মাতৃগর্ভ হইতে যে যোনিজ দেহ উৎপন্ন হয় তাহাই মর দেহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই কর্মক্ষেত্রে কর্মসাধনের যোগ্যতা সম্পন্ন। সৃষ্টিক্রমে সর্বপ্রথম বিন্দু অথবা নির্গুণ ব্রহ্মরূপ প্রকাশময় সত্তার আবির্ভাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব-স্বরূপ কাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব অভিব্যক্ত হয় না। তাহার পর বিন্দু অর্থাৎ প্রাণ এবং কাল এই উভয়ের সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া অতীত সত্তা হইতে মনের আবির্ভাব হয়। মনের আবির্ভাবের পূর্বে বিন্দুতে ক্ষোভ অথবা চাঞ্চল্য থাকে না। সুতরাং বিন্দু হইতে কোন প্রকাশ স্ফুরণ হয় না। কিন্তু মন আবির্ভূত হওয়ার পর উহা এক পক্ষে যেমন বিন্দুতে আবিষ্ট হয় অপর পক্ষে তেমন কালেও আবিষ্ট হইয়া থাকে। কালে নিহিত মনের অংশ নিমগ্ন ভাবেই থাকিয়া যায়, সৃষ্টি মুখে বাহির হয় না। কিন্তু মনের যে অংশ বিন্দুকে স্পর্শ করে তাহা বিন্দুময় হইয়া উদ্বৃত্তরূপে বিন্দু হইতে বাহির হইয়া থাকে। ইহাই বিন্দুর ক্ষরণ। বস্তুতঃ ইহা মনেরই ক্ষরণ, বিন্দুসত্তা তাহার সহচরী মাত্র। বিন্দু সূর্যরূপী প্রাণ, মন চন্দ্ররূপী অমৃত। সুতরাং এই ক্ষরণটি অমৃত-ক্ষরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থাটিকে নির্গুণ ব্রহ্মভাব হইতে সগুণ ব্রহ্মভাবের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। এই বিন্দুর বিকিরণ হিরণ্ময় আলোক রূপে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহারই নাম হিরণ্ময় লোক অথবা ব্রহ্ম-লোক। ইহার পর কালের সম্বন্ধ আরও স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ বিকিরণ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই প্রাণ ও কালের প্রতিদ্বন্দ্বীভাব পরিস্ফুট হয়। কাল ঘেররূপে লোকের অথবা বিন্দুর কিরণময় প্রকাশের বহির্দেশে অবস্থান করে। ইহার পর ঊর্ধ্ব-অধঃভাবের বিকাশ হয়। তখন এক বিরাট সত্তা হইতে দুইটি পরস্পর সম্বন্ধ পৃথক্ সত্তার আবির্ভাব হয়। একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি। এই পুরুষই পরম পুরুষ। ইনি প্রণবের স্বরূপ এবং এই প্রকৃতি পরমা প্রকৃতি। ইনি ত্রিকোণরূপা শুদ্ধা ও পূর্ণা। এই অবস্থায় ত্রিকোণের তিনটি কোণ এবং তিনটি বাহু পরস্পর সমান থাকে। পুরুষ হইতে ধারা নির্গত হয় এবং প্রকৃতি ঐ ধারা গ্রহণ করিয়া তাহাকে আপন করিয়া লইয়া বহির্গত করিয়া দেয়। এইভাবে অনন্ত দিব্যলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক হিসাবে পরমাণুর আবির্ভাব এই সময়ই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিন্দুরূপ সূর্যই পরমাণুর মূল উৎস, যদিও চন্দ্ররূপী মনের সহিত যোগ না হওয়া পর্যন্ত তাহার ক্ষরণ হয় না। ইহার পরাবস্থায় পরমাণু শুদ্ধা প্রকৃতি হইতে নির্গত হইয়া বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া খণ্ড প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। এই খণ্ড প্রকৃতি ত্রিকোণাকার অখণ্ড প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। ইহার নাম যোগনিদ্রা এবং ইহার স্বরূপ চন্দ্রাত্মক। এখান হইতে অণুসকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

পরমাণুর মূলস্থান যেমন সূর্য তেমনি অণুসকলের মূলস্থান ঐ চন্দ্র। যোগনিদ্রাতে পরমাণু পতিত হইয়া অণুসকলের সংসর্গে নিজের উজ্জ্বল ভাব এবং আত্মবোধ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ চিদ্রূপ এই ভূমিতে আসিয়া জড়ের বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া সুপ্তবৎ এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ জীবভাবের উদয় এইখান হইতেই হইয়া থাকে। যাহাকে অনেকে কারণদেহ বলিয়া বর্ণনা করেন, চৈতন্যের সহিত তাহার যোগ এইখানেই ঘটিয়া থাকে। ইহার পর যোগনিদ্রা হইতে পরমাণু মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। জীবত্বের আবেষ্টন তাহার সঙ্গেই থাকে। এইপ্রকার জীবকায়াসম্পন্ন না হইতে পারিলে পরমাণুর পক্ষে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন। মাতৃগর্ভে মনোময় পরদা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রাণের অংশ অণুসম্বন্ধভাবে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে পিতামাতার দেহাংশের দ্বারা অর্থাৎ রজঃবীর্যের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ পরিণত অবস্থায় গর্ভ হইতে বাহির হইয়া থাকে। খণ্ডমাতা মোহমায়াস্বরূপ। জীবে যোগনিদ্রা হইতে মোহমায়াতে আশ্রয় লয় এবং মাতৃগর্ভ হইতে প্রসবের পর বাহ্যজগতে স্থান লাভ করে। ইহা কাল-রাত্রির রাজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রত্যেকটি মনুষ্যকে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ অংশের সন্ধান পাওয়া যায়।— পরমাণু, মন, অণু এবং কায়া। অণু এবং কায়ার সহিত কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অণু স্বরূপতঃ একপ্রকার হইলেও কার্যতঃ বিভিন্ন প্রকার। যে অণুকে জীব সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে এবং যাহা প্রতি জীবে জীবত্বসম্পাদক তাহার সংখ্যা ঊনপঞ্চাশৎ। বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ তাই অণুও ঊনপঞ্চাশৎ। এই সকল অণুর সমষ্টি জীবের জীবত্বসম্পাদক অন্তরতম কোষরূপে বিদ্যমান থাকে।

এতদ্ব্যতীত কালরাত্রি হইতেও অসংখ্য আগন্তুক অণু জীবের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করে এবং জীবকে ব্যবহারক্ষেত্রে চালনা করে। বিভিন্ন দার্শনিকগণ যেমন কর্মকে ভাবকর্ম এবং দ্রব্যকর্মরূপে বিভাগ করিয়া থাকেন বর্তমান স্থলেও অণুগত ভেদ সেইপ্রকার বুঝিতে হইবে। ভিতরে ক্রোধের বীজ না থাকিলে যেমন বাহির হইতে ক্রোধের উপাদান আসিয়া নিজেকে বিচলিত করিতে পারে না, তেমনি ভিতরে অণুর খেলা না থাকিলে বাহির হইতে অণু আসিয়া জীবকে নাচাইতে পারে না। বাহিরের অণু নিতান্তই বাহ্য। তাহার ক্রিয়াও বাহ্য। ঐ সকল অণু জীবকে অন্তরে স্পর্শ করিতে পারে না কিন্তু জীবত্বের কোষরূপী যে সঞ্চিত অণুসকল জীবের সহিত মূল গ্রন্থিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই জীবের মূল শত্রু। তাহাকে নাশ করিতে না পারিলে বাহ্য সহস্র সাধনা দ্বারা জীবের জীবত্ব অপসারিত হয় না, এবং জীবে শিবত্বের সঞ্চারও হইতে পারে না। জীবভাব না কাটিলে শিবভাব কোথা হইতে আসিবে? পাপক্ষয় না হইলে শিবত্বের যোজনা কোথা হইতে হইবে? সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষের মূল এই জীবত্ব কোষকে নষ্ট করিয়া ফেলা এবং সম্ভব হইলে সেই জীবত্ব বর্জিত রিক্তস্থলে শিবত্বের প্রতিষ্ঠা করা। বাহ্যজ্ঞান যতই উৎকৃষ্ট হউক্ না কেন তাহা দ্বারা জীবত্বনাশের সাহায্য লাভ হয় না। তদ্রূপ বাহ্য ভক্তি, বাহ্যকর্ম, বাহ্য যোগ প্রভৃতি একই প্রকার জানিতে হইবে। সর্বত্রই অর্থাৎ প্রতিমার্গেই কর্মের নির্দেশ রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে কর্ম বাহিরের কর্ম অন্তঃকর্ম নহে। যে কর্ম অনুসমষ্টির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহা বাহ্য কর্ম। তাহার ফলভোগ অণুসকলকেই করিতে হয়। পূর্বোক্ত পরমাণুকে সে কর্ম স্পর্শও করে না। তাহার ফলভোগও তাহাকে করিতে হয় না। উন্নতি-অবনতি, সৎকর্ম অথবা অপকর্ম সবই সত্য, কিন্তু সবই বাহ্য। কারণ, এই সকল কর্মই অণুর ব্যাপার। যথার্থ কর্ম পরমাণুর কর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল কর্মে পরমাণু বিচলিত হয় না। তাহার উৎকর্ষও হয় না, তাহার অপকর্ষও হয় না তাহা যেমন ছিল ঠিক তেমনি থাকে। সুতরাং স্বপ্নে রাজা হইলে যেমন জাগ্রত অবস্থায় সে রাজবৈভবের ফল লাভ করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ মনে করা চলে না, তেমনি স্বপ্নে অতি দরিদ্ররূপে নিজেকে প্রাপ্ত হইলেও সে দারিদ্র্যের অঙ্কুশ জাগ্রত অবস্থায় জীবকে আঘাত করে না। রাজভাব এবং দরিদ্রভাব পরস্পর বিরুদ্ধ এবং উভয়ই সত্য। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্ন ততক্ষণ, জাগ্রত অবস্থায় নহে। জাগ্রত অবস্থায় উহারা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। ঠিক সেই প্রকার অণুর কর্মে ঊর্ধ্বগতি হইতে পারে, লোক-লোকান্তর, দিব্যভাবের প্রাপ্তি হইতে পারে, আবার অণুর অন্য প্রকার কর্মে অধোগতি হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে পরমাণুর হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না। পরমাণুই আত্মা। তাহার বিকাশের পথে এই সকল ধর্ম এবং অধর্ম কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না।

এইজন্য প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে হইলে পরমাণুকে জাগাইতে হয়। পরমাণু নিত্য শুদ্ধ এবং চিন্মাত্র ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত জীবত্বের বেষ্টন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া যথাবিধি কর্ম-পথে চালনা দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সম্পাদন না করা যায় ততক্ষণ আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব প্রথম কর্তব্য জীবত্বের বেষ্টনকে দূর করিয়া পরমাণুকে মুক্ত করা। তাহার পর দ্বিতীয় কর্তব্য পরমাণুকে গতিশীল করিয়া পরম লক্ষ্যের দিকে তাহাকে অগ্রসর করা। এইজনাই দীক্ষার আবশ্যকতা। যতক্ষণ যথাবিধি দীক্ষা সম্পন্ন না হইবে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা কবির কল্পনা মাত্র।

এইবার দীক্ষাপ্রক্রিয়া এবং স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। গুরু যখন যোগী শিষ্যকে দীক্ষা দেন তখন সর্বপ্রথমে তাহার অণুসকলকে আকর্ষণ করিয়া নেন। পরমাণুকে আকর্ষণ করেন না। এই সকল অণুর দ্বারাই শিষ্যের জীবত্ব সংঘটিত হইয়াছে। পরমাণু দেহমধ্যে পূর্বে যেমন ছিল তেমনি থাকে। ক্ষণমাত্রের জন্য যোগী অণুগুলিকে মাত্র নিজের স্বরূপে টানিয়া নেন। গুরুর স্বরূপ জ্যোতির্ময়। যখন তিনি অণুসকলকে আকর্ষণ করেন তখন ঐ সকল অণু তাঁহার জ্যোতির্ময় কায়াতেই প্রবিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতির রাজ্যে আদান-প্রদান স্বভাবের নিয়ম। কোন স্থান হইতে কিছু আকর্ষণ করিয়া নিলে এই রিক্ত স্থানে স্বভাবতঃই কিছু সঞ্চারিত হয়। অণুকে আকর্ষণ করিয়া নিলে পরমাণুটি কিছুক্ষণের জন্য জীবভাববর্জিত হয়। অণু অপসারিত হওয়ার পর সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রিক্তস্থানে গুরুর স্বরূপজ্যোতি কায়ারূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। ইহারই নাম গুরুদত্ত কায়া। এই কায়া পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া পরমাণুকে চৈতন্য-সম্পন্ন করে। ইহার পর ক্রমশঃ অণুসকলকে তিনি ফিরাইয়া দেন। কিন্তু সব অণুকে একসঙ্গে ফিরান না। মোটের উপর ৮টি অণুকে ফিরাইয়া দেন। পরমাণু স্বয়ং এবং ৮টি অণু ইহাই শিষ্যের সম্বল। শিষ্যের জীবত্বমূলক কার্য্য নির্বাহের জন্য এই ৮টি অণুই পর্যাপ্ত। বস্তুতঃ এই সকল অণুও গুরুতেজে তেজোময়। বাকী অণুগুলি গুরুর নিকট সঞ্চিত থাকে। শিষ্য কর্ম করিয়া সম্পূর্ণভাবে কর্মের উদ্‌যাপন করিতে পারিলে ঐ অণুগুলি পুনর্বার তাহার নিকট ফিরিয়া আসে। ঐগুলি তখন তাহার যোগৈশ্বর্যরূপে প্রকাশিত হয়। গুরুর নিকট গচ্ছিত থাকিলেও ঐ অণুগুলি শিষ্যের সহিত যোগযুক্তই থাকে। কর্মতত্ত্ব বুঝাইবার সময় এ বিষয়ে বিস্তারপূর্বক আলোচনা করিব। মোট কথা, মনে রাখিতে হইবে গুরুদত্ত চৈতন্যশক্তির প্রভাবে শিষ্যের অণুসকল শুধু যে শুদ্ধ হয় তাহা নহে, পরমাণুর সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়। গুরু যোগীশিষ্যকে বীজদান করেন না, কায়া-দান করেন। এই গুরুদত্ত কায়ারই নামান্তর জাগ্রত কুণ্ডলিনী, অর্থাৎ শিষ্যকে পৃথক্‌ভাবে কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিবার প্রয়োজন হয় না। গুরুর নিত্য জাগ্রত কুণ্ডলিনীই দীক্ষাকালে শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পর শিষ্যকে কর্ম করিতে হয়। তাহা শুধু উক্ত জাগ্রত কুণ্ডলিনীরূপ শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য আহারদান মাত্র। সাধকের দীক্ষার সময় ঠিক এইরূপ হয় না। সাধকের আধারবল কম বলিয়া তাহাকে সাক্ষাৎভাবে শক্তি দান করা হয় না। চৈতন্যের আভাসমাত্র সাধক প্রাপ্ত হয়। ঐ আভাস প্রাপ্ত হইয়া সাধক নিজ কর্ম দ্বারা ঐ আভাস চৈতন্যকে স্বরূপচৈতন্যে পরিণত করেন। যোগী শিষ্যের জীবত্বসম্পাদক কায়ার ন্যায় সাধক শিষ্যেরও কায়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এই কায়া গুরু নিজে ভাঙ্গিয়া দেন না। সাধকের নিজ কর্মের প্রভাবে উহা আপনা আপনি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতে থাকে। যেদিন সাধকের জীবকায়া সম্পূর্ণভাবে বিগলিত হয় সেইদিনই সাধক চিদাকাশে স্থিতি লাভ করে। চিদাকাশে স্থিতি দেহধারণ কালে হইতে পারে না। যেমনি যেমনি সাধকের জীবকায়া কর্মের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হইতে থাকে ঠিক সেই অনুপাতে সাধক ক্রমশঃ চিদাকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পরমাণুর সহিত পূর্বোক্ত অণুসমষ্টির যোগই জীবভাব। সুতরাং যে অনুপাতে কর্মদ্বারা অণুসকল শুদ্ধ হয় সেই অনুপাতে ঐ সকল শুদ্ধ অণু পরমাণু হইতে পৃথক্ হইয়া যাওয়ার দরুণ এবং দেহ হইতে পৃথক্ হওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরুণ পরমাণু অণুহীন হইতে আরম্ভ হয়। অন্ততঃ একটি অশুদ্ধ অণু না থাকিলে দেহধারণ সম্ভবপর হয় না। যখন উনপঞ্চাশৎ অণুই শুদ্ধ হইয়া যায় তখন কি আশ্রয় করিয়া এই কালেও কায়া বর্তমান থাকিবে ? পূর্বেই বলা হইয়াছে কায়া ও অণুর সহিত কালের সম্বন্ধ। অণু শুদ্ধ হইয়া গেলে কায়া হইতে এবং পরমাণু হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সাধকের শুদ্ধ অণু বিশুদ্ধ তেজঃ বা জ্যোতিঃরূপে স্থানবিশেষে সঞ্চিত থাকে। একটি সাধকের অণুর সহিত অন্য সাধকের অণুর সংমিশ্রণ হয় না। সাধকের অণু শুদ্ধ বটে কিন্তু যোগীর অণু যেমন শুদ্ধ হইয়া পরমাণুতে যুক্ত হয় তদ্রূপ সাধকের অণু শুদ্ধ হইয়া সাধকের পরমাণুতে যুক্ত হয় না। সাধকের পথ বিবেকমার্গ । যোগীর পথ যোগমার্গ। অধ্যাত্মপথের প্রথম হইতে উভয়ের মধ্যে এই পরস্পর ভেদটি লক্ষিত হইয়া থাকে। যখন সাধকের উনপঞ্চাশৎ অণুই শুদ্ধ হইয়া পরমাণু হইতে পৃথক্ হয় তখন সাধকের পরমাণু গুরুদত্ত কায়াকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দীক্ষাকালে সাধক যে আভাসচৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল এইবার তাহা পূর্ণচৈতন্যে পরিণত হইল। ইহা বিদেহ-কৈবল্যের অবস্থা। তখন এই বাহ্য দেহ থাকিতে পারে না। সাধকের স্থিতি তখন চিদাকাশে। সাধক তখন চিন্ময়ী প্রকৃতি-স্বরূপে স্থিতি লাভ করে, কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া নিজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। যোগীর সঙ্গ এবং প্রভাব ব্যতিরেকে চিদাকাশ হইতে নির্গত হইয়া যোগপথ প্রাপ্ত হওয়া সাধকের পক্ষে অসম্ভব। দেহধারী কোন যোগী দ্বারাও এই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তবে যদি কোন দেহধারী যোগী স্বয়ং কর্মশীল হইয়া দেহাবস্থায় অবস্থানপূর্বক চিদাকাশ ভেদ করিয়া মহাভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে ঐ যোগীর চিদাকাশ অতিক্রম করার সময়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধ আত্মা তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া যোগপথে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অন্য কোন উপায় নাই। ঐ সময় তাহার শোধিত অণুসকল ক্রমশঃ তাহার কার্যের সহায়ক হইয়া থাকে।

১৪, ২, ৪৯

সাধক চিদাকাশ হইতে যোগপথ প্রাপ্ত হইলে আর তখন সাধকপদবাচ্য থাকে না তখন তাহাকে যোগীই বলিতে হয়।

কিন্তু এই যোগপথ স্বভাবের যোগপথ। সাধক তখন যোগী হইলেও স্বভাবসিদ্ধ যোগী বলিয়া মর দেহে কর্মশীল যোগীর ন্যায় বোধসহকারে চলিতে পারে না। কোন বস্তু স্রোতে ভাসাইয়া দিলে তাহা যেমন স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলে, নিজ বলে নহে, ঠিক সেই প্রকার চিদাকাশের পরবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগপথে যোগী স্বভাবের স্রোতেই চলিয়া যায়। তাহার নিজ বল তখন ততটা অভিব্যক্ত থাকে না। মর দেহে কর্ম না হইলে বল পাওয়া যায় না। যোগীর কৃপাতে যোগপথে অসাড়ভাবে লক্ষ্যটি চলিতে থাকে। এই লক্ষ্যই তাহাকে মহামায়া বা পরমাপ্রকৃতি এমন কি ব্রহ্ম পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহা অমর সত্তার গতি, মরদেহে কর্মশীল যোগীর গতি নহে। কর্মশীল যোগী লক্ষ্য এবং কর্ম উভয়ের সমন্বয় করিয়া চলিতে থাকে। ইহাই পার্থক্য।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে সাধকও সাধন মার্গের অবসানের পরেও যোগপথে চালিত হইতে পারে। চিদাকাশ হইতে যোগপথ পাওয়ার কথা বলা হইল, কিন্তু চিদাকাশে স্থিতিলাভের পূর্বে দেহাবসান কালেও সাধক যোগীগুরুর কৃপাতে যোগপথ না পাইতে পারে এমন নহে। কিন্তু এস্থলে এই পথটি স্বভাবের যোগপথ হইবে না। কারণ যোগপথ পাওয়ার পর সাধকের চিদাকাশ অভিমুখী গতি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন যোগপথ অবলম্বন করিয়াই তাহার ধারা চলিতে থাকে। মর দেহ আশ্রয়ে তখনও কর্ম চলে বলিয়া লক্ষ্যের সহিত কর্মের বল মিলিত হইয়া সাধকের অগ্রগতি নিয়মিত হয়। সুতরাং এইপ্রকার যোগী অসাড়ে ভাসিয়া চলিয়া যায় ইহা বলা চলে না। সে প্রকৃত যোগীর ন্যায় কর্ম দ্বারাই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। অবশ্য যতদিন দেহাবস্থায় অবস্থান করে ততদিনই কর্ম সম্ভবপর হয়। দেহত্যাগ হইয়া গেলে যে পরিমাণ কর্মের অনুষ্ঠান হয় এবং যোগ-শক্তির অভিব্যক্তি হয় সে পর্যন্ত যোগভূমি লাভ করিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত যাইতে পারে না। যোগী এবং সাধকের মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক কোন অবস্থাতে যোগীর সাহায্য ব্যতিরেকে যোগভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যোগীর পক্ষে সাধক হওয়া তত কঠিন নহে। যোগী ইচ্ছা করিলেই আত্মগোপন করিয়া সাধকরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। তাহার জন্য কোন সাধকের অথবা সিদ্ধের সাহায্য আবশ্যক হয় না। যোগী এবং সাধক ব্যতিরেকে জগতের যাবতীয় লোক সাধারণ জীবরূপেই বর্ণিত হইবার যোগ্য। সাধারণ জীবের মধ্যে সাধক এবং অসাধক উভয়ই আছে, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সাধকের মধ্যেও ভক্ত, জ্ঞানী প্রভৃতি নানাপ্রকার অবান্তর ভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত বিষয়তৃষ্ণাযুক্ত বহির্মুখ বহু জীব আছে। তাহাদের সংখ্যাই জগতে অধিক। পূর্বে সাধকের পক্ষে যোগী হওয়া যেমন সম্ভবপর বলা হইয়াছে তেমনি সাধারণ লোকের পক্ষেও সাধক হওয়া সম্ভবপর। বিষয়াসক্তের পক্ষে কারণবিশেষে বৈরাগ্যবান হওয়া যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবপর, তেমন সাধরেণ জীবের পক্ষেও সাধক হওয়া সম্ভবপর। তবে এই জাতীয় পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ বেশী হয় না। চিত্তের সংবেগ, ঘাত-প্রতিঘাত, আকস্মিক সংঘর্ষজনিত মনোবিপ্লব অথবা মহাজনের কৃপা—এই সকল বিশিষ্ট কারণের একটি অথবা একাধিক কার্যশীল হইয়া আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত করে। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। সবই হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে তাহাই বলা হইল।

সাধারণ জীব চৈতন্য সম্পন্ন হয় না বলিয়া মৃত্যুর পর তাহাদের উর্ধ্বগতি নিরুদ্ধ থাকে। বস্তুতঃ এক হিসাবে তাহাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক গতির সূচনাই হয় না। এই সকল জীবের পরমাণু মৃত্যুর পর যোগনিদ্রাতে ফিরিয়া যায় এবং সেইখানেই সঞ্চিত থাকে। কিন্তু তাহাদের অণুসকল এই জগতে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ কালরাত্রির রাজ্যে সেই সকল অণু বিদ্যমান থাকে এবং এই রাজ্যকে উহারা প্রভাবিত করে এবং জগতে অধিকাংশ লোক বিবেকহীন বলিয়া জড়-ভাবাপন্ন। জাগতিক পাপ-পুণ্যের বিচার এই প্রসঙ্গে উত্থিত হয় না। চৈতন্যের বিকাশ না হইলে চৈতন্যের জগতে স্থিতিই হয় না, ক্রমবিকাশ ত দূরের কথা। সুতরাং জড় জগতের উন্নতি ও অবনতি আত্মার প্রকৃত উন্নতি অথবা অবনতির মানদণ্ড নহে। সাধারণ লোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরমাণু যোগনিদ্রাতে যেমন অবরুদ্ধ থাকে তেমনি তাহাদের অণুসকল কালরাজ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ক্রমশঃ কালের বেগকে প্রবল করিয়া থাকে। ক্রমশঃ জগতের ক্রমবিকাশের ধারাতে জড়ত্বের প্রবলতার ইহাই মুখ্য কারণ।

পরমাণু যোগনিদ্রাতে অচেতন অথবা সুষুপ্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। ক্রমশঃ যোগনিদ্রাতে এই জাতীয় পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই সকল পরমাণুর উদ্ধার হয় না। সাধক অথবা যোগী যোগনিদ্রা ভেদ করিয়া আপন আপন পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু কেহই ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। সাধক যোগনিদ্রা দেখিতেই পায় না। তাহাতে মগ্ন পরমাণু সকলকে সে দেখিবে কিরূপে? যাহা দেখিতে পায় না তাহার উদ্ধারসাধন কল্পনার অতীত। যোগী যোগনিদ্রার ভেদের সময় এই সকল অসংখ্য পরমাণু দেখিতে অবশ্যই পায় কিন্তু কিছুই করিতে পারে না। কারণ, যোগী খন্ড ব্যক্তিগত ধারাতেই চলিয়াছে। তাহাতে কৃপাশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ থাকিলেও তাহা দ্বারাই এই সকল সুষুপ্ত পরমাণুর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হয় না। চিদাকাশে যে সকল আত্মা গতিহীন ও নিরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করে যোগী চিদাকাশ ভেদ করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় আপন সামর্থ্য অনুসারে তাহাদিগকে টানিয়া নিতে পারে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যোগনিদ্রাস্থিত আত্মাদিগকে যোগী বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ করিয়া উঠাইতে পারে না। যত উচ্চ অধিকারসম্পন্ন যোগীই হউক না কেন এই কার্য তাহার পক্ষে অসম্ভব।

প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাদের উদ্ধারসাধন চৈতন্যসম্পন্ন এবং কৃপালু যোগী দ্বারাও না হইতে পারে, ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই—যোগী কৃপালু ইহা সত্য এবং চৈতন্য সঞ্চার করিতে পারেন ইহাও সত্য কিন্তু তাঁহার কৃপা বা চৈতন্য ধারণ করিবার উপযুক্ত আধার না থাকিলে উহা হইতে কোন ফল হয় না।

যোগনিদ্রার পরমাণুসকল সর্বতোভাবে আধারশক্তিহীন। তাহাদের ধারণ-সামর্থ্য মোটেই নাই। অখন্ড গুরু অথবা অখন্ড চৈতন্য হইতে আদি সৃষ্টির সময়ে আধারশক্তি অথবা স্বরূপযোগ্যতা ইহারা প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই খন্ড চৈতন্যরূপী খন্ড যোগী খন্ড কৃপা দ্বারা ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেননা। খন্ড কৃপা দ্বারা সংস্কার করা যায়, আধার তৈয়ার করা যায় না। আধার তৈয়ার না থাকিলে কৃপা ধারণ করা যায় না। তাই সৃষ্টিকালে কোন যোগীই ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন না।

একমাত্র মহাকৃপাই ইহাদের উদ্ধারের হেতু। অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টির অবসানকালে যখন মহা করুণার অভিব্যক্তি হইবে তখনই এইসকল জীব অখন্ড চৈতন্য অথবা বিশ্বগুরু হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মরাজ্যে যথোচিত স্থান লাভ করিতে পারে। সুতরাং মহাপ্রলয় যতদিন না ঘটিতেছে ততদিন এই সকল জীবের উদ্ধারের কোন আশাই নাই। শ্রুতিতে "অসূর্যা নাম যে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।" বলিয়া যেসব লোকের অথবা স্থানের নির্দেশ করা হইয়াছে সে সবই যোগনিদ্রার অন্তর্ভুক্ত।

মহাপ্রলয় কখন হয় এইরূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। সাধারণতঃ যে প্রকারে কালের পরিমাণ করা হয় তদনুসারে মহাপ্রলয়ের কাল নির্ণয় হইতে পারে না। ইহা অত্যন্ত রহস্যময় বিষয়, এইস্থলে ইহা প্রাসঙ্গিক না হইলেও বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুত করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। ঊর্ধ্ব হইতে যে ক্ষরণ হইতেছে তাহা নিরন্তর এবং কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। সেই ক্ষরণ নিরন্তর হইলেও তদনুসারে প্রতি ক্ষেত্রেই নিরন্তর জীব-সৃষ্টি হয় না। কারণ পরাশক্তির ক্ষরণ নিরন্তর হইলেও পুরুষ-প্রকৃতির যোগ নানা কারণে নিয়মিত হইয়া থাকে এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক নিয়ন্ত্রণ আছে। তথাপি ইহা সত্য যে এই ক্ষরণের আধাররূপী পাত্র যোগনিদ্রারূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বমাতা। যোগনিদ্রাই এই সকল পরমাণুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মরজগতে যে সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে এই যোগনিদ্রা হইতেই মাতৃগর্ভে দেহ ধারণের জন্য পরমাণুসকল স্বভাবের নিয়ম অনুসারে প্রেরিত হইতেছে। সে সকল পরমাণু যোগনিদ্রা হইতে স্খলিত হইয়া মোহ মায়াতে অথবা খণ্ড মায়াতে পতিত হয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুনর্বার যোগনিদ্রাতে ফিরিয়া আসে। অধিকাংশ এই জন্যই বলিলাম, যেহেতু কোন কোন পরমাণু গুরু-কৃপাতে স্বরূপ যোগ্যতাবশতঃ এবং অন্য কারণে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যের পথে চলিয়া থাকে—হয় তাহারা যোগনিদ্রা ভেদ করিয়া যায় অথবা ভেদ করিতে না পারিলেও কর্মের দ্বারা ভেদ করার পথে চলিতে থাকে। ঐ সকল পরমাণু যোগনিদ্রাতে ফিরিয়া আসে না। তবে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যোগনিদ্রাস্থিত সকল পরমাণুই, যাহারা কালের রাজ্যে চলিয়া যায় তাহারা, নিরবশেষে যোগনিদ্রাতে ফিরিয়া আসিলে মহাপ্রলয় উদয় হইয়া থাকে। মহাপ্রলয় ততক্ষণ হইতে পারে না যতক্ষণ যোগনিদ্রার পরমাণুসকল আংশিক ভাবেও কালের রাজ্যে বর্তমান থাকে। এইজন্য এক দৃষ্টিতে দেখিলে মহা-প্রলয় হইতেই পারে না। কারণ পরাশক্তির ক্ষরণ নিরন্তর হইতেছে বলিয়া জীব সৃষ্টির অবসান নাই। সুতরাং কোন সময়ই যোগনিদ্রাতে সৃষ্টি উন্মুখ পরমাণু থাকিবে না এমন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মহাপ্রলয় যে কোন সময়েই হওয়া সম্ভবপর, কারণ যদি কোন বিশিষ্ট যোগী পরাশক্তির ক্ষরণ মূল হইতে নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে যোগনিদ্রার পরমাণু সংখ্যা পরিমিত হয় বলিয়া নির্দিষ্ট কালবিশেষে মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে মহাপ্রলয়ের স্বীকার করা হয় নাই এবং কোন কোন স্থলে স্বীকার করা হইয়াছে। এই উভয় প্রকার বাক্যই পাওয়া যায়। মীমাংসকগণ যে প্রলয় স্বীকার করেন না তাহারও তাত্ত্বিক কারণ ইহাই।

অতএব যোগনিদ্রাস্থিত পরমাণুসকল কোনদিন চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে কিনা এবং পারিলে কখন পারিবে তাহা চিরদিন আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। যতদিন সৃষ্টির অবসান না হইবে এবং মহা-করুণার উদয় না হইবে অর্থাৎ যতদিন অখন্ড চৈতন্যের সাক্ষাৎ দৃষ্টিপাত না হইবে ততদিন এই ঘোর সুষুপ্তি হইতে জাগরণের আশা দুরাশা মাত্র। কোন মহাপুরুষের করুণাই এই সকল জীবকে স্পর্শ করে না। ইহারা এতই ভাগ্যহীন যে অনন্ত জ্যোতির্ময় এবং বিচিত্র আলোকে আলোকিত এই বিশাল বিশ্ব হইতে একটি ক্ষীণ রশ্মিধারাও ইহাদের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে প্রবেশ-পথ পায় না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য, ইহাদের দুরবস্থা পরম জ্যোতিস্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের সাক্ষীভূতা পরমানন্দময়ী মহামায়ার নিত্যানন্দময় সাম্রাজ্য কোন যোগীর হৃদয়ে সংস্কাররূপে অথবা স্মৃতিরূপে উদয় হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই, ইহারা চৈতন্যবর্জিত হইয়াই মরদেহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

১৯।২।৪৯

যে সকল জীব যোগনিদ্রাতে অর্থাৎ কালের ঘোরে সুপ্ত চৈতন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে খণ্ড গুরু অর্থাৎ প্রাকৃত ও মরদেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কারণ খণ্ড চৈতন্যরূপী গুরু সংস্কার করিতে পারেন কিন্তু আধান করিতে পারেন না। অর্থাৎ যদি কাহারও ধারণ করিবার শক্তি থাকে তবে তাহাকে সংস্কার করিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন করিতে পারেন যাহাতে চৈতন্যের যথাবৎ অভিব্যক্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনি নূতন করিয়া আধার সৃষ্টি এবং সেই আধারে অমৃতদান যুগপৎ এই উভয় কার্য্য করিতে পারেন না। নিজে কালের অধীন থাকিয়া অর্থাৎ মরদেহ যুক্ত হইয়া কালের ঘের হইতে কাহাকেও উঠাইয়া নেওয়া সম্ভবপর হয় না। বলা হইয়াছে এই সকল অচেতন জীব একমাত্র মহাপ্রলয়ের সময়ই চৈতন্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহার কারণ কি? মহাপ্রলয় কাহাকে বলে? মহাপ্রলয়ের প্রয়োজন কি? এবং উহার পরিণাম কি প্রকার? এই প্রসঙ্গে এই সকল প্রশ্নের উদয় স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

সৃষ্টি যেখান হইতে হইয়া থাকে প্রলয় সেইখানেই হয় অন্যত্র নহে। অংশরূপে সৃষ্টি সম্ভাবিত হয়। সুতরাং সৃষ্টির মূলে যাহা এক ও অভিন্ন সৃষ্টির ফলে তাহাই বহু ও ভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। সৃষ্টি নিরন্তর হইতেছে বলিয়া একের বহির্মুখী ও বহুমুখী দৃষ্টি নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে বলিতে হইবে। এই সকল সৃস্ট জীব কালের রাজ্যে আগমন করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত সুখদুঃখ ভোগ করতঃ পুনর্বার কালের ঘেরে ফিরিয়া যায়। যোগনিদ্রা নিদ্রাস্বরূপ। চৈতন্য জাগ্রত স্বরূপ। এই সকল জীবের জাগ্রত স্বভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বৃত্ত না হইলে ইহারা মূল চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না, অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপভূত চৈতন্যটি যোগনিদ্রার ভিতর দিয়া কালরাজ্যে আসিবার দরুণ কলঙ্কিত হয় বলিয়া সেই কলঙ্ক কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অপনীত না হইলে উহা পুনর্বার মহা চৈতন্যে মিশিতে পারে না। যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও চৈতন্যের উন্মেষ হয় তাহা হইলেও ঐ অনুপাতে মূল বিন্দুর সহিত অজ্ঞাতসারে হইলেও তাহার সম্বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় উপলব্ধি কিছুই থাকে না ইহা সত্য তথাপি স্বরূপের স্থিতি মূলেই হয়, কালের ঘেরে নহে। কিন্তু চৈতন্যের উদ্রেক না হইলে চৈতন্য সত্তার সহিত নিদ্রিত সত্তার কি প্রকারে মিলন হইতে পারে? এই জন্য চৈতন্যের উন্মেষহীন জীবমাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও মৃত্যুর পর সুষুপ্তভাবে যোগনিদ্রাতে অবস্থান করে। সেখান হইতে সেই রাজ্যটি না ভাঙ্গিতে পারিলে তাহাদের জাগ্রত হইয়া উত্থিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

কাল আবর্তনশীল। সেখান হইতে ধারা নির্গত হয় পুনর্বার ধারা সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত আবর্ত্তের বেগ শান্ত হয় না। জীব দেহ গ্রহণ করিয়া কর্মভূমিতে কর্ম করিতে অধিকারী হয়। কর্ম করিতে পারিলে যে অনুপাতে কর্ম পূর্ণ হয় সেই অনুপাতে কর্মের উপযোগী দেহটি মূল কর্মদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় খণ্ড গুরু হইতে দীক্ষা-কালে অথবা চৈতন্য সংস্কার কালে যে লক্ষ্যরূপী শুদ্ধকায়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা কৃতকর্মের অনুপাতে উদ্‌গম স্থানে ফিরিয়া যায়। এইভাবে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আগমন এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রত্যাগমন নিরন্তর চলিতেছে। এই অবস্থায় একদিকে যেমন নিরন্তর সৃষ্টি চলিতেছে অপর দিকে তেমনি নিরন্তর সৃষ্টির সংহারও চলিতেছে। সৃষ্টি এবং সংহার উভয়ই কালের অধীন। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যাহা একবার সৃষ্ট হইতেছে তাহা পুনর্বার সৃষ্টি চক্রে আসিতে পারে না। হয় তাহা মূল স্থানে যাইয়া মিলিত হইবে অথবা স্থান বিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। আবর্ত বাস্তবিক পক্ষে বহু নহে, একই। সুতরাং আত্মা যেখান হইতে নির্গত হয় পুনর্বার সেইখানে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আবর্তপূর্ণ হয় না। একবার সেই স্থানে ফিরিয়া গেলে পুনর্বার সে এই আবর্তে আসিতে পারে না। যাহারা জড়ভাবাপন্ন জীব তাহাদের মূল স্থান আপাততঃ যোগনিদ্রাই বলিতে হইবে। এইজন্য মরণান্তর যোগনিদ্রাতে যাইয়া তাহারা আবর্তন পূর্ণ করিয়া থাকে। আর মরলোকে ফিরিয়া আসে না। অথবা জড়ভাব কাটে নাই বলিয়া যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল জীব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জাগ্রত হইয়াছে তাহারা খণ্ডভাবে হইলেও কিঞ্চিৎ কর্ম করিয়াছে বলিতে হইবে। তাহাদের বিবেক উৎপন্ন হয় যদিও আংশিক ভাবে। তাহার ফলে তাহাদের প্রাণময় সত্তা স্বকৃত কর্মের অনুপাতে মহাপ্রাণে যুক্ত হয় এবং সাধক স্থূলে কায়ার বিনাশ হইয়া যায় ও জড়ত্ব-মুক্তি ঘটে না। তবে যে পরিমাণে কর্মসম্পন্ন হইয়াছিল ততটুকুও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিরূপে পরিণত হইয়া অসঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকে। যোগীর পক্ষে কর্মানুরূপ স্তর লাভ ঘটিয়া থাকে। যোগী কায়াহীন হয় না। কায়া থাকিলে স্তরের প্রয়োজন হয়। এই সকল কায়া ও এই সকল স্তর যোগ-ভূমির অন্তর্গত। ইহারা সাকার হইলেও কখনও কালগ্রাসে পতিত হয় না। প্রলয়েও ইহাদের বিনাশ নাই। সাধকের পক্ষে স্তরলাভ ঘটে না। শূন্যস্থিতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, অর্থাৎ নিরালম্ব অবস্থা। বলাবাহুল্য সেখানেও কালের সংহারক্রিয়া কোন প্রকার কার্য্য করিতে পারে না।

এই যে বিবরণ দেওয়া হইল ইহা সাধারণ অবস্থার কথা। যোগনিদ্রা হইতে যে সকল জীব ধরাতলে আগমন করিয়া থাকে তাহারা সকলেই পুনর্বার সেখানে ফিরিয়া যায় ইহা সত্য কিন্তু তাহাতেও যোগনিদ্রার অন্তর্গত অবতরণোন্মুখ জীবের সংখ্যা ন্যূন হয় না। কারণ যোগনিদ্রা হইতে অনুক্ষণ জীবের নির্গম হইলেও নিরন্তর ঊর্ধ্ব হইতে ক্ষরণ চলিতেছে বলিয়া যোগ-নিদ্রাতে সর্বদাই জীবের আপূরণ হইতেছে। কোন স্থান রিক্ত থাকিতেছে না। রিক্তাবস্থার উদয় হইলে ঊর্ধ্ব ক্ষরণের ফলে রিক্ত স্থান পূর্ণ করিয়া যাইতেছে। এই জন্য সাধারণতঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহ অনন্ত, অর্থাৎ সৃষ্টিরও বিরাম নাই, প্রলয়েরও বিরাম নাই। কিন্তু যখন কোন বিশেষ কারণে, যাহার বর্ণনা পরে দেওয়া হইবে, সৃষ্টির মূলটি অর্থাৎ চৈতন্যের যে অধোমুখী দৃষ্টি হইতে কালের মূলে নিরন্তর যে জীবের পতন হইতেছে তাহার রোধ হয় তখন যোগনিদ্রা কালবিশেষে রিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ উহাতে অভিনব জীবের প্রবেশ সম্ভবপর হয় না বলিয়া এবং যোগনিদ্রায় জীবসকল অনবরত অবতরণশীল বলিয়া কখনও কখনও যোগনিদ্রা রিক্ত হইতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় যোগনিদ্রার যাবতীয় জীব পুনর্বার যোগনিদ্রাতেই ফিরিয়া আসে।

যাহারা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রস্থানের মার্গ ধরিয়া পূর্ণ চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইতে অগ্রসর হয় তাহাদের সম্বন্ধে বিচার অনাবশ্যক কারণ তাহারা চৈতন্যপথের যাত্রী। অচেতন জীবমাত্রই কালরাত্রিতে আসিয়াও অচেতন ভাবেই যখন যোগনিদ্রাতে ফিরিয়া যায় তখন আর নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। নূতন জীবের অবতরণ নিরুদ্ধ এবং যে জীব একবার দেহ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাদিগের পুনর্বার জন্মগ্রহণ অসম্ভব। এই প্রকারে যোগনিদ্রাস্থিত সমষ্টি জীবসকলেই যখন ফিরিয়া আসে তখন মহাপ্রলয় না হইয়া পারে না। ঐ সময় সমগ্র বিশ্বরাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। বিশ্বরাজ্য কর্মীর কর্ম করার জন্য এবং ভোক্তার সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যখন কর্মীও থাকে না এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ করার উপযোগী ভোক্তাও থাকে না তখন নিষ্প্রয়োজন কার্য এবং ভোগ্য-স্বরূপ এই জগৎ আপনা আপনি বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যে সকল তত্ত্ব দ্বারা এই রাজ্য রচিত হইয়াছে রাজ্যের প্রয়োজন না থাকার দরুণ সেই সকল তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া যায় এবং তত্ত্বগুলি মূল উপাদানে লীন হইয়া যায়। বিভিন্ন পদার্থরূপে বাহিরে বিদ্যমান থাকা তত্ত্বের পক্ষে তখনই সম্ভবপর যখন দেহাভিমানী কর্মী অথবা ভোক্তা কেহ বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থার নাম মহাপ্রলয়। এই সময় যাবতীয় সৃষ্ট সংসার ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া কালের ঘেরাটিও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাই বিশ্বরাজ্যের মহাকারাগার পরমপুরুষের বন্দীশালা। এইটি তখন ভগ্ন হইয়া মূল কারণে সম্মিলিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত গুরুর দৃষ্টি যোগ-নিদ্রাস্থিত মূঢ় পরমাণুসকলের উপর পতিত হয়। বিশ্বরাজা ভাঙ্গিবার পূর্বক্ষণে ইহা ঘটিয়া থাকে। অখণ্ড গুরুর দৃষ্টিপাতে সমগ্র চৈতন্যরাজ্য চৈতন্যময় হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন আর যোগ্যতার বিচার থাকে না। তখন সকলেই চৈতন্যময়ের চিন্ময় কায়াতে স্থান লাভ করে। এই অবস্থায় ঐ সকল জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহা বিদেহ মোক্ষের অবস্থা বলিয়া তাহারা নিজে মোক্ষ বা ব্রহ্মভাবের প্রকৃত উপলব্ধি করিতে পারে না। জড়ত্বের মুক্তি হয় ইহা সত্য, স্বয়ংপ্রকাশ মহাচৈতন্যের আবির্ভাব হয় ইহাও সত্য। জীবমাত্রের উপর এই অহেতুক করুণা বর্ষিত হয় ইহাও সত্য, কিন্তু ইহা কখন হয় যখন মহাপ্রলয় সন্নিহিত তাহার প্রাক্‌কালে।

কিন্তু এই মহাপ্রলয়ের সান্নিধ্যলাভের মূল কারণ কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে সে মূল স্থান হইতে কালের দিকে অথবা মহামায়ার দিকে দৃষ্টিপাত হইতেছে সেই স্থানে যতক্ষণ ঐ দৃষ্টির বহির্মুখ ভাবরুদ্ধ করিয়া অন্তর্মুখ ভাব উৎপাদন করা না যায় ততদিন ইহা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ অন্ততঃ একটি মনুষ্যও ক্রমবিকাশের ধারাতে কর্মপূর্ণ করিয়া সেই পরম স্থানে সন্নিহিত না হইলে চৈতন্যের অন্তর্মুখ দৃষ্টি উদিত হইতে পারে না। চৈতন্যের বহির্মুখ দৃষ্টি নিগ্রহ, এবং অন্তর্মুখ দৃষ্টি অনুগ্রহ। সুতরাং বলিতে পারা যায় যতক্ষণ একজন মনুষ্যও পূর্ণ চৈতন্যের অনুগ্রহপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ না করে ততক্ষণ ঐ বহির্মুখ দৃষ্টি রুদ্ধ হয় না। এবং অবিরাম সৃষ্টিধারাও বিরাম হয় না।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে একজন মনুষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হইলে ঐ অবস্থার উদয় হইতে পারে। প্রাচীন দৃষ্টিতে এই একজন মনুষ্য ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ নামে ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিকট পরিচিত। সুতরাং ব্রহ্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন এই প্রকার অনুগ্রহপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন তখনই তাহার ব্রহ্মাণ্ডের দিক হইতে আপেক্ষিক মহাপ্রলয়ের সময় আসিয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য এইরূপ ব্যাপারও অসংখ্য। কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মহাসমষ্টিতে যিনি অভিমানশীল যখন তিনি এই যোগ্যতা লাভ করেন তখনকার মহাপ্রলয়ই প্রকৃত মহাপ্রলয়। কিন্তু ইহা ঊর্ধ্বলোকের দিক্ হইতে জানিতে হইবে। ইহাতে অভিনব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সিদ্ধ হয় ইহা সত্য, কিন্তু প্রলয়ের পর অথবা প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিদানন্দময় সংহারহীন ও মৃত্যুহীন নিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। অখণ্ড মহাযোগে যাহা হইবে তাহাতে কালের সম্যক্ অপসারণ এবং তাহার পর আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইল বলিয়া কালহীন নিত্যসৃষ্টির উদয় হইবে ইহাই পার্থক্য।

সাধকের ধারা সম্বন্ধে পূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। উক্ত ধারার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত হইলেও আরও একটু স্পষ্ট ভাবে করা আবশ্যক। কারণ সাধক যোগী হইতে পৃথক হইলেও সকলে একপ্রকার নহে। সাধকের মধ্যেও অবান্তর ভেদ আছে। তদনুসারে উত্তম, মধ্যম এবং সাধারণ এই তিনটি বিভাগ স্বীকার করা যাইতে পারে।

উত্তম সাধক তাহাকেই বলে যাহার মধ্যে অভাবের প্রেরণা স্বভাবসিদ্ধভাবে উদিত হয়। এই জাতীয় সাধক অভাবের প্রবলতাবশতঃ নিজ নিজ গুরুকে আকর্ষণ করিয়া লয়। বস্তুতঃ এই স্থলে গুরু অপেক্ষা শিষ্যের বল অধিক। এই সকল সাধকের প্রায়ই যোগী গুরু হয় না। ইহাদের গতি অর্থাৎ চরম পরিণাম চিদাকাশে স্বরূপ লাভ। চিদাকাশ বিশ্বপ্রকৃতির জালের ঊর্ধ্বে, তথাপি উহা নিজেও এক প্রকার জালবিশেষ। কারণ যিনি চিদাকাশে স্থিতিলাভ করেন তাঁহার পক্ষে অন্যের সাহায্য ব্যতীত চিদাকাশ ভেদ করিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় না। চিদাকাশ অণুসম্বন্ধহীন ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাতেও আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্ব উপলব্ধি হয় না। এইজন্য যোগীগণ ইহাকেও জাল বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সাধকই যে চিদাকাশে গমন করেন এমন নহে। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে বলা হইতেছে।

সাধক গুরু হইতে যখন চৈতন্যের আভাস দীক্ষাকালে প্রাপ্ত হন তখন নিজের উত্থানের মার্গ প্রাপ্ত হন এবং উহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ চলিতে থাকেন। দেহমধ্যে অপাঙ্গচক্রের নীচে অর্থাৎ নাভিপ্রদেশের আধোভাগে একটি ত্রিকোণ বিদ্যমান আছে। উহা ঊর্ধ্বমুখ। এই ত্রিকোণের নীচে ত্রিদল বিল্বপত্রের ন্যায় তিনটি দল দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ এই তিনটি দল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে, ইহারা তিনটি কুণ্ডলিনী সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, দুই পার্শ্বে দুইটি এবং নিম্নদিকে একটি। এই তিনটির মধ্যে যেটি অধঃস্থিত সেইটি দক্ষিণ এবং বাম উভয় পার্শ্ববর্তী দুইটি আচ্ছাদনের দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যখন গুরুকর্তৃক চৈতন্য সঞ্চারিত হয় তখন দুইদিক হইতে দুইটি ঢাকনা খুলিয়া যায়। তখন মধ্যস্থিত শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। এইটির নাম অর্থাৎ যেখান হইতে শক্তিধারারূপে বহির্গত তাহার নাম সুষুম্না হ্রদ। ইহাকে এক প্রকার শূন্য রূপেও বর্ণনা করা চলে।

চৈতন্যশক্তির সঞ্চার অথবা স্বতঃসিদ্ধভাবে চৈতন্যশক্তির উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। উপরে যে ত্রিকোণের কথা বলা হইয়াছে তাহার তিনটি কোণ হইতে তিনটি ধারা নির্গত হয়। দক্ষিণ ও ও বাম ধারার সহিত জন্ম ও মৃত্যুর সম্বন্ধ রহিয়াছে। যখন জন্ম হয় তখন যে ধারাতে সঞ্চার হয় মৃত্যুর পর সে ধারাতে সঞ্চার না হইয়া অন্য ধারাতে সঞ্চার হয়। অর্থাৎ যে রাস্তায় জীব আগমন করে মরণোত্তর সে রাস্তায় ফিরিয়া যায় না, অন্য রাস্তায় যায়।

ত্রিকোণের ঊর্ধ্বকোণ হইতে যে ধারাটি গিয়াছে সেই ধারাটির নাম মূলা। উহা জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী। ত্রিদল বিল্বপত্রের নিম্নদলরূপী সুষুম্না হ্রদ উন্মুক্ত হইলে সেইখান হইতে যে ধারা নির্গত হয় তাহার সহিত ত্রিকোণের ঊর্ধ্ব হইতে নির্গতধারা অভিন্ন। অর্থাৎ সুষুম্নার রশ্মিটি নির্গত হইয়া ত্রিকোণের ঊর্ধ্বলোক ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে থাকে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া এই ক্ষীণ ধারা ক্রমশঃ স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। সাধক এই ধারা আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। যদিও এ ধারাটি প্রকাশময় তথাপি সাধক ইহাকে তমসাচ্ছন্ন দেখিতে পায়। ত্রিকোণের পৃষ্ঠভাগ হইতে এই প্রকার ধারার নির্গম হয়। ত্রিকোণের যেটি মধ্যবিন্দু সাধক তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। উহার নাম মেধ্যা। উহা যোগীর প্রাপ্য। দুর্বল সাধক উহাকে বসে আনিয়া উহা দ্বারা নিজের পথ নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বপ্রদেশে একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র আছে।

ঐটি প্রকৃত মূলাধার। যদিও প্রচলিত যোগশাস্ত্রে উহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ স্থান হইতে পৃষ্ঠদিক অবলম্বনপূর্বক মস্তকের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ সহস্রার কেন্দ্র পর্যন্ত একটি নাড়ি অথবা শিরা বিস্তৃত রহিয়াছে। এই শিরার নাম নৈর্ঋত শিরা। এই নৈর্ঋত শিরা একদিকে চিদাকাশ এবং অপর দিকে মূলাধার এই উভয়কে যুক্ত করিয়াছে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অন্তরালবর্তী সমগ্র রাজ্যটি প্রকাশ পাইতেছে। মূলাধারের ঊর্ধ্ব প্রদেশে অমৃতসর নামক ত্রিকোণাত্মক একটি শূন্যময় স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা জীবের নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহাতে কোন দৃশ্য ভাসে না। ইহা আনন্দস্বরূপও বটে। কিন্তু সাধক সে আনন্দের আস্বাদন পায় না। ইহা একটি বিশাল জলাশয়ের মত প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা শূন্যরূপ। সাধককে এই অমৃতসর নামক প্রদেশটি অত্যন্ত কষ্ট করিয়া অতিক্রম করিতে হয়। মানুষ যেমন সন্তরণের দ্বারা নদী বা কোন জলাশয় পার হইয়া থাকে সাধককেও তেমনি সাষ্টাঙ্গ যোগে এই স্থান ভেদ করিতে হয়। এইখানে দুর্বল সাধকের পক্ষে দণ্ডায়মান থাকা অথবা তদ্রূপে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় না। অমৃতসরে সাধকের ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। কর্মপূর্ণ না হওয়ার দরুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যে স্থিতিলাভ হয় না। এইজন্য মায়াজনিত নিজের পৃথক্ সত্তা অমৃতসরে আসিলেও অপগত হয় না। অমৃতসর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহস্রদলের দলরাজ্য বা খণ্ড রাজ্যসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার নাম চিদ্রাজ্য। এক একটি দল এক একটি পৃথক রাজ্য মনে করিতে হইবে। দল অসংখ্য, তাই রাজ্যও অসংখ্য। প্রতি রাজ্যে ঐশ্বর্য এবং আনন্দের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে এবং চিদ্রাজ্য হইলেও ভোগের বা ভোগ্য বস্তুর অপ্রাচুর্য্য নাই। অমৃতসর চিদ্রাজ্য নহে। অমৃতসরে যে জ্যোতি তাহা জীবের সহজ আলো, নিরাকার প্রকাশমাত্র, কিন্তু চিদ্রাজ্য সাকার ও আপেক্ষিকভাবে জীবত্ববর্জ্জিত। চারিদিকে অসংখ্য দল। প্রতি দলেই অধিবাসী সাধক ঐ দলের সম্পদ ভোগ করিতেছে। কোন দলে অধিবাসী প্রজা বহু। আবার কোথায়ও অপেক্ষাকৃত অল্প। যতই দলসমূহের চিন্ময়ত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ততই সাধকের বলাধানও অধিক হয়। দলের আধিক্যের প্রমাণ এই যে, অন্যকে গ্রাস করিয়া এককরূপে নিজে প্রকাশিত হইতে সামর্থ্যলাভ করা, অর্থাৎ যে সাধক চিৎশক্তি অর্জন যত অধিক পরিমাণে করিতে পারে তাহার রাজ্যে বা দলে অধিবাসীর সংখ্যা তত কম। কারণ সে বহুসংখ্যক সত্তাকে নিজের অন্তর্গত করিয়া নিজ সত্তাতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এইজন্য যে অনুপাতে সাধক অগ্রসর হইতে থাকে সেই অনুপাতে তাহার রাজ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে রাজ্যে অধিবাসী-সংখ্যা কম সে রাজ্য চিদাকাশের তত নিকটবর্তী। যে রাজ্যে অধিবাসী শুধু একজন সেই রাজ্যই খণ্ডরাজ্য মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। অধিবাসী একজন হইলেও অন্যান্য অধিবাসীও ঐ একের অন্তর্ভুক্ত-রূপে যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্য থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে কোন রাজ্যে শুধু রাজাই আছে এবং কোন রাজ্যে রাজস্থান রিক্ত, শুধু প্রজাই আছে। এঙ্গ প্রকার সমস্ত চিদ্‌রাজ্যসমষ্টিকে চিদ্-সাম্রাজ্য বলা হয়। এই অসংখ্য রাজ্যের যিনি সম্রাট তাঁহার আসনটি চিদাকাশ অর্থাৎ সহস্রদল কমলের কর্ণিকা বা বিন্দু। চিদাকাশের যে ঘের বা বেষ্টনী সেটি ঠিক একটি কঙ্কণের আকারবিশিষ্ট। চিদাকাশে প্রবেশ করিতে হইলে একটি দ্বার অবলম্বন করিয়াই প্রবেশ করিতে হয়। ঘেরের অন্তর্গত সতরটি রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সতরটি রাজ্য চিদাকাশের অত্যন্ত সন্নিহিত, কারণ এই সকল রাজ্য হইতে সাক্ষাৎভাবে চিদাকাশে প্রবেশ করা যায়। পূর্বে যে সকল রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে সেখান হইতে সাক্ষাৎ ভাবে চিদাকাশে প্রবেশ করা যায় না। চিদাকাশে প্রবিষ্ট হইয়া যিনি সহস্র-দলের সম্রাটরূপে বিরাজ করেন তিনিই নিজের স্বরূপের উপলব্ধি অবশ্যই প্রাপ্ত হন। অন্যান্য সকলে ঐরূপ উপলব্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ইহার একটু রহস্য আছে। পূর্বে যে সতরটি রাজ্যের কথা বলা হইল যাহাদিগকে চিদাকাশের দ্বাররূপে নির্দেশ করা চলিতে পারে, এই সকল রাজ্য কলার রাজ্যরূপে বর্ণিত হওয়ার যোগ্য। চিদাকাশের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রস্বরূপ। ষোড়শ কলাতে চন্দ্রমা পূর্ণ। সপ্তদশ কলা পূর্ণত্বের সাক্ষী। কলারাজ্যে আসিয়া কলার বিকাশসাধন-পূর্বক কলা পূর্ণ করিতে পারিলে অর্থাৎ ষোল কলার বিকাশ পূর্ণ হইলে চিদাকাশে স্থিতিলাভ হয়। কিন্তু তাহার পর উদ্বৃত্ত সপ্তদশী কলা জাগরূক হইলে সাধক চিদাকাশ ভেদ করিয়া মহাভাবে প্রবেশ করে। অর্থাৎ কলা পূর্ণ হওয়ার পর সাক্ষীভাবের বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোগপথ খুলিয়া যায় তখন সিদ্ধ সাধক চিদাকাশ হইতে উদ্বৃত্ত হইয়া মহাভাবরূপ যোগভূমিতে প্রবেশ করে। তখন হইতে সে পথের পথিক হয়। তবে এ পথ সাধনপথ নহে, যোগ পথ। এই পথে অজ্ঞাতসারেই মহাজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অগ্রগতি চলিতে থাকে। চিদাকাশ হইতে অতীত মহাভাব পর্য্যন্ত নিরন্তর একটি বাষ্পের খেলা চলিতেছে। চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় একটি ব্যাপার নিরন্তর চলিতেছে কিন্তু সপ্তদশী কলা না হইলে পূর্ণের মধ্যে এই আকর্ষণ অনুভব হয় না। কারণ যে উদ্বৃত্ত হইবে সেই তো আকর্ষণ অনুভব করিবে। এই প্রকারে সাধক সিদ্ধাবস্থার পরেও যোগীর কৃপায় যোগপথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যোগীর কৃপা এইজন্য বলিলাম যেহেতু পূর্ণে কোন প্রকার লহর খেলে না। যোগী পূর্ণ ভেদ করিয়া চলিবার সময় যে লহর উত্থিত হয় তাহাই ষোড়শী কলা হইতে সপ্তদশী কলার আবির্ভাবের কারণ হয়। যে পূর্ণ সে নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পরিপূর্ণ হইতে পারে না। যদি অপূর্ণের প্রভাব তাহার উপর পতিত না হয়। অভাব যোগীর নিজস্ব। তাই পূর্ণ হইতে সে পরিপূর্ণের পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্যের চিত্তে যে সকল ভাবরাজি বিরাজ করে, তাহার মূল কলা। কলাই প্রকৃতি। সুতরাং যাহার যে প্রকার প্রকৃতি বা স্বভাব বুঝিতে হইবে তাহার সত্তাতে সেই জাতীয় কলারই প্রধান্য। কলার বিকাশের যেমন মাত্রাগত ভেদ আছে, তেমনি গুণগত বা স্বভাবগত ভেদও আছে। উত্তম সাধক হইলেও সকলের প্রকৃতি এক প্রকার নহে বলিয়া সকলের কলারাজ্য এক প্রকার হয় না। সুতরাং যাহার যে প্রকার প্রকৃতি তদনুরূপ কলারাজ্যই তাহার পক্ষে চিদাকাশের প্রবেশের দ্বার। কলার মাত্রাগত বিকাশ পূর্ণ হইলে চিদাকাশে নিজের স্বরূপের উপলব্ধি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। বস্তুতঃ ইহাই সম্রাটভাব।

প্রত্যেকটি খণ্ডরাজ্য হইতে চিদাকাশ দর্শন হয়। অবশ্য কলারাজ্যের সন্নিহিত হওয়া চাই। বস্তুতঃ অমৃতসর হইতে চিদাকাশ পর্যন্ত একই চিৎসত্তা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। নৈঋত শিরার বিস্তার হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। দলরাজ্যের বাহিরে এবং অমৃতসরেরও বাহিরে নৈঋত শিরার দুই পার্শ্বে চতুর্দশ সমালোক বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণে মৃত্যুরাজ্য এবং বামে মৃত্যু-শাসক রাজ্য অবস্থিত। সাধক মৃত্যুর শাসক রাজ্যের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হয়। কারণ তাহার গতিতে প্রত্যাবর্তন নাই। অপাঙ্গ চক্রের নিম্নস্থিত ত্রিকোণের যে কোণ হইতে মৃত্যুর ধারা বহির্গত হইয়াছে তাহা নৈঋত শিরার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মৃত্যুরাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত। অমৃতসর বাস্তবিক পক্ষে চিদাকাশে যাইবার সোপানস্বরূপ।

সতরটি দ্বারস্বরূপ কলারাজ্যের কথা বলা হইয়াছে। সতরটি কলার উপর সকল সাধকের সমান অধিকার স্থাপন হয় না। আমরা উত্তম সাধকের কথাই বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু উত্তমের মধ্যেও অবান্তরভেদ আছে। উত্তমের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা সতরটি কলাতে পূর্ণভাবে অধিকারী হন। সপ্তদশ কলাটির নাম আত্মবোধ। এই প্রকারের সাধক চিদাকাশে যাইয়াও আত্মবোধ রক্ষা করিতে পারেন। অর্থাৎ ষোড়শ কলাতে পূর্ণ হইয়া সপ্তদশী কলারূপে উদ্বৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাহাদের কলার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ন্যূন তাহাদের অধিকার এতটা হয় না। উত্তমের মধ্যে যাঁহারা মধ্যম সাধক তাঁহারা একাদশ কলা পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়া থাকেন। একাদশ কলার নাম চিন্ময়রাজ্য। বলা বাহুল্য ইহাদের আত্মবোধ উদয় হয় না। তবে চিন্ময় অবস্থায় স্থিতি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল উত্তম সাধক নিতান্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ তাঁহারা পাঁচ কলা পর্য্যন্ত নিজের করিয়া নিতে পারেন। পঞ্চম কলার নাম সদানন্দলোক। এই অবস্থাতেই তাঁহাদের স্থিতি হয়। সপ্তদশ কলার অধিকারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চিন্ময় রাজ্য হইতে চিদাকাশ দর্শন হয়। কলার বিকাশসাধন না করিয়া চিন্ময় রাজ্য হইতে চিদাকাশে প্রবেশ উচিত হয় না। কারণ তাহা করিলে নিজ বোধ রক্ষা করার সম্ভাবনা থাকে না। এই রাজ্যের অধিকাংশ সাধক রাজ্যমধ্যেই অবস্থান করে। কলার বিকাশসাধনে অগ্রসর হয়, আর কেহ কেহ এখান হইতে চিদাকাশে প্রবিষ্ট হইয়া বোধের অবস্থায় স্থিত হয়। সদানন্দলোক হইতেও চিদাকাশ দৃষ্টি-গোচর হয়। এই গেল অবান্তরভেদ সহিত উত্তম সাধকের বর্ণনা। ইহার পর মধ্যম সাধকের কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

মধ্যম সাধক যোগ্য গুরুদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সাধনমার্গে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের সাধনার পরিণাম অপেক্ষাকৃত ন্যূন অর্থাৎ ইহারা চিদাকাশ পর্য্যন্ত ত যাইতেই পারে না। এমন কি চিদাকাশের দর্শনও পায় না। ইহাদের গতি নিত্যরাজ্য পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। এই সকল নিত্যরাজ্য চিদ্‌সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নহে ইহা বলাই বাহুল্য। এই সকল রাজ্য যদিও নিত্য তথাপি কালপুরুষের অধীন। সুতরাং কল্পান্তকালে অথবা তদ্‌জাতীয় প্রলয়ের উদয় হইলে এই সকল ধ্বংস হইয়া যায়। ইহারা দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া নিত্য বলা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নিত্য নহে। বাস্তবিক নিত্যরাজ্য চিদাকাশের উর্দ্ধে মহাভাব হইতে পরমা প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এই সকল নিত্যরাজ্যে অবস্থানকালে সাধক নিত্য গুরুদ্বারা দীক্ষিত হন এবং তদনন্তর তাহাদের কর্ম চলিতে থাকে। ইহা সাধকের জীবনে হইলেও এই কর্ম এক-জাতীয় যোগেরই কর্ম। ইহার ফলে সাধক চিদ্‌ভবন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। অখণ্ড মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ চিদ্‌ভবন। শুদ্ধ সাক্ষীস্বরূপ একটি নিত্যসিদ্ধ চিদাত্মক অবস্থা সেখানে বিরাজ করে। সত্তাটি অনেকটা নির্গুণ ব্রহ্মের মত বলা যাইতে পারে। সাধক চিদ্‌ভবনে যাইয়া মহাচৈতন্যে জাগ্রত থাকে। আর সুপ্তভাব আসে না, লক্ষ্যও ভ্রষ্ট হয় না। এই সাধক কর্ম-ভূমিতে অবস্থান কালে যে দীক্ষা পাইয়াছিল তাহা রূপাযুক্ত দীক্ষা। নিত্য ভূমিতে যে দীক্ষা পাইল তাহা রূপাহীন দীক্ষা। রূপাযুক্ত দীক্ষা খণ্ডগুরু হইতে হইয়া থাকে। রূপাহীন দীক্ষা খণ্ডগুরু হইতে হয় না। যদি কর্ম-ভূমিতে থাকিতেই মহাখণ্ডগুরু হইতে এই সাধক রূপাহীন দীক্ষা প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে নিত্যরাজ্যে কর্ম করার আবশ্যকতা থাকিত না। মরদেহযুক্ত অবস্থাতেই চিদ্‌ভবনে যাইবার যোগ্যতা লাভ হইত। চিদ্‌ভবনও চিদাকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এক নহে ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগীর সম্বন্ধ না থাকিলে চিদ্-ভবনে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নিত্যরাজ্য হইতে যখন এই সাধক চিদ্-ভবনের দিকে অগ্রসর হয় তখন পর পর যোগভূমি অতিক্রম করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও একপ্রকার সাধক মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করা যাইতে পারে। এই সকল সাধক চিদাকাশের ঊর্ধ্বে মহা সবিতার রাজ্যে গমন করে। কিন্তু সেখানে যাইয়া তাহাদের নিজ সত্তা লুপ্ত হইয়া যায়। তবে স্বরূপ বা মূল সত্তা লুপ্ত হয় না। যোগী তাহাদের স্বরূপকে উদ্ধার করিয়া চিদ্ভবনে প্রেরণ করেন। ইহারা একবার অনিত্যরাজ্যে এবং আর একবার মহাসবিতার নিত্যরাজ্যে দেহত্যাগ করেন, তাহার পর চিদ্ভবনে স্থিতি লাভ করেন।

সাধারণ সাধক সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই তবে ইহাদের মধ্যেও নানা প্রকার অবান্তর ভেদ বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ অর্থাৎ যাহারা উৎকৃষ্ট তাহারা গুরুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হন। ইহাদের গতি কারণসলিল অর্থাৎ মোহমায়ার আকাশে। কারণবারিতে ইহারা নিমগ্ন হন কিন্তু সলিলে মিশিয়া যায় না। তাই পুনর্বার আবর্তন সম্ভবপর হয়। সাধারণের মধ্যে যাহারা মধ্যম কোটির সাধক তাহাদের গতি কারণসলিলে না হইয়া গুণসলিলে হইয়া থাকে। কারণসলিল হইতে পুনরাবর্তন আপনি ঘটে, কিন্তু গুণসলিল হইতে পুনরাবর্তন ঘটে না। এই সকল সাধক অপেক্ষাও নিম্নস্তরের সাধক আছে, তাহাদের ধর্মাধর্ম বোধ আছে সত্য কিন্তু আন্তরিকতা নাই। তাহাদের গতি আপন আপন ভাব অনুসারে কারণসলিলের প্রান্তদেশে। ইহারা কারণে মিশিতে পারেন না অথচ স্থলেও ইহাদের স্থান নাই। একপ্রকার মহাশূন্যের মত অবস্থায় নিরালম্বভাবে ইহারা ভাসিতে থাকে। কারণসলিলের প্রান্তদেশে অসংখ্য কুণ্ড বিদ্যমান আছে। প্রচলিত ভাষায় ৮৫ লক্ষ কুণ্ড বলা যাইতে পারে। যে সাধকের যে ভাবের প্রাধান্য তদনুরূপ কুণ্ড তাহার লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়। এইভাবে না জলে না স্থলে ত্রিশঙ্কুর মত ইহারা অবস্থান করে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রকৃতি এবং সামর্থভেদে সাধকের বিচিত্র গতির কথা জানা যাইবে। সাধকের উত্তম অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট স্থিতি চিদাকাশ এবং চিদাকাশে আত্মবোধের উদয়। অন্যান্য সকল অবস্থাই ইহা হইতে ন্যূন। তবে ইহা সত্য যে নিম্নস্তরের সাধক অনেক সময় চিদাকাশের অতীত ভূমিতে স্থিতিলাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাসবিতার রাজ্য এবং চিদ্ভবন গ্রহণ করা যাইতে পারে। উভয়ই চিদাকাশের ঊর্ধ্বে। উত্তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক ঐস্থানে না যাইয়া মধ্যম সাধক ঐস্থানে কেন গমন করে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, ঐসকল স্থান যোগীর প্রাপ্য। যদিও বিশুদ্ধ যোগী কর্মের ফল থাকিলে উহা ভেদ করিয়া যান ইহা সত্য। মধ্যম সাধক যোগীগুরুর বিশিষ্ট সম্বন্ধবশতঃ যোগপথের পথিক হইতে পারে বলিয়াই যোগীলভ্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। উত্তম সাধক যোগীর অধীনতা স্বীকার করেন না। এক হিসাবে ইহা তাহার উৎকর্ষেরই লক্ষণ। সুতরাং যে সাধক চিদাকাশে কলার বিকাশ পূর্ণ করার বলে ষোলকলায় অবস্থান করিয়াও এক কলায় উদ্বৃত্ত হইতে পারেন তিনি এক হিসাবে দেখিতে গেলে ঊর্ধ্ব ভূমির স্থিতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থিতিসম্পন্ন কারণ তাহার নিজ সত্তা বিকাশের অপূর্ণতা থাকে না।

চিদাকাশ হইতে একটি স্বভাবের এবং একটি অভাবের যোগ পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে লিখিব।

এ পর্য্যন্ত সাধকের ধারা সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। এই স্থলে প্রসংগতঃ দুই একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। সাধক মোহমায়া এবং যোগনিদ্রা ভেদ করেন। যোগনিদ্রা ভেদ করিবার পর সাধক বুঝিতে পারেন যে ভেদ হইয়াছে। কিন্তু ভেদ করিবার পূর্বে অথবা ভেদের সময় কিছু বুঝিতে পারেন না। মোহমায়া এবং যোগনিদ্রা দুইয়েরই স্বরূপ আকাশের সদৃশ মোহমায়াকে লীলাকাশ এবং যোগনিদ্রাকে ধবলাকাশ মনে করা যাইতে পারে। মোহমায়া অতি গভীর। সাধারণ লোক ইহাতে ডুবিয়া গেলে যোগীর পক্ষেও তাহাকে বাহির করিয়া নেওয়া কঠিন হয়। ইহা সাম্যময়ী, কোন প্রকার চঞ্চলতা এই আকাশে স্থান পায় না। ইহাতে যে মগ্ন হয় সে ইহার সংগে অভিন্ন হইয়া যায়। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়। কিন্তু যোগনিদ্রা এইরূপ নহে। যোগনিদ্রাতে উচ্ছ্বাস আছে এবং উহার প্রভাবে সাধক যোগনিদ্রাকে ভেদ করিয়া বোধের স্তরে উন্নীত হয়।

কর্মদ্বারা যোগনিদ্রা ভেদ হয়। কিন্তু কর্মদ্বারা মোহমায়া ভেদ হয় না। যতদিন বিশুদ্ধ চৈতন্যরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন যোগনিদ্রা অপনীত হইবার নহে। যোগনিদ্রা অপনীত হইলে বিশ্বচৈতন্য মায়াচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। জীবের সমষ্টিকর্ম পূর্ণ হইলে যোগনিদ্রা থাকে না। কিন্তু সমস্টিকর্ম পূর্ণ না হইলে যোগনিদ্রা চিরস্থায়িনী। সমষ্টিকর্ম পূর্ণ হওয়ার পর ব্যক্তিগত কর্মের অভাব অবশ্য থাকিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে যোগনিদ্রা ভংগের কোন বাধা হয় না। ব্যক্তিগত কর্ম অপূর্ণ থাকিলেও সমষ্টিগত কর্ম পূর্ণ হইতে পারে। যাহাকে সাধারণতঃ মহাপ্রলয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা সমষ্টিকর্ম পূর্ণ হইলে না ঘটিয়া পারে না। ব্যক্তিগত কর্মের বিকাশ না থাকিলেও প্রতি ব্যক্তির সমষ্টির কর্ম পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া জগতের আমূল পরিবর্তন না হইয়া পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্ম পুরুষকাররূপে তখনই ফুটিতে পারে যখন তাহার সমষ্টিকর্ম পূর্ণ হইয়া যায়। সমষ্টিকর্ম পূর্ণ না হইলে প্রত্যেকের যে ব্যক্তিগত কর্ম হয় তাহা প্রকৃত ব্যক্তিগত কর্ম নহে। কারণ তাহার প্রভাবে মহামায়ার রাজ্য ভাঙ্গিতে পারে না। যাহা হউক মোহমায়া এই প্রকারে অপনীত হয় না। একদিকে অখণ্ড সত্তা আছে বলিয়াই অপর দিকে অখণ্ডরূপ মোহমায়া বিদ্যমান রহিয়াছে। মোহমায়ার আলোক অখণ্ড চৈতন্যের কণামাত্র। কিন্তু যোগ-নিদ্রাতে তাহাও নাই। কারণ সেখানে পরমাণু সুপ্তিমগ্ন। ইহার পর যোগ-নিদ্রা রাজ্যের বিশেষ বিবরণ করার সময় ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। মোহ-মায়ার রাজ্য বস্তুতঃ ঐ কণামাত্র আলোকের দ্বারা আলোকিত বিরাট রাজ্য। পৃথিবী, গ্রহলোক এবং স্বর্গ ইহার স্বরূপ, প্রকৃতি এবং স্থিতি মোহমায়ার রাজ্যপ্রসঙ্গে বর্ণনা করিব। কালরাত্রি মোহমায়া ও যোগনিদ্রা উভয়ের অন্তরালবর্তী। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত মৃত্যু-অধীন না হয় ততদিন সে কালরাত্রির রাজ্যেই থাকে। পক্ষান্তরে যোগনিদ্রাও কালরাত্রির অন্তরাল অবস্থায় মোহমায়ার স্থিতি। যোগনিদ্রা ভেদ হইলেও যোগমায়ার সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। চিদাকাশ যোগমায়ার অতীত। কিন্তু চিদাকাশের অতীত ভূমিতে শুদ্ধমায়া কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু মহাজ্ঞানের উদয়ে শুদ্ধমায়াও অপনীত হয়। তখন একমাত্র পরমাপ্রকৃতি বা মহামায়াই থাকে। ইহাকেও কর্মদ্বারা অপসারণ করিতে পারিলে অর্থাৎ আপন করিয়া লইতে পারিলে বিশ্বমায়ার চিরঅবসান ঘটিয়া থাকে। তখনই অখণ্ড মহাযোগের সূচনা হয়।

যাহা হউক এইবার ক্রমশঃ যোগীর মুখ্য মুখ্য মার্গ এবং সাধারণ মনুষ্যের বিচিত্র গতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

২৬।২।৪৯

তৎপূর্বে সাধকসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা বলিয়া বক্তব্য বিষয়ের আরম্ভ করা যাইতেছে। সাধক জ্ঞান ও দর্শন সমভাবে প্রাপ্ত হয় না। কোন সাধক জ্ঞানের মধ্য দিয়া দর্শনে উপনীত হয়। আবার এমন সাধকও আছে যে প্রথমে দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পর জ্ঞানের উপলব্ধি করে। এই উভয় প্রকার সাধকের মধ্যে যে তারতম্য রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সাধক দর্শন অবলম্বনপূর্বক জ্ঞানপথে অগ্রসর হয় তাহারা মধ্যম সাধক সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে হয় পুরুষকারের ধারা অথবা প্রকৃতিধারায় চলিতে হয়। যাহারা পুরুষকারের ধারা অবলম্বন করে তাহারা বৈকুণ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়। প্রকৃতির ধারা গোলকের দিকে চলিয়াছে। বৈকুণ্ঠের ধারাতে জড় ভাবের প্রাধান্য থাকে, আন্তরিক স্বাতন্ত্র্য অভিব্যক্ত হয় না। গোলকের ধারা ইহার ঠিক বিপরীত। ঐখান হইতে যে যোগপথ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা চিন্ময় এবং অভাবের পথ। ঠিক ঠিক স্বভাবের পথ নহে। অর্থাৎ গোলকের পর আর কোন বস্তু নাই। গোলকটি নির্গুণ লক্ষ্য স্বরূপ। ইহার পর লক্ষ্যরূপী দ্রষ্টা নিজের পথ করিয়া চলিতে থাকে। পূর্ব হইতে প্রচলিত কোন পথ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু চিদাকাশ হইতে যে যোগপথটি গিয়াছে সেটি অভাবের পথ নহে স্বভাবের পথ এইজন্য সেটিকে ধারারূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে এই পরমাপ্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

আর একটি কথা চিদাকাশ স্বরূপতঃ এক হইলেও সাধকের নিকট এবং যোগীর নিকট ঠিক একভাবে প্রতীত হয় না। সাধক চিদাকাশকে বৃত্তরূপে অর্থাৎ গোলাকাররূপে প্রাপ্ত হয় কিন্তু যোগীর চিদাকাশ চতুষ্কোণ।

যোগী অপাঙ্গের নিম্নস্থ ত্রিকোণের মধ্য বিন্দু হইতে যোগপথে নির্গত হয়। যোগ পথের বিস্তৃত বিবরণ দিবার উপযুক্ত অবসর পরে আসিবে। তবে বর্তমান স্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহাই বলা যাইতেছে যে যোগী চিদাকাশ ভেদ করিয়া যায়। চিদাকাশ যোগীর চরম লক্ষ্য নহে। চিদাকাশ হইতে অবতরণপূর্বক দেহের পৃষ্ঠভূমি অবলম্বন করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নামিতে নামিতে বিভিন্ন স্তরের বিকাশ সাধন করিতে করিতে যোগী নাভী-সমুদ্রকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করে। নাভি সমুদ্র অথবা নাভি সরোবর সহস্রদল কমলের স্থান। উর্ধ্বস্থ চিদাকাশও সহস্রদল কমলের স্থান। সাধকের লক্ষ্য উর্ধ্বমুখ। সেইজন্য উর্ধ্বগতি পরিসমাপ্ত হইতেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। সাধক হিসাবে চিদাকাশের পর আর তাহার গন্তব্য নাই, কিন্তু যোগীর উদ্দেশ্য উর্ধ্বশক্তি এবং অধঃশক্তিকে সমান করিয়া লইয়া উদ্বৃত্ত হওয়া। উর্ধ্ব-শক্তির ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেই তাহা সম্ভব হয় না। কারণ অধঃশক্তির ক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার আবশ্যক থাকে। অধঃশক্তির ক্রিয়ার সমাপ্তির নিদর্শন নাভি সরোবরের সহস্রদল কমলের বিকাশ। উর্ধ্ব সহস্রদল শিবরূপী, নিম্ন সহস্রদল শক্তিরূপী। দুইটি তুল্যবল বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে সাম্যভাবের আবির্ভাব হয়। তখন সন্ধিপথে যোগী নির্গত হইয়া নিজ স্বরূপ লাভের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ নিজস্ব মনকে প্রাপ্ত হওয়াই তাহার লক্ষ্য। ইহা অপাঙ্গ কমলে প্রত্যাবর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে না পারা পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় না। যেখান হইতে ঊর্ধ্বগতির উন্মেষ হইয়াছিল চরমে পুনর্বার সেইখানে না আসা পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এইসব বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম ও জটিল রহস্যের আলোচনা করিতে হইবে। সম্প্রতি প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

দীক্ষাকালে যোগী গুরু হইতে সাধক এবং যোগী উভয় প্রকার শিষ্যই চৈতন্যশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহার পর তাহাদের কর্মজীবনের আরম্ভ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে চৈতন্য শক্তি এক এবং অভিন্ন হইলেও সাধক উহা বীজরূপে প্রাপ্ত হন এবং যোগী উহা কায়ারূপে প্রাপ্ত হন এই প্রকার পার্থক্যের তাৎপর্য্য কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে জন্মগত আপেক্ষিক দুর্বলতা-বশতঃ সাধক অত্যন্ত উগ্র তেজময় বস্তু ধারণ করিতে পারে না। যোগীর আধার অপেক্ষাকৃত সবল বলিয়া উহা ধারণ করিতে সমর্থ হয়। বীজ মাতৃ-গর্ভে পতিত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়। তাহার আকার গঠন মাতৃগর্ভেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন এই গঠন কার্য্য পরিপূর্ণ হয় তখন স্বভাবের নিয়মে ঐ আকারকে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হয়। মাতৃগর্ভে দেহের বিকাশ এবং মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর উহার বিকাশ ঠিক এক প্রকার নহে। মাতৃগর্ভে মাতার ভুক্তান্ন, জল হইতে সন্তানের দৈহিক উপাদান সংগৃহীত হয় এবং মাতার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হইতে ঐ গঠন ক্রিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু প্রসূত হওয়ার পর সন্তানকে অন্নজলাদি স্বয়ং গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার দেহ নির্মাণ প্রণালীতে নিজেরই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া শক্তিরূপে সাহায্য করে। মাতার অথবা অন্য কাহারও শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যোগ থাকে না। সাধক বীজ প্রাপ্ত হইয়া কর্মশক্তি দ্বারা ঐ বীজকে গুরু কায়ারূপে অর্থাৎ স্ব-কায়া রূপে কিম্বা ইষ্টরূপে পরিণত করে। ইহার পর তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ সে নিজেই ইষ্টরূপে অথবা প্রকৃতিরূপে পূর্ণতা লাভ করে। ইহাই চিদাকাশের স্থিতির প্রকৃত তাৎপর্য্য। যখন সপ্তদশী কলারূপ উদ্বৃত্তভাবের উদয় হয় অর্থাৎ মহাভাবে প্রবেশ হয় তখন সাক্ষীরূপে পুরুষভাবের উদয় হইল বুঝিতে হইবে। উহা যোগীভাব। প্রকৃতি অথবা শক্তি ব্যতিরেকে যোগ সম্ভবপর হয় না। নিজেই শক্তি এবং নিজেই শক্তিমান ইহাই যোগভাবের তাৎপর্য্য শক্তি বলিতে এখানে চৈতন্যময় স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং শক্তিমান বলিতে শক্তির অতীত শিবভাব জানিতে হইবে। সুতরাং মহাভাবের অবস্থায় বা যোগীর অবস্থায় চিন্ময় স্বরূপটি আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে অথচ নিজে তাহার অতীত। সাধকের দুর্বল আধারে এই উচ্চ ভাবটি ধারণের যোগ্যতা থাকে না। এইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু প্রথম অবস্থায় সাধককে স্বকায়া দান করেন না। বীজ অপেক্ষাকৃত মন্দ শক্তি সম্পন্ন তথাপি তাহা যে বিশুদ্ধ চৈতন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধক ক্রমশঃ অণু হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণশুদ্ধি লাভ করিলে বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ কায়া ধারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তখন তাহার অণু সম্বন্ধ কায়া থাকে না। এইজন্য অনুসম্বন্ধ কায়ার অভাব এবং চিন্ময় কায়ার ধারণ-বোধ উভয়ের মধ্যে একটি অন্তরাল অবস্থা থাকে। এইটিই চিদাকাশে স্থিতি। এটি ষোলকলা পূর্ণ অবস্থা, কিন্তু পূর্ণতার বোধ থাকে না। সেই বোধের উদয় হওয়াই উদ্বৃত্ত ভাবের আবির্ভাব বা যোগমার্গে প্রবেশ। সাধক চিদাকাশ ভেদ করার পর যে অবস্থা লাভ করে অতি সাধারণ যোগী যোগ দীক্ষার পর সেই অবস্থাই গুরু কৃপাতে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য সাধকের কার্য্য এবং যোগীর কার্য্য এবং কার্য্যের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন এক প্রকার হইতেই পারে না। চিন্ময় কায়ার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধকের লক্ষ্য কিন্তু যোগীর লক্ষ্য উহা নহে।

১।৩।৪৯

সাধক বীজপ্রাপ্ত হইয়া কায়ারূপে যখন সেই বীজকে ফুটাইয়া তোলেন তখন তাহার সাধকোচিত সাধনার পূর্ণতা লাভ হয়। যোগী শিষ্যের আধার সবল বলিয়া তাহার পক্ষে এই প্রকার সাধনার আবশ্যকতা হয় না। কায়া লাভের পর উদ্বৃত্তরূপে সাধক যখন যোগভূমি লাভ করেন তখন তিনি যোগী হইলেও দর্পী যোগী হইতে পারেন না। তিনি তখন অজ্ঞাতসারে উত্তরাভিমুখে যোগধারাতে প্রবাহিত হইয়া মহাশক্তির অঙ্কে অর্থাৎ পরমাপ্রকৃতির স্বরূপভূত কমলের দল বিশেষে স্থানলাভ করেন। তিনি তখন যোগী সন্দেহ নাই, কারণ সাধকের এমন সামর্থ্য নাই যে পরমাপ্রকৃতির অঙ্কদেশে উপবেশন করে। কিন্তু যোগী হইলেও তিনি দর্পী যোগী নহেন, কারণ তিনি মধ্যবিন্দু অধিকার করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি প্রথম হইতেই যোগী তিনি প্রথম হইতেই যোগকায়া অর্থাৎ ইষ্ট অথবা গুরুকায়া প্রাপ্ত হইয়া তাহার পর কর্ম্মপথে চলিতে থাকেন। তাহার অন্তর্নিহিত বল অধিক বলিয়াই গুরু প্রথমেই তাহাকে বীজ না দিয়া বীজের বিকাশ অবস্থা অর্থাৎ কায়াদান করেন। ইহার ফলে যোগকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ কায়াটি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হইলে চিদাকাশ ভেদ করিয়া উহা যোগী গুরুর স্বরূপে স্থান লাভ করে। ইহা বোধযুক্ত অবস্থা। বস্তুতঃ ইহা শিবভাব। সাধক যোগী হইলেও সন্তান রূপে মহাশক্তির কোলে স্থান লাভ করে। কিন্তু যিনি প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই যোগী তিনি কর্ম পূর্ণ করিলে শিব ভাবেতে স্থিতি লাভ করেন। উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। এই যোগী খণ্ড যোগী নামে পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহার পর যোগের আরও উচ্চতর ভূমি আছে। যে সাধক যোগী হইয়া স্রোতে ভাসিয়া মায়ের কোলে স্থান লাভ করে তাহার পক্ষে এই উচ্চতর যোগভূমি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। বিশিষ্ট অধিকারী ভিন্ন এই ঊর্ধ্ব ভূমিতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। এই যে শিবাবস্থার কথা বলা হইল বস্তুতঃ ইহাই পরমশিবাবস্থা। কিন্তু ইহার পরেও অবস্থা আছে। পিণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডে সহস্রদলের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র নামক যে স্থান পূর্বোক্ত যোগী সেই স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এক হিসাবে ইহার ঊর্ধ্বে আর কোন স্থান নাই। তবে যে বলা হইল ইহার পরও উচ্চতর ভূমি আছে তাহার তাৎপর্য্য এই—পূর্বোক্ত যোগী অবস্থা লাভের পর যোগ-স্থিতির আর একটি গূহ্যস্তর উন্মুক্ত হওয়া বাকী থাকে। সেই ভূমির উপলব্ধি এবং তাহাতে স্থিতি এক হিসাবে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিতি অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা। বস্তুতঃ দেহে অথবা বিশ্বে ব্রহ্মরন্ধ্রের পর অথবা পরম শিব অবস্থার পর আর কোন ভাব নাই। সহস্রার পূর্ণ বিকাশ এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে গতি লাভ সৃষ্টির পর হইতেই জগতে ইহাকে শ্রেষ্ঠতম অবস্থা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মহাশক্তির বিকাশ তখনও হয় না। যে মহাযোগী পরমশিব অবস্থা লাভ করেন তিনি নিম্নবর্ত্তী সমস্ত সৃষ্টির শিখর দেশে অবস্থিতি হইলেও তাহার পক্ষে প্রাপ্য অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে এই অবস্থা-লাভ করিতে হইলে নাভিকেন্দ্রকে জাগাইতে হয়। ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। শিবত্ব লাভ করিতে পারিলেও এই কেন্দ্র জাগাইতে পারা যায় না। অর্থাৎ যে সকল যোগী মহাভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাহাদের মধ্যে যতক্ষণ নাভিচক্র উদ্বুদ্ধ না হয় ততক্ষণ তাহারা শিবরূপী। নাভিচক্র উদ্বুদ্ধ হইলেই পরম শিব অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। শিবভাব এবং পরমশিব ভাবে অনেক পার্থক্য। শিব বিশ্ব প্রপঞ্চের অতীত, বিশ্বাতীত। বিশ্ব এবং শিব উভয়ের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান থাকে যাহা কখনই অপসারিত হয় না। কারণ বিশ্ব জড় এবং শিব চৈতন্যময়। তিনি বিশ্বের অতীত কিন্তু বিশ্বাত্মক নহেন। ব্রহ্ম এবং মায়িক প্রপঞ্চের সহিত মায়া এই উভয়ের যেমন একটি ব্যবধান আছে যাহার জন্য ব্রহ্মকে মায়াতীত বলা হয় কিন্তু মায়াময় বলা চলে না ঠিক সেই প্রকার শিব এবং শক্ত্যাত্মক সমগ্র বিশ্ব এই উভয়ের মধ্যে একটি অনিবার্য্য ব্যবধান রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ শিবের অভ্যন্তরে শক্তির স্ফুরণের অভাব। শক্তি ও তাহার কার্য্য বিশ্ব। শক্তি অচিৎ তাহার কার্য্যও অচিৎ। শিব চিৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ। কিন্তু চিৎ নিজের মধ্যে হইতেই যখন শক্তির স্ফূরণ অনুভব করিতে পারেন তখন অচিৎরূপ। শক্তি ও তৎকার্য্য বিশ্বের সহিত চিৎরূপী শিবের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষের মধ্যে যেমন উত্তর পুরুষের দ্বারা সমন্বয় স্থাপিত হয় ঠিক সেই প্রকার চিৎরূপ শিব ও অচিৎ-রূপা শক্তির মধ্যে চিৎশক্তির উন্মেষ দ্বারা সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহারই নাম নাভিকেন্দ্রের জাগরণ।

ইহা অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়াই মহা মহা যোগীও নাভিক্রিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন না। শিবভাব হইতে পরমশিব ভাবে উন্নয়ন নাভিক্রিয়ামূলক মহাশক্তির উন্মেষের ফলস্বরূপ এখান হইতেই মহাকুণ্ডলিনীর খেলা আরম্ভ হয়। এই মহাকুণ্ডলিনী ত্রিবিধ। পরপর তিনটিকে জাগ্রত করিয়া এবং তিনটিকে আয়ত্ত করিয়া যোগী মহাশক্তি চক্রের বিন্দুভেদ করতঃ ব্রহ্ম অবস্থা লাভ করেন। ইহারই নাম দর্পী যোগী। অর্থাৎ দর্পী যোগী তাহারই নাম যিনি মায়ের কোলে না বসিয়া নিজেই মা হইয়া বসেন এবং মাকে ছাড়াইয়া যান। ইনিই মহা খণ্ড গুরু। বস্তুতঃ ইনি পূর্ণভাবে ত্রিবিধ শক্তির জাগরণ করিতে পারিলে অখণ্ড মহাগুরু রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। ত্রিবিধ কুণ্ডলিনীর জাগরণ সুসিদ্ধ হইলে পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। বাস্তবিক পক্ষে যিনি ঐ তিনটির অন্তর্গত একটি কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া কর্ম পূর্ণ করিবার পূর্বেই দেহ রক্ষা করেন। তিনি মহাশক্তির চক্রে আসীন হন, কিন্তু উহা অস্থায়ী অবস্থা। দর্পী গুরু নিজে মা হইয়া এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া মা ও গুরুকে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন বলিয়া মাতৃঋণ শোধ করিতে সমর্থ হন। নতুবা মায়ের ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

৩।৩।৪৯

গত পরশ্ব মাতৃঋণ শোধের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। মাতৃঋণ কী? এবং কি-ভাবে তাহার শোধ হয়? এবং সাধারণতঃ জীব মায়ের ঋন কেন শোধ করিতে পারে না এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতেছি। সাধারণতঃ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রকার ঋণের ভার লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, ইহা হিন্দু সমাজে সকলেই অবগত আছেন। এই ত্রিবিধ ঋণের নাম—ঋষি ঋণ, পিতৃ ঋণ এবং দেব ঋণ। ঋণী থাকিয়া কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। মুক্তিলাভ করিতে হইলে ঋণ শোধ আবশ্যক হয়। এই জন্যই শাস্ত্রবাক্য বলিয়াছেন, "ঋণানিত্রীণ্য পাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ"। এই তিনটি ঋণ শোধ করিবার জন্যই হিন্দু সমাজে তিনটি আশ্রমের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জনপূর্বক এবং বিদ্যা প্রবচনের দ্বারা ঋষি ঋণ শোধ করিতে হইত। গৃহস্থ আশ্রমে সন্তান উৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ শোধ করিতে হইত। বানপ্রস্থ কালে যজ্ঞাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা দেবঋণ শোধের ব্যবস্থা ছিল। মনুষ্য ভৌতিক সত্তা, কারণ সত্তা এবং বিজ্ঞান সত্তা, এই ত্রিবিধ সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সমষ্টি দেহ হইতে যখন ব্যষ্টি দেহ উৎপন্ন হয় তখন ব্যষ্টি দেহে প্রত্যেক বিভাগের রচনার জন্য সমষ্টি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। ঋষিদিগের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সম্পদ অথবা জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। পিতৃগণের নিকট হইতে আধিভৌতিক সম্পদ অথবা ভৌতিক দেহের প্রাপ্তি ঘটে এবং দেবগণের নিকট হইতে আধিদৈবিক সম্পদ অথবা আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলের প্রাপ্তি ঘটে। এই সকল লইয়াই মানুষের বাহ্য জগতে আত্মপরিচয় মনুষ্যের দেহের ন্যায় বিশ্বও এই ত্রিবিধ উপাদানে নির্মিত। মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে হইলে অর্থাৎ বিশ্বের বাহিরে যাইতে হইলে এই ত্রিবিধ সম্পদের কিছুই নিজের সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায় না। যেখানকার বস্তু সেখানে রাখিয়া যাইতে হয়।

তন্তুরক্ষাই ঋণ শোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য। প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের ধারা রক্ষা, দ্বিতীয় অবস্থায় ভৌতিক সত্তার ধারা রক্ষা এবং তৃতীয় অবস্থায় দিব্য শক্তি-সমূহের ধারা রক্ষা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকারে বিশ্বের প্রবাহ ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যক্তি বিশেষকে বিশ্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত। ইহা না করিলে অব্যাহতি পাওয়া যাইত না।

এই প্রসঙ্গে মাতৃঋণের উল্লেখ কোথায়ও নাই। বস্তুতঃ দেবলোক, ঋষি-লোক ও পিতৃলোক সকলের প্রসবকারিণী মা। সুতরাং বিশ্বে প্রবেশ করিতে হইলেই মাতৃদ্বার অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়। বিশ্ব হইতে অবসর গ্রহণের সময় সব কিছু বিশ্বকে ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু এই মাতৃ সংস্পর্শ-বশতঃ অর্থাৎ কায়া লাভের ফলে জীব যে কর্মশক্তি লাভ করে এবং পরাবস্থায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে বিশ্বাতীত সত্তায় যুক্ত হয় তাহার প্রতিদান দিবার মত তাহার নিকট কিছু নাই। সেখান হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিলেই প্রকৃত ঋণ শোধ হয় না। প্রকৃত ঋণ শোধ করিতে হইলে নিজে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় সকল আপনজনকে তাহার ভাগী করিয়া দিতে হয়। ব্রহ্ম লাভের পর যদি মায়িক জগতকে ব্রহ্মরূপে পরিণত করা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে ঋণ শোধ হইত বলা চলে। কিন্তু সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ কাল তাহা হয় নাই। যে যাহা নিয়াছে সে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু কিছু বাড়াইয়া দিতে পারে নাই। সাধারণ যোগী, সাধক প্রভৃতি এবং ঋষি মুনি প্রভৃতি কেহই আজ পর্য্যন্ত মায়ের অভাব দূর করিতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। মা সন্তানকে লালন পালন করিয়া, কর্মক্ষম করিয়া, জ্ঞান দিয়া গঠন করেন। সন্তান মায়ের দ্বারা গঠিত হইয়া যখন নিজ বোধ প্রাপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে মাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ মায়ের কোলে থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে চেনে না। পক্ষান্তরে যখন সে নিজেকে চেনে তখন মাও নাই। মায়ের কোলও নাই। ব্রহ্ম ও মায়া বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়ের সমন্বয় হয় না। সাধন পথে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া যায় না। সাধক যাহাকে ব্রহ্ম মনে করেন তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম নয়। তাহাকে জীবের ব্রহ্ম বলিলেও বলা যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্ম তাহা নহে। যোগী কর্মী হইলে দেহান্তে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করে, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাকে মায়া বা মহামায়ার রাজ্য ত্যাগ করিতে হয়। এইজন্য মায়া বা মহামায়া সন্তানের পূর্ণ সমৃদ্ধির ফল লাভ করে না এবং ব্রহ্মেও মায়ের সৃষ্টির কোন আভাসের ক্ষীণ রেখাও বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু দর্পী যোগী এই অঘটনটি ঘটাইতে পারেন। ইনি মায়ের কৃতজ্ঞ সন্তান। কর্ম পূর্ণ করিয়া মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার পর উদ্বৃত্ত ভাবে আত্মকর্মের প্রভাবে ব্রহ্ম অবস্থা লাভ করেন বলিয়া ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যস্থ ব্যবধানটি কাটিয়া যায়। তাঁহাকে মায়া ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে হয় না, তথাকথিত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় না। মায়ার কোলে বসিয়াই তিনি মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। ইহার ফলে মায়া তখন আর মায়া থাকে না। ব্রহ্মও তখন সুদূর ভাবাতীত অব্যক্ত সত্তামাত্র রূপে থাকেন না। নিজস্ব রূপে উভয়ের নিত্য যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবিক তখন মায়া নাই এবং ব্রহ্মও নাই। অর্থাৎ মা নাই এবং গুরুও নাই, অথচ আছে উভয়েই নিজের সহিত অভিন্নভাবে। ইহাই প্রকৃত আত্মস্বরূপে স্থিতি যাহাতে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না অথবা কিছুই গ্রহণ করিতে হয় না। অথচ সবই না থাকিয়াও আছে এবং থাকিয়াও কিছু নাই। যোগী তখন অভেদের মধ্যে মাকে ফুটাইয়া তোলেন এবং 'মা-ই ব্রহ্ম' এই মহা সত্য ধারণ করিয়া মায়ের প্রকৃত মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহারা সকলেই তৃষ্ণাযুক্ত। আমাদের যে দেহ আছে তাহাও তৃষ্ণাযুক্ত। এবং আমাদের দেহেন্দ্রিয়ের অতীত উভয়ের স্বামীরূপে যে আমিটি আছে তাহারও তৃষ্ণা আছে। মাতৃঋণ শোধ না করিয়া যোগী যখন দেহান্তে ব্রহ্ম অবস্থা লাভ করেন তখন দেহ, ইন্দ্রিয় এবং আমার নিজের কোন তৃষ্ণাই তৃপ্তিলাভ করে না। অথচ সকল তৃপ্তির যাহা আকর সেই পূর্ণ সত্তাতে আমার প্রবেশ লাভ হয়। চক্ষু রূপ দর্শনের আকাঙ্খায় অনাদি কাল হইতে ব্যাকুল রহিয়াছে। অনন্ত রূপ দর্শন করিয়াও আজিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ব্যাকুলতা নিবৃত্ত হয় নাই। এমন রূপ কোথায় যাহা দর্শন করিয়া চক্ষু চিরদিনের জন্য শীতলতা এবং শান্তিলাভ করিবে, তাহার রূপ তৃষ্ণা এক অখণ্ড মহারূপের প্রাপ্তিতে অনন্ত কালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যাইবে? এই-প্রকার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। দেহান্তে মুক্তি হইলে দেহ অতৃপ্ত থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গ অতৃপ্ত থাকে এবং আমিও অতৃপ্ত থাকি। দেহ অথবা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে যখন তাহারা অমৃত কলাতে ভরপুর হইয়া যায়, যখন তাহারা কালের নিঃশ্বাসে বিচলিত হয় না অর্থাৎ যখন তাহারা অমরত্ব লাভ করিয়া চিরস্থিতি প্রাপ্ত হয়। মাতৃঋণ শোধ বলিতে মা ও গুরুর অভিন্নতা বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে নিজকে পাওয়া এবং এই পাওয়া তখনই প্রকৃত পাওয়া রূপে ফুটিয়া উঠিবে যখন একের পাওয়াতে সকলের পাওয়া জড়িত হইয়া যাইবে।

ইহার পর গুরু, ইষ্ট, লক্ষ্য এবং কর্মের পরস্পর সম্বন্ধের কথা আলোচনা করিব। এই আলোচনার ফলে জীবনের অবচেতন ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া অতিচেতন ভূমি পর্য্যন্ত সমস্তই স্তরে স্তরে বোধগম্য হইবে।

৪।৩।৪৯

জীব মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া কালরাজ্যে কর্ম করার ও কর্মফল ভোগ করার পূর্বেই মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়। জীবের দৃষ্টি উন্মিলন দীক্ষারই নামান্তর। সাধারণতঃ লোক এই দীক্ষার স্বরূপ অবগত নহে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাই স্বরূপ দীক্ষা। ইহা সকলেরই যে একপ্রকার হয় ইহা নহে। অখণ্ড মহাস্বরূপ হইতে খণ্ডবৎ প্রতীয়মান স্বরূপের আবির্ভাব হয়। এই দীক্ষার প্রভাবে কালরাজ্য হইতে স্বরূপের নির্গম সম্ভবপর হয়। এই দীক্ষা অত্যন্ত গুহ্য এবং সর্বব্যাপক। এই জন্যই কখনও না কখনও সকলেই পরমস্বরূপকে প্রাপ্ত হইবেই ইহা বলিতে পারা যায়। ইহা সামান্য দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা নহে। বিশেষ দীক্ষার মূল ও জাগতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই অধিকার ভেদে আয়ত্ত হয়। ব্যবহার জগতে যাহাকে দীক্ষা বলা হয় তাহা সংস্কারস্বরূপ অর্থাৎ ভিতরের বস্তুকে জাগাইয়া দেওয়া মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে সৃষ্টির আদিতে যখন সেই পরবিন্দু হইতে পরমাণুরূপে ক্ষরণ আরম্ভ হয় তখন বিন্দুর ক্ষরণের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন মহামায়ার ঘনিষ্ট সম্বন্ধবশতঃ পরমাণু ভাবের উদয় হয় অপর দিকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দু ক্ষোভের ফলে নাদের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাণু অবতরণমূলে এই স্বভাবসিদ্ধ নাদের সন্ধান পায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। অবতরণের ফল ক্রমশঃ অচিৎ প্রকৃতির পট জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন সেই অন্তঃস্থিত নাদ যথাবৎ বর্তমান থাকিলেও জীব তাহার সন্ধান পায় না। বস্তুতঃ এই নাদ জীবের বহির্মুখ অবস্থায়ও জীবের অন্তঃস্থিত চৈতন্য-রূপে ব্যবহার ভূমিতে জীবকে চালনা করিয়া থাকে, কিন্তু জীব তাহা বুঝিতে পারে না। এই নাদই গুরু শক্তি। বাহির হইতে সংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রভাবে এই নাদরূপী শব্দ ক্রমশঃ জীবের ভিতরে ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ ইহা নিত্য জাগ্রত শব্দ কিন্তু জীব আচ্ছন্ন এবং বহির্মুখ বলিয়া ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না।

সংস্কাররূপ দীক্ষার পর ক্রমশঃ যে সকল অবস্থার আবির্ভাব তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে। গুরুর কৃপাদৃষ্টি বস্তুতঃ লক্ষ্য স্বরূপ। এই লক্ষ্য শিষ্য হৃদয়ে নিহিত হইলে উক্ত হৃদয় হইতে শব্দ রূপে উহার অভিব্যক্তি হয়। পূর্বে যে শব্দের উল্লেখ করা গিয়াছে ইহা তাহাই, পার্থক্য শুধু এই অংশে যে পূর্বোক্ত শব্দ জীবের বহির্মুখ অবস্থায় চৈতন্য সম্পাদক এবং ইহা অন্তর্মুখে চৈতন্য সম্পাদক। বস্তু শক্তিতে কোন ভেদ নাই। এই সময় হইতেই জীবের অর্থাৎ গুরু সংস্কার প্রাপ্ত শিষ্যের কর্মের অধিকার জন্মে। সংস্কার পূর্ববর্তী কর্ম প্রকৃত কর্ম নহে, কারণ অকৃত্রিম স্বভাব সিদ্ধ কর্ম উদিত না হইলে অমূলক কৃত্রিম কর্ম দ্বারা মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। গুরুশক্তির সঞ্চারের পর অর্থাৎ অন্তঃচৈতন্য জাগ্রত হওয়ার পর ভিতর হইতেই কর্ম চলিতে থাকে। অবশ্য এখানে যোগীর ধারা দিয়াই আমার বক্তব্যটি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি। সাধকের ধারা খণ্ড বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করা হইল না। অধিকারানুপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিলে সাধকের ধারা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। পাকযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি যেমন আপনা আপনি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে তেমনি সংস্কার লাভের পর গুরু-শক্তি ও দেহকে আশ্রয় করিয়া আপনা আপনি কর্ম করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যোগী অভ্যাস কালে গুরুর নির্দেশ অনুসারে গুরুবাক্য পালন ব্যপদেশে কর্ম করিয়া থাকে। ভৌতিক কর্মদেহের অভিমান বাহ্য চেতনায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া এই তথাকথিত বাহ্যকর্মের মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই কর্ম এবং গুরুশক্তি ব্যাপার রূপ স্বাভাবিক কর্ম অভিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। যদি এই বাহ্য কর্মের অনুস্ঠান না হয় তাহা হইলে গুরু-শক্তির কর্ম নিরুদ্ধ না হইলেও তাহার বেগের মন্দতা অবশ্যম্ভাবী। সংস্কার লাভের পর এইভাবে কর্ম চলিতে চলিতে ক্রমশঃ এক একটি অবস্থার উদয় হইতে থাকে। ভুক্ত অন্ন লইয়া যেমন শরীরের যন্ত্র কর্ম করিতে থাকে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমশঃ সেই অন্নকে পরিপক্ক করিয়া রস রক্ত প্রভৃতি রূপে পরিণত করে তদ্রূপ যোগ কর্মও বুঝিতে হইবে। বাহির হইতে স্থূলভাবে যে কর্ম করা যায় তাহাই ভুক্ত অন্নের সহিত তুলনীয়। স্বাভাবিক গুরুশক্তি দৈহিক যন্ত্রশক্তির সহিত তুলনীয়। ভোগ্যবস্তু অর্পণ না করিলে যন্ত্রশক্তি কি অবলম্বন করিয়া কর্ম করিবে ? তদ্রূপ বাহ্য কর্ম না পাইলে গুরুশক্তি কি অবলম্বন করিয়া রচনা করিবে ? অবলম্বনের কিছুই নাই, তবুও আছে, কারণ জীবের যেটি জীবনী শক্তি তাহার মূল বিন্দু অথবা বীর্য্য যাহা ব্রহ্মচারীর পরম আদরের বস্তু। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই জীবের জীবনধারা চলিতেছে। বিন্দু ক্ষয় হইয়া গেলেই মৃত্যু হইয়া থাকে। যোগীর যোগকর্মও স্বীয় রচনা কার্য্যে এই বিন্দুকে উপাদানরূপে গ্রহণ করে। বাহ্য কর্ম স্পষ্টতঃ উপলব্ধ না হইলে এই বিন্দুর ভেদ অপেক্ষাকৃত মন্দ এবং মলিন হয়। বিন্দুর পুষ্টি থাকে না। এই জন্য যোগকর্মও তীব্রবেগে চলিতে পারে না। কিন্তু যতদিন জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিন কর্ম নিবৃত্ত হয় না। এবং হইতে পারে না। ভিতরে যে নাদের ক্রিয়া চলিতেছে তাহার রোধ কখনই হয় না। এই জন্য যোগীর কর্মও নিবৃত্ত হয় না। তবে তাহার বেগ মন্দীভূত হয়। আর একটি রহস্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত যোগদীক্ষাতে শিষ্য লক্ষ্যরূপী গুরুর কায়া প্রাপ্ত হয়। ইহা গুরুর স্বকায়ার অংশ। সুতরাং এক হিসাবে শিষ্যের হৃদয়ে গুরুই অন্তরাত্মারূপে থাকিয়া কর্ম করিয়া থাকেন। যোগী ভিন্ন অন্যত্র আচ্ছাদনের বা পরদার আবরণ অপসারিত হয় না বলিয়া ঠিক এরূপ ব্যাপার হয় না।

যাহা হউক পূর্বোক্ত প্রকারে কর্মের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য কলা যাহা আভাসরূপে সমগ্র সত্তাতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা ঘনীভূত হইতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ চলিতে থাকিলে যদি অকালে দেহযন্ত্র বিঘটিত না হয় তাহা হইলে এক সময়ে ঐ সকল কলা সমষ্টিভূত হইয়া বিন্দুরূপ প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই আভাসময় কলাসকল ছড়ান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত আমিত্বের অর্থাৎ অন্তর্জগৎ অবলম্বন করিয়া আমি ভাবের উদয় সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বিন্দুভাবের অভিব্যক্তি অহংভাবের স্ফুরণ। সমগ্র সত্তা হইতে নিষ্কর্ষণ করিয়া তিলে তিলে যে রসের সঞ্চার হয় তাহাই ঘনীভূত অবস্থায় বিন্দুরূপে ব্যক্তিত্বের অভিব্যঞ্জনা করে। এই বিন্দুভাবের উদয়ই জড়সত্তার মধ্যে চিৎসত্তারূপী বুদ্বুদের উদয়। দুগ্ধ হইতে নবনীত নিষ্কর্ষ-নের ন্যায় কর্মময় হইতে কর্মের প্রভাবে এই বিন্দুরূপী অহংভাবের উদয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫।৩।৪৯

পূর্বে যে লক্ষ্যরূপী গুরুর কথা বলা হইয়াছে তাহা জ্যোতিঃস্বরূপ। বস্তুতঃ তাহা জ্যোতিরও অতীত। মহামায়ার সঙ্গে যোগে তাহা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়। একদিকে যাহা জ্যোতিঃ অপর দিকে তাহারই নাম আনন্দ। সুতরাং আনন্দের স্বরূপও যাহা জ্যোতির স্বরূপও বস্তুতঃ তাহাই। এইটি নিরাকার অবস্থা। কর্ম না থাকিলে আকার রচনা হইতে পারে না। মহামায়ার নামান্তর বিশুদ্ধ সত্ত। সুতরাং জ্যোতিঃ এবং আনন্দ এই শুদ্ধ সত্তেরই আত্মপ্রকাশ। যখন সৃষ্টি মুখে শক্তির ধারা অবতীর্ণ হয় তখন এই জ্যোতিঃ ও আনন্দ এবং উভয়ের সহভাবী নাদ চৈতন্য আচ্ছন্ন হইতে থাকে। আচ্ছন্নতার ক্রমিক বৃদ্ধি বর্তমানস্থলে আলোচ্য নহে, কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মাতৃগর্ভে ঐ আচ্ছাদনের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়া কালরাত্রির রাজ্যে যখন জীব নিজের দেহ লইয়া আবির্ভূত হয় তখন সে পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত। যদিও তাহার মধ্যে নাদ, জ্যোতিঃ এবং আনন্দ সবই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই সকল সমৃদ্ধি সহকারে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তথাপি বিস্মৃতির দরুণ সে শক্তিহীন ও দরিদ্ররূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। সংস্কার কর্তাগুরু যখন তাহাকে সংস্কার করিয়া দেন তখন উঁহার প্রভাবে পূর্বোক্ত প্রণালীতে ক্রমশঃ কর্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবরণ শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। পূর্বে বিন্দু অথবা বুদ্বুদ্ নির্গমের কথা বলা হইয়াছে। উহা বস্তুতঃ বোধের অবস্থা। কর্মদ্বারা যোগনিদ্রা ভেদ করিতে না পারিলে বোধের উদয় হইতে পারে না। সাধারণ জীব যাহারা চৈতন্য সংস্কার প্রাপ্ত হয় না তাহারা পূর্বোক্ত কর্মের অভাববশতঃ যোগনিদ্রা ভেদ করিতে পারে না বলিয়া মরণান্তে যোগনিদ্রাতেই সুপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। বোধের উদয় অথবা পূর্বোক্ত বিন্দুর উদ্গম তাহাদের হয় না। যে কর্মের দ্বারা যোগনিদ্রা ভেদ হইতে পারে তাহা শতভেদী কর্ম নামে অখণ্ড মহাযোগের মার্গে বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণ যোগনিদ্রাই শতসংখ্যার বাচ্য। কিন্তু যদি যোগ দীক্ষা অথবা সাধন দীক্ষা সংস্কাররূপে প্রাপ্ত হইয়াও শতভেদী কর্ম পূর্ণ করিবার পূর্বেই দেহান্ত হয় তাহা হইলে যোগনিদ্রাতে স্থিতি হয় না এবং বোধেরও উদয় হয় না। কিন্তু গুরুরাজ্য নামক বিশাল প্রদেশে কর্মানুরূপ স্থান লাভ হয়। ইহা যোগীর সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। সাধক তখন মোহমায়ার রাজ্যে কর্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুরাজ্য স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। ইহার কিয়দংশ যোগনিদ্রার নিম্নবর্তী এবং কিয়দংশ উহার ঊর্ধ্ববর্তী। গুরুরাজ্যে কর্মনদী, মায়ানদী এবং অমৃতনদী অথবা অমৃত সরোবর পরপর বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবত্বের কর্ম পূর্ণ করিয়া না গেলে কর্মনদীর প্রান্তভূমিতে কর্ম করিবার অধিকার জন্মে। মায়াভেদ করিতে না পারিলে পূর্বোক্ত নদী উত্তীর্ণ হইয়া মায়ানদীর প্রান্তভূমিতে স্থানলাভ হয়। এমনও অনেক কর্মী আছেন যাঁহারা মায়া ভেদ করিয়াছেন অথচ লক্ষ্যপ্রাপ্ত হন নাই। এমন অবস্থায় দেহ ত্যাগ হইলে মায়ানদীর পরপারে অথচ অমৃত সরোবরের প্রান্তভূমিতে স্থান লাভ হয়। যাহার যে প্রকার যোগ্যতা তাহার গতি সেই প্রকারই হয়। যদি কোন যোগী দেহাবস্থাতেই লক্ষ্য উন্মোচন পর্য্যন্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুরাজ্যে যাইতে হয় না। এই দেহে অবস্থান করিয়াই লক্ষ্যভেদী কর্ম করিতে সমর্থ হন। কর্মনদী নীলরূপে, মায়ানদী রক্তরূপে এবং অমৃত সরোবর শুভ্ররূপে প্রতীত হয়। যোগী সরল যোগপথ প্রাপ্ত হইলে মায়া নদীর লোহিত সলিল অতিক্রম করিয়া অমৃত সরোবরকেও ভেদ করিতে সমর্থ হয়। এই পথটি সরল পথ। অমৃত সরোবর ভেদ করিয়া পরে শুদ্ধ লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমৃত সরোবরের পরপারে পুরুষ এবং প্রকৃতির দৈহিক ভেদ থাকিলেও ভেদ জ্ঞানটা লুপ্ত হইয়া যায়। লক্ষ্যের উদয় হইলে দৈহিক ভেদও থাকে না। তবে একটু আভাস থাকে। কিন্তু যাঁহারা সরল পথের যাত্রী অথচ মায়াতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন ভাব অনুসারে অসংখ্য লোক লোকান্তরের কোনটিতে গমন করিয়া আবার সেটি ত্যাগ করিয়া অন্য কোনটিতে গমন করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের লক্ষ্য কখনই খোলে না, অথচ লক্ষ্য যে খোলে নাই সে অভাব বোধও তাঁহাদের হয় না। নানাপ্রকার আনন্দময় ভূমিতে তাহারা আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া বিচরণ করিতে থাকে। মধুকর যেমন পুষ্পের রস আহরণ করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে তাহারও তেমনি অনেক লোক হইতে লোকান্তরে আনন্দের আস্বাদন গ্রহণের জন্য সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহারা জড় মৃত্যুর অধীন নয় ইহা সত্য কিন্তু তাহারা প্রকৃত লক্ষ্য প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ তাহারা ভাব অনুসারে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয় সে ভাবও যেমন স্থায়ী নহে তদ্রূপ সে আনন্দও স্থায়ী হয় না। মহাপ্রলয়ের সময় এই সকল জীব সরল পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তবে অন্যের আকর্ষণে এবং স্রোতের বলে ভাসিয়া চলিতে থাকে। মহা প্রলয়ের সময় নিকটবর্তী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাও সম্ভবপর হয় না। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কর্মী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা নিম্ন ভূমিতে অবস্থানপূর্বক ক্রমঅনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে কর্ম নদী পার হইয়া মায়াভেদী কর্ম করিতে থাকে। সাধকগণের গতি কিঞ্চিৎ অন্য প্রকার। তাঁহারা মোহ. মায়ার রাজ্যে আপন আপন কর্মের তীব্রতানুরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক কর্ম দ্বারা অণুকে শুদ্ধ করিয়া বর্জন করিয়া থাকেন। যোগী অণুকে শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্য সাধক এবং যোগীতে গতির পার্থক্য হয়। মোহমায়ার রাজ্য অণুর রাজ্য। অণুসকল পূর্ণভাবে শুদ্ধ হইলে মোহমায়ার রাজ্যের স্থিতি হয় না।

সৃষ্টির আদিতে যিনি মহাযোগীরূপে জগতে প্রকট হইয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যই গুরুরাজ্য। আদিগুরু শিব। সুতরাং গুরুর রাজ্য যে শিবেরই রাজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগী গুরু যখন দীক্ষা দান করেন তখন শিষ্যের আশ্রয় দানেরও ব্যবস্থা করেন। ইহা গুরু কৃপারই অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য শিষ্য গুরুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেই উক্ত আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার জন্য অধিকারী হয়। কিন্তু শুধু কৃপাতে পূর্ণত্ব লাভ হয় না। কৃপার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের কর্মেরও আবশ্যক হয়। শিষ্য কৃপা পাইয়া কর্ম পূর্ণ না করিতে পারিলে যাহাতে কালের রাজ্য স্খলিত হইয়া না পড়ে এবং ভ্রষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্য একটি নিত্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই আশ্রয়ই গুরুরাজ্য। অপূর্ণ কর্মী যোগী দেহান্তে এই স্থানে আগত হইয়া স্বভাবের স্রোতে অবশিষ্ট কর্ম পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ইহা গুরুর মঙ্গলময় ব্যবস্থা।

কিন্তু বিশুদ্ধসত্তারূপী যোগীর ব্যবস্থা অন্যরূপ। অন্যান্য যোগীগুরু খণ্ড গুরুরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বিশুদ্ধসত্তা অখণ্ডের পথ প্রদর্শক বলিয়া স্বয়ং খণ্ড হইলেও মহাখণ্ডরূপেতে বর্ণিত হইবার যোগ্য। সুতরাং অন্য যোগীর কৃপা অথবা অনুগ্রহ অপেক্ষা তাহার কৃপা বা অনুগ্রহের মাত্রা অধিক। অন্য যোগী গুরু মহাভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বিশুদ্ধসত্তা নাভিচক্র ভেদ করিয়া মহামায়ার স্তর পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া চিন্ময়ী প্রকৃতি পদে আরূঢ়। তাঁহার কৃপার প্রভাব এই যে অন্য যোগীর শিষ্য যেমন কর্ম অপূর্ণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে গুরুরাজ্যরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় তেমনি তাঁহার শিষ্য কর্ম অপূর্ণ রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাজ্য প্রাপ্ত হয়। এই উৎকৃষ্টতর রাজ্যের নাম জ্ঞানগঞ্জ। গুরুরাজ্য অপেক্ষা ইহার উৎকর্ষের কারণ এই যে ইহা সর্বাংশে যোগনিদ্রার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। অর্থাৎ শতভেদী কর্ম করিয়া যে স্থান লাভ করা যায় উক্ত কর্ম না করিয়াও গুরুর কৃপাবিশেষের প্রভাবে উক্ত গুরুর শিষ্য সেইস্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু পার্থক্য আছে। কর্ম না করিয়াও শুধু কৃপা প্রভাবে বিশুদ্ধ শিষ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানগঞ্জে গতি হয় ইহা সত্য কিন্তু কর্মীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। কারণ ঐ সময় সে কোন বোধ প্রাপ্ত হয় না। বোধ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাকৃত কর্ম পুনর্বার তাহাকে করিয়া লইতে হয়। কর্মভূমিতে যে কর্ম অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে পূর্ণ হইতে পারে, জ্ঞানগঞ্জে উহা পূর্ণ করিতে বহু অধিক সময় ও আয়াস আবশ্যক হয়। জ্ঞানগঞ্জ হইতে কর্ম করিয়া যথা-সময়ে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইলে পূর্বে যে মহাপ্রস্থান পথের কথা বলা হইয়াছে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুরাজ্য হইতে লক্ষ্য খুলিলে সেই পথ পাওয়া যায়। লক্ষ্য খুলিবার পর উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তবে একটি পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুরুরাজ্য হইতে লক্ষ্য খোলার পর যেখানে লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘটে, জ্ঞানগঞ্জ হইতে লক্ষ্য খোলার পর তদপেক্ষা ঊর্ধ্বে লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ গুরুধামের যাত্রী যদি যথাবিধি কর্ম করে এবং মধ্যাবস্থায় কর্মত্যাগ না করে তাহা হইলে মহাভাব পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের যাত্রীর লক্ষ্য খোলার পর যথাবিধি কর্ম করিলে এবং মধ্যপথে বসিয়া না পড়িলে মহাভাবের বহু ঊর্ধ্বে পরমাপ্রকৃতি পর্য্যন্ত যাইতে পারে। খণ্ডগুরু এবং মহা-খণ্ড গুরুর উপদেশের ইহাই পার্থক্য কিন্তু প্রাপ্তি কর্মীর কর্মসাপেক্ষ।

পূর্বে বিন্দুর আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইহারই নামান্তর বোধ। বোধের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীর হৃদয়ের একটি ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা উদিত হইয়া থাকে। যেন কি নাই, যেন কিসের অভাব সর্বদাই প্রাণে ভাসিয়া উঠিতেছে অথচ কিছুরই স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। যেন কি না পাওয়ার দরুণ নিজে অপূর্ণ হইয়া রহিয়াছি এই প্রকার একটি আকুলভাব নিজের মধ্যে জাগিয়া উঠে। বলা বাহুল্য ইহা অস্ফুট হইলেও আনন্দেরই আকাঙ্খা। যে আনন্দ প্রতি জীবের হৃদয়ে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা সেই আনন্দেরই আহ্বান। লক্ষ্যরূপী গুরু শুদ্ধ সত্ত্বের যোগে আনন্দরূপে জীবহৃদয়ে নিত্য বিদ্যমান কিন্তু জীব লক্ষ্যহীন বলিয়া সে আনন্দ আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। কিঞ্চিৎ কর্মসাধনের পর বোধের উদয় হইলে অতি ক্ষীণভাবে সেই অন্তঃস্থিত আনন্দের অভাব বহির্জগতে নানাস্থানে ফুটিয়া উঠে। জীব বহির্মুখ বলিয়া সম্মুখে সেই আনন্দের আভাসকেই আনন্দ বলিয়া মনে করে এবং তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার প্রবৃত্তি হয়। বিন্দুর পর রেখারূপী গতির ইহাই সূত্রপাত। কিন্তু উহা ধরিতে পারে না। ধরিতে গিয়াই দেখে ঐখানে আনন্দ ত নাই তাহার আভাসও নাই। তখন সে ফিরিয়া আসে। পুনর্বার অন্যত্র ঐ প্রকার আভাস দেখিতে পাইয়া ঐদিকে ধাবিত হয় এবং নিরাশ হইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে নিরন্তর তৃষ্ণাতুর পথিক মৃগতৃষ্ণার পশ্চাতে ব্যর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকে। সংসাররূপ মরুভূমিতে এই প্রকারে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কারণ কোন স্থানে সারবস্তু প্রাপ্ত হয় না। ইহাই অন্বেষণের অবস্থা। ইহার নাম জ্ঞান। এই প্রকারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহার বহির্মুখী গতি ও বেগ একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন সে স্থির হইয়া বসিয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়ের ও মনের বহিঃপ্রভাব তখন আর কার্য্য করিতে পারে না। এই সময় দৃষ্টির উন্মেষ হয় অর্থাৎ লক্ষ্য খুলিয়া যায়। একপক্ষে ইহা লক্ষ্যের উন্মেষ এবং অপর পক্ষে ইহা অন্তঃস্থিত পূর্ববর্ণিত আনন্দের আবরণ অপসারণ। তখন তাহার দৃষ্টি নিজের সম্মুখে লক্ষ্যরূপে আনন্দ বস্তুকে প্রাপ্ত হয়। ইহা তাহার অন্তরেই হয়, বাহিরে নয়। এইবার বহির্জগত হইতে তাহার অন্তর্জগতে প্রবেশ হইল। সে এতকাল যাহা চাহিয়াছিল এবং যাহার জন্য সমগ্র বিশ্বে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই, এইবার তাহা অন্তঃদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অন্তরে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পায়। এই আনন্দই ইষ্টরূপে বা জননীরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। অন্তঃদৃষ্টি না খোলা পর্য্যন্ত এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। ইহারই নাম ইষ্ট বা প্রিয় বস্তু। যাহার যাহা কিছু প্রিয় তাহার পূর্ণ, সমষ্টি ইষ্টরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। অখণ্ড মহাযোগের পথে ইহারই নাম ভাবের প্রকাশ বা ভাবরাজ্যে প্রবেশ অর্থাৎ ১০৩। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। লক্ষ্য উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের প্রাপ্তি হয় ইহা সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে লক্ষ্য উন্মেষের পর কর্ম না থাকিলে এই প্রাপ্তিই যোগীর চরম প্রাপ্তি হইয়া যায়। কারণ যোগী তখন স্থির হইয়া সম্ভোগের জন্য বসিয়া পড়ে, নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। বস্তুতঃ যোগী তখন মাকে দর্শন পাইয়াই মুগ্ধ হইয়া যায় আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা উচ্চ অবস্থা হইলেও দুর্বলতার চিহ্ন। ইহার একমাত্র কারণ কর্মের ন্যূনতা। কর্ম তীব্র না থাকিলে রূপ দর্শনই হয় না। শুদ্ধ জ্যোতিঃ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যজ্ঞান নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ যোগী তিনি কখনই কর্মে হীনশ্রদ্ধ হন না। তাই লক্ষ্য খোলার পর তাহার কর্মত্যাগ হয় না। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে তখন হইতেই প্রকৃত কর্মের সূচনা হয়। কিন্তু দুর্বল সাধক ঐ জাতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি মনে করিয়া কর্মত্যাগ পূর্বক স্থিতি নিতে চেষ্টা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬।৩।৪৯

গুরুরাজ্য এবং জ্ঞানগঞ্জের কথা বলা হইয়াছে। উভয়স্থানই এই কর্মভূমি পৃথিবীর স্থুলাভিষিক্ত। পৃথিবীতে কর্ম পূর্ণ করিতে না পারিলে উক্তস্থানে যাইয়া কর্ম পূর্ণ করিবার অধিকার জন্মে। উভয়ের পার্থক্য শুধু ইহাই যে পৃথিবী মরভূমি কিন্তু গুরুরাজ্য ও জ্ঞানগঞ্জ উভয়ই অমরভূমি। পৃথিবীতে কর্ম করিবার সময়ে যে প্রকার বাহ্যভাব বিদ্যমান থাকে গুরুরাজ্যে ও জ্ঞানগঞ্জেও তাহাই থাকে। অন্তরে প্রবেশ লক্ষ্য উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন স্থানেই হইতে পারে না। জ্ঞানগঞ্জ অথবা গুরুরাজ্যে গেলেই যে লক্ষ্য খুলিয়া যায় এরূপ ভ্রম যেন না হয়। জ্ঞানগঞ্জ ও অন্তর্জগত নহে, গুরুরাজ্যও তাহাই। উভয়ই বাহ্য জগতের অন্তর্গত। তবে পরস্পর ভেদ আছে এবং পৃথিবীর সঙ্গে উভয়ের পার্থক্য আছে। পৃথিবীতে কর্মের গতি অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু উক্ত স্থানদ্বয়ে কর্মের গতি অত্যন্ত মন্দভাবাপন্ন হয়। এইজন্য মরদেহ অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিতে পারা যায়। লক্ষ্য খুলিয়া যাওয়ার পর অর্থাৎ অন্তঃদৃষ্টি উন্মুক্ত হওয়ার পর কিংবা ভাবের বিকাশের পর মরজগতের কর্ম এবং অমরজগতের কর্মের মধ্যে ক্ষিপ্রতা এবং মন্দতা ব্যতিরেকে লক্ষ্যের দিক্ হইতে অন্য কোন ভেদ নাই। অর্থাৎ অমরজগৎ হইতে লক্ষ্য খুলিয়া গেলে তাহার পর অত্যন্ত ধীর গতিতে কর্মের স্রোত বহিতে থাকে। এই জন্য কোন অবস্থায় উপনীত হইতে যুগযুগান্তর কাটিয়া যায়। মরদেহে অবস্থানপূর্বক কর্ম করিলে লক্ষ্যের গতিতে তীব্র বল এবং বেগ বর্তমান থাকে। তাহার ফলে বিশেষ প্রতিবন্ধক অথবা বিঘ্ন সম্মুখীন না হইলে শীঘ্র শীঘ্র ভূমিসকল অতিক্রম করিতে পারা যায়।

কিন্তু প্রতিবন্ধকের আশঙ্কা প্রতি পদেই রহিয়াছে। অতি সূক্ষ্মমার্গে চলিতে হইলে অতি সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধকও বিঘ্নকারক হয়। এমন সকল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় যাহা প্রতিবন্ধক রূপে চিনিতেই পারা যায় না। এইজন্য কর্মের গতি তীব্র থাকিলেও নিষ্কণ্টকে পথ অতিবাহিত করা চলে না। প্রতি পদেই স্খলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। মহা খণ্ডগুরু জগতে প্রকট হইলে এই জাতীয় সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধক দূর করিবার উপায় নির্দেশপূর্বক শিষ্যকে কর্মফল দান করেন। মহা খণ্ডগুরু বহুদূর পথের নির্দেশকর্তা প্রতিবন্ধক দূর করার উপায় প্রদর্শন না করিলে সুদূর পথের যাত্রী এক পদও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রসর হইতে পারে না। এই উপায়টি আর কিছু নহে—মাতৃসেবা। মা জগদম্বা সৃষ্টির মূল শক্তিস্বরূপ। তাহাকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারিলে প্রসাদের প্রভাবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যাবতীয় যোগবিঘ্ন বিদূরিত হইয়া যায়। মা মহাশক্তিস্বরূপ। কর্মে শক্তির সহায়তা আবশ্যক। কারণ যোগী যোগদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যে গুরুদত্ত কায়া প্রাপ্ত হয় তাহা লক্ষ্য অথবা শক্তির স্বরূপ। সেই লক্ষ্য অথবা শক্তির সাহায্যে যোগীর কর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে। বাহ্যভাবে যোগী যাহা করেন তাহা শুধু নিমিত্তমাত্র। এই শক্তির নাম গুরুশক্তি। যে শক্তি নিরন্তর কর্মনিরত হইয়া স্তরের পর স্তর রচনা করিয়া চলিয়াছেন এবং যাহার ক্রিয়া যোগীর স্বীয় কর্মরূপে পরিণত হইতেছে তাহাকে পুষ্ট করা স্বভাবের নিয়ম অনুসারে যোগীর কর্তব্য। ইহাই মাতৃ-সেবার দার্শনিক ভিত্তি। কোন যন্ত্র কর্ম করিতে করিতে ক্ষীণ হইলে তাহাকে পুনর্বার রসের আপূরণের দ্বারা পুষ্ট করিয়া নিতে হয়। গুরুদত্ত শক্তি মাতৃস্বরূপা। মা মূলতঃ কুমারীস্বরূপা। এইজন্য জীবিত দেহে কুমারী মাতার যথাবিধি সেবার এত মাহাত্ম্য। বাহ্যমূর্তির উপাসনাতে জীবন্ত শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ বাহ্যমূর্তিকে যোগী প্রাণপ্রতিষ্ঠা কালে নিজের জীবন্ত শক্তি দ্বারাই সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। যে মূর্তি যোগীর শক্তিতে সঞ্জীবিত হয় সে যোগীকে শক্তি দিবে কোথা হইতে? এই জন্য জীবদেহেই সাক্ষাৎ মাতৃরূপা মহাশক্তির সেবা আবশ্যক। স্থূল দেহের পুষ্টি সেবা দ্বারাই হয়। এইজন্য উপাসনা অথবা আরাধনার অন্যান্য অঙ্গের উপযোগিতা তত অধিক নহে যতটা সেবার। সেবা দ্বারা দেহে পুষ্টি হয়, তৃপ্তি হয়, রসের সঞ্চার হয়। উহাই প্রসাদরূপে যোগী প্রাপ্ত হইলে মায়ের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে সেবা দ্বারা মাকে বাঁধিতে পারিলে মা স্বয়ংই গুরুশক্তিরূপে যোগীর সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে সেবা যোগপথের একটি অনিবার্য্য অঙ্গ। সেবা ভিন্ন যোগী কর্মে অগ্রসর হইতে পারে না। কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইলেও ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে নিম্নে পতিত হইয়া যায়। অমরলোকে মর-দেহসম্পন্ন কুমারী মাতা দুর্লভ। সেইজন্য সেখানে যোগীর অগ্রগতি ক্ষিপ্র হয়ই না। এবং যদি কাহারও কখন কিছু হয় তাহাও স্তম্ভিত হইবার আশংকা থাকে। কারণ সেখানে মাতৃসেবাজনিত সাহায্যের আশা থাকে না। মরদেহে কর্মেরও যেমন উৎকর্ষ সিদ্ধ হয় তেমনি সাক্ষাৎভাবে মাতৃসেবার অধিকার পাওয়া যায় বলিয়া বাধা বিঘ্নের আশঙ্কাও অনেকটা দূরীভূত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কৃপা ও কর্মের সম্বন্ধটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। কৃপা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু ইহা সত্য যে কৃপা দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ হয় না। কর্মব্যতীত কৃপা এবং কৃপা-ব্যতীত কর্ম উভয়ই অসম্ভব। তথাপি গুণপ্রধান ভাব আছে বলিয়া উভয়ের মধ্যে পৃথক্ নির্দেশ হইয়া থাকে। কৃপা দুই প্রকার—খণ্ডকৃপা এবং মহাকৃপা। খণ্ড গুরু অথবা মহাখণ্ড গুরু অর্থাৎ জগদম্বা কিংবা পরমাত্মা জীবকে যে কৃপা করিয়া থাকেন তাহা খণ্ডকৃপা। জগতে কৃপা বলিতে তাহাই বুঝিয়া থাকে। কাহারও শক্তি অথবা সামর্থ্য কম থাকিলে অন্যে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাকে সাহায্য দ্বারা উদ্ধার করিবার জন্য নিজ হইতে যে শক্তি প্রয়োগ করেন তাহার নাম কৃপা। কৃপার ফলে আকর্ষণ এবং আকর্ষণের ফলে উদ্ধার সিদ্ধ হয় ইহা সত্য কিন্তু ইহা পূর্ণত নহে। অবস্থা-বিশেষে ইহার আবশ্যকতা আছে। কারণ কৃপা ব্যতীত প্রথম অবস্থায় জীব চলিতেই পারে না। শিশু মাতৃকৃপা ব্যতিরেকে বর্দ্ধিত হইবে কি প্রকারে? জীবও তেমনি জগদম্বার কৃপা ব্যতিরেকে দুঃখময় স্থান হইতে দুঃখের অতীত শুদ্ধ স্থানে উপনীত হইতে পারে না। খণ্ড কৃপা যে আবশ্যক ইহা হইতেই প্রতীত হইল। কিন্তু ইহাতে কৃপাভাজন পূর্ণ লাভবান হইতে পারে না। কারণ অন্যের শক্তি দ্বারা সে যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। খণ্ড কৃপা যতই মহতী হউক না কেন এবং তাহার ফল যতই আনন্দময় হউক না কেন মহাপ্রলয় কালে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। শুধু তাহাই নহে কৃপাভাজন ঐ কৃপার পাত্র হইয়া আত্মশক্তির বিকাশের হেতুভূত কর্ম হইতে বিরত হইলে আত্মপরিচয় হইতে চিরবঞ্চিত থাকে। কৃপা আবশ্যক ইহা সত্য, কিন্তু কিসের জন্য? আত্মশক্তি বিকাশের সুযোগ এবং অবকাশ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। এই জন্যই কৃপাপ্রাপ্তির পর কর্মের প্রয়োজন। কর্মের অভিব্যক্তির ফলে কৃপার মূলস্থানে পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূমি অধিকার করিতে সামর্থ্য জন্মে এবং চরমে জগন্মাতার অথবা পরমাত্মার তদাত্ম লাভ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে তাহাকে ভেদ করিয়া যোগী নিজেই তৎস্থানাপন্ন হইতে সমর্থ হন। এই পর্য্যন্তই কৃপার সীমা। এ পর্য্যন্ত যে কর্ম করা হয় তাহা কর্ম হইলেও কৃপামূলক কর্ম কারণ ইহার পরে এমন কর্ম আছে যাহাকে কৃপাশূন্য কর্ম বলা যাইতে পারে। তখন কৃপা থাকে না অর্থাৎ প্রকটভাবে না থাকিয়া গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। তখনকার কর্ম আত্মকর্ম। উহা কৃপাশূন্য। কৃপাশূন্য কর্ম ব্যতিরেকে মর-দেহে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা বুঝায় তাহা মরদেহে লাভ করিতে হইলে কৃপার কর্ম পূর্ণ করিয়া কৃপাশূন্য কর্মও পূর্ণ করিতে হয়। তখনই সেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, যে জ্ঞানের উদয়ে ইহলোক ও পরলোকের ভেদ কাটিয়া য়ায়, মহামায়া ও ব্রহ্মের ভেদ তিরোহিত হয় এবং ইষ্ট ও গুরুর সকল ব্যবধান চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়।

৭।৩।৪৯

লক্ষ্যের সহিত কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। লক্ষ্য স্থির না হইলে কর্মের সম্ভাবনা থাকে না। লক্ষ্যের যাহা বিষয় কর্মদ্বারা তাহাকেই প্রাপ্ত হইতে হয়। সাধারণতঃ জগতে যাহাকে কর্ম বলা হয় তাহা যেমন প্রকৃত কর্ম নহে তেমনি যাহাকে জ্ঞান বলা হয় তাহাও চরম দৃষ্টিতে জ্ঞানপদবাচ্য নহে। জাগতিক সিদ্ধান্তে জ্ঞান কর্মের পরবর্তী। কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া উপাসনায় অধিকার জন্মে এবং উপাসনার ফলে উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপগত অভেদের জ্ঞান জাগিয়া উঠে। তখন জীব মুক্তি লাভ করে। অবশ্য ইহা প্রচলিত বেদান্তের অনুগত চিন্তাপ্রণালীর কথা। অন্য ধারার কথাও আছে, কিন্তু এখানে তাহা আলোচ্য নহে। জীবের পূর্ণত্ব লাভের পথে জীবের নিজের কর্তব্য আছে। তাহার মাতৃস্বরূপা শক্তিরও সার্থকতা আছে এবং সকলের মূলে ব্রহ্মস্বরূপ গুরুরও প্রয়োজন রহিয়াছে। লক্ষ্যটি গুরু অথবা জ্ঞানের দ্যোতক এবং কর্ম শিষ্যের স্বীয় চেষ্টার দ্যোতক। নৌকা চালনা করিতে হইলে যেমন কর্ণধার আবশ্যক, কর্ণধার-লক্ষ্যস্থিত করিয়া দিক্ নির্দেশ করিয়া, স্থিরভাবে নৌকাকে লক্ষ্যের অভিমুখে রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শুধু লক্ষ্য স্থির হইলেই লক্ষ্যপ্রাপ্তি হয় না। দাঁড় টানিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে নৌকার অগ্রগতি ব্যবস্থাপিত করিতে না পারিলে শুধু লক্ষ্য গম্যস্থান অথবা লক্ষ্যের দর্শন হইতেই লক্ষ্যপ্রাপ্তি হইতে পারে না। জীবনের পথেও তেমনি গুরু হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা লক্ষ্যের নির্দেশ। বস্তুতঃ গুরু স্বয়ং জ্ঞানরূপী, তাহার কায়াও জ্ঞানস্বরূপ, তাহার দৃষ্টিও তাহাই। তাহারই কিঞ্চিৎ অংশ কৃপারূপে শিষ্যহৃদয়ে নিহিত হয় ইহাই প্রত্যাবর্তন কালে শিষ্যের স্বীয় লক্ষ্য রূপে তাহার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। অবশ্য লক্ষ্যটি প্রথমে আচ্ছন্নই থাকে। বলা বাহুল্য শিষ্যের অথবা জীবের দৃষ্টিও প্রথমে আচ্ছন্ন থাকে। বীজ আধানপূর্বক সন্তানের জন্মদান ও যাহা লক্ষ্যরূপী বীজের আধানপূর্বক জীবকে শিষ্যরূপে পরিণত করাও তাহাই। কর্ম প্রভাবে লক্ষ্যের আবরণ কাটিয়া যায়।

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। তদনুসারে যোগীর অগ্রগতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষ্যটি একদিক হইতে দেখিতে গেলে গুরুর দৃষ্টি শিষ্যের প্রতি। পক্ষান্তরে উহাই শিষ্যের দৃষ্টি গুরুর প্রতি। অবশ্য গুরু অখণ্ড নিজ-স্বরূপে অলক্ষ্যরূপী। তাহার অভিব্যক্ত স্বরূপ শুদ্ধ সত্ত্বের সঙ্গে যোগ-যুক্তা হইয়া আনন্দরূপে এবং জ্যোতিঃরূপে পরিণত হইলেই তাহাকে গুরু-রূপে গ্রহণ করিতে হয়। ইহা একাধারে গুরু এবং মা উভয়ই। কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই আনন্দই ইষ্ট। সুতরাং শিষ্যের দিক্ হইতে লক্ষ্য স্থাপন বস্তুতঃ ইষ্টের প্রতিই দৃষ্টিস্থাপন ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই আনন্দই মা এবং শক্তি নামে যোগীর নিকট পরিচিত। ভাবের উদয় হইতেই সর্বপ্রথম মায়ের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মনে রাখিতে হইবে ভাব হইতে পরমাপ্রকৃতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় ভূমি হইতে সপ্তম ভূমি পর্য্যন্ত যোগী প্রায় সর্বত্রই মাকে তৎতৎ বেশে এবং তৎতৎ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং সপ্তম এই কয়টি ভূমিই মাতৃভূমি—মাতৃরাজ্য। ষষ্ঠ ভূমিতে মার দর্শন পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ ভূমি সকলের জন্য নহে। পঞ্চম ভূমির অগ্রে বিশেষ অধিকারীর নাভিচক্র জাগ্রত হইলে ষষ্ঠ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল বা মহা সবিতা ভেদ তাঁহারাই করিতে পারেন যাঁহারা পঞ্চম ভূমির পর নাভি জাগরণের ফলে ষষ্ঠ ভূমিতে উন্নীত হইতে সমর্থ হন। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সপ্তম ভূমিতে গেলে ঐখানে আবদ্ধ হইয়া থাকার আশঙ্কা থাকে না, কারণ তখন ব্রহ্মসত্তার পূর্বাভাস যোগীর মধ্যেও ভাসিয়া উঠে এবং সেই আকর্ষণে যোগী সপ্তম ভূমি ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ হন। সপ্তম ভূমি ভেদ করিয়া গেলে ব্রহ্মাবস্থা দেহাবস্থান কালেই প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন মহামায়া এবং ব্রহ্মের অন্তরাল-বর্তী অনাদিকালের ব্যবধান কাটিয়া যায়। এই অবস্থা সৃষ্টির পর হইতে এখন পর্য্যন্ত ঘটে নাই বলিয়া ইহার বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া অনাবশ্যক। অখণ্ড মহাযোগের তত্ত্ব ও ক্রমনিরূপণ প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে এবং তখনই ইহার বিবরণ দেওয়া যাইবে।

জ্ঞানগঞ্জ স্ফটিকময়। গুরুরাজ্যের ঊর্ধ্বাংশও তাহাই। স্ফটিক বস্তুতঃ স্ফটিক নহে। শুদ্ধ নির্মল জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ শুক্র আকারে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানগঞ্জ নিম্নে মৃত্তিকাহীন এবং ঊর্ধ্বে আকাশহীন, অর্থাৎ সেখানে অধঃ ঊর্ধ্ব বোধ থাকে না। পৃথিবীতে আমরা যেমন নীচে দৃষ্টি দিতে পারি তখন মৃন্ময় ধরিত্রী দেখিতে পাই, জ্ঞানগঞ্জে সেই প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধঃ দৃষ্টি দেওয়া চলে না। তদ্রূপ এইখানে যেমন মস্তকের উপর নীলাকাশ বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায় ঠিক সেই প্রকার আকাশ বা শূন্য জ্ঞানগঞ্জের ঊর্ধ্ব-দেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্বত্রই একটি স্বচ্ছ জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য সেখানে দিন ও রাত্রির ভেদ অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ সেখানে দিবারাত্রি হয় না ইহাই সত্য। সুতরাং জাগতিক জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের পরিচিত দেশজ্ঞান ও কালজ্ঞান সেখানে পরাহত হয়। অথচ সেখানে ঠিক এখানকার মতই বাহ্যসত্তা, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানের রাজ্যও অনেকটা তাহাই। তবে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা। গুরুরাজ্যে প্রদেশবিশেষে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের তপস্যার স্থান রহিয়াছে। এই সকল ব্রহ্মচারী বস্তুতঃই অক্ষত ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, কারণ তাঁহারা ঐ রাজ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কালরাজ্য হইতে মরণান্তে ঐস্থানে উন্নীত হন নাই। তাঁহারা গায়ত্রীর উপাসনা এবং হোম যথাবিধি নিরন্তর করিয়া থাকেন। মরজগৎ হইতে ঐখানকার তপস্যার রহস্য উপলব্ধি করা সহজ নহে। কর্মনদীর পূর্বপার হইতে পরপার অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং অধিকতর সুন্দর। তদ্রূপ মায়ানদীর পরপার কর্মনদীর পরপার হইতে অধিক সুন্দর। প্রত্যেক স্থানেই নানা প্রকার জীব আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মায়া-নদীর পরপারে একটি বক্র পথ এবং একটি সরল পথ দৃষ্টিগোচর হয়। বক্র-পথের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐ বক্রপথ অসংখ্য প্রকারে বক্রতা প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে। এক পথই ঘুরিতে ঘুরিতে সংখ্যাতীত পথের আকারে বিবর্তিত হইয়াছে। এইসব স্থান এবং পথ মায়াতীত বলিয়া সুখময় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সবই একপ্রকার ভ্রমেরই অন্তর্গত। কারণ লক্ষ্য না খোলা পর্য্যন্ত প্রকৃত পথ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং যাহা প্রকৃত পথ তাহার বিস্তার বাহিরে নহে অন্তর্জগতে অর্থাৎ ভাবরাজ্যে। সুতরাং ভাব অথবা স্বভাব প্রাপ্তির অভাববশতঃ মায়াতীত হইলেও ঐ বক্র-পথের সঙ্গে সম্বন্ধ ভাবলোকসকল প্রকৃত ভাবময় নয়, উহা ভাবের অভাব মাত্র। ভক্তির সহিত জ্ঞানের বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। সাধারণতঃ জগতে জ্ঞান উদয়ের পূর্বেই ভক্তির স্থান নির্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধ ভক্তি, সরস ভক্তি, অকৃত্রিম ভক্তি লক্ষ্য উন্মেষের পূর্বে হইতেই পারে না। ভাবের বিকাশ অর্থই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ এবং আনন্দরূপা মায়ের সাক্ষাৎ-কার লাভ। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে লক্ষ্য উন্মেষ অথবা জ্ঞানের উদয় না হইলে যে ভাবের সঞ্চার হয় তাহা কখনও স্থায়ী ভাব হইতে পারে না, সঞ্চারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব মাত্র। এইজন্য মায়ানদীর রক্ত সলিলের পরপারে অবস্থিত হইলেও এই ভাবরাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। মহাজ্ঞান ত দূরের কথা, অন্তর্দৃষ্টি-রূপ লক্ষ্যের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা চূর্ণ হইয়া যায়। যাহা হউক এই প্রকার অসংখ্য অভাবরূপী ভাবলোক ভক্তের আভাস এবং ইষ্টের আভাস বহন করিয়া মায়াতীত স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে প্রকৃত যোগী সে কিন্তু এই বক্রপথে যাইয়া ভাবের ঘোরে পতিত হয় না। সে সরল পথে অমৃতধারা অথবা অমৃত সরোবর পর্য্যন্ত গমন করে এবং উহা উত্তীর্ণ হইয়া অমৃত সরোবরের পরপারে লক্ষ্য উন্মেষের চেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। এই অমৃত-সরোবরের শুভ্র সলিল বস্তুতঃ জল নহে, অমৃতই। ইহা দেখিতে ঘন দুগ্ধের ন্যায় এবং ইহার আস্বাদন অতি মধুর এবং সুগন্ধ অত্যন্ত আকর্ষক। সরোবর পার হইলেও এই অমৃত পান করিবার অধিকার জন্মে না। যখন যোগী দীর্ঘ প্রযত্নের ফলে ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হয় তখন এই অমৃত পানের অধিকার জন্মে। সকল যোগীই উত্তরাভিমুখে মহাপ্রস্থান মার্গের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে চেষ্টা করিতেছে। সম্মুখে একটি শ্বেত প্রাচীরের মত শুভ্র আকাশ প্রতিভাসমান হয়। ঐ শুভ্র আকাশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র—একটি কেশেরও কোটি ভাগের এক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম—হঠাৎ উন্মুক্ত হয়। ছিদ্রের অপর পার হইতে একটি ক্ষীণ রশ্মির ন্যায় আলোকের ধারা তীব্র বেগে সমাগত হইয়া উত্তরাভিমুখ যোগীর ভ্রূমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে তাহার তৃতীয় নেত্রের উপরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল তরঙ্গ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ছিদ্র ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ এই প্রকার বাহ্যরশ্মি এবং যোগীর ভ্রূমধ্যস্থ বিন্দু এই উভয়ের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতে চলিতে অকস্মাৎ জ্ঞাননেত্রটি খুলিয়া যায়। ইহার নাম লক্ষ্যের উন্মেষ। তখন যোগীর সমস্ত দেহটি ঐ লক্ষ্য উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঐ লক্ষ্যের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়। একমাত্র লক্ষ্যই তখন থাকে। যোগীর কায়া পতিত হয় না। কিন্তু স্থানটি রিক্ত থাকে না। অন্য যোগী ঐ রিক্ত স্থানে আসিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে উপবেশন করে। লক্ষ্যটি দেখিতে অতি ক্ষুদ্রায়তন জ্যোতির্ময় একটি নরমূর্তি মাত্র। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিলেও বলা যায়। উহার সর্বাবয়বে নির্মল প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নাই। লক্ষ্যরূপে জ্ঞানের উদয় হইলে তখন এই দিব্য আকৃতিটি অমৃত সরোবরের সলিল অর্থাৎ অমৃত পান করিতে অধিকারী হয়। তখনই সে অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করে ও দীর্ঘকালীন তপশ্চর্য্যা-জনিত গ্লানি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উক্ত ছিদ্রপথে ওপারে চলিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে গুরুরাজ্য ভেদ হইয়া যায়। ইহারই নাম ভাবের বিকাশ বা ভাব-রাজ্যে প্রবেশ, অর্থাৎ ১০৩। গুরুরাজ্য হইতে যেরূপ হয় জ্ঞানগঞ্জ হইতেও সেই প্রকার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার উপায় রহিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জ যোগাশ্রমে যোগসাধন সমাপ্ত করিয়া সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হইতে হয় এবং সেখান হইতে লক্ষ্য উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভাবরাজ্যে প্রবেশ হয়। এই যে জ্ঞানগঞ্জ এবং গুরুরাজ্যের যোগীর কথা বলা হইল ইহা অমর কায়ার কথা। কিন্তু মর-কায়াতেও শ্রেষ্ঠ কর্মীর লক্ষ্যভেদ হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ সম্ভবপর। বলা-বাহুল্য ইহাই শ্রেষ্ঠ, ভাবরাজ্যে প্রবেশ হওয়ার পর দৃশ্য আর পূর্বের ন্যায় থাকে না। কারণ এখানে বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করা হইয়াছে। লক্ষ্য সরল গতিতে চলিতে থাকে। একই পথে শত শত পথিক চলিলেও তখন কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। কারণ লক্ষ্য এক লক্ষ্য, দ্বিতীয় কোন জিনিষ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, হইতেও পারে না। দৃষ্টির সম্মুখে যাহা ভাসিতেছে একমাত্র তাহারই দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। অন্য কোন দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কারণ অন্তর্জগতে একাগ্র ভূমিতে প্রবেশ করিলে দৃশ্যরূপে বহু সত্তার ভাসমানতা থাকে না। থাকিলে তাহা অন্তর্জগৎ না হইয়া বহির্জগত হইয়া পড়িত অথবা বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইত। এক হিসাবে বলা যায় যে প্রতি লক্ষ্যের পথই পৃথক পৃথক্, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পথ একই। ঐ এক পথ ধরিয়াই সকলে অগ্রসর হইতেছে। উচ্চভূমির তটস্থ দ্রষ্টা ভিন্ন এই রহস্য কেহ বুঝিতে পারে না। মায়ের রাজ্য কমলরূপী এবং সমগ্র পথটি কমলের দলরূপী অর্থাৎ যেন পদ্মের পাপড়ি দিয়া পথের রচনা হইয়াছে। রাজ্যটি একটি কমলের ন্যায়। দলের বিভিন্ন স্তর আছে এবং মধ্যে কর্ণিকারূপী বিন্দু আছে। বিন্দুই আসন। এবং যিনি সে আসনে সমাসীন তিনিই মা। দলেব বাহিরে জ্যোতিঃ বিরাজমান। প্রতি ভূমিতেই এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য রহিয়াছে। প্রতি স্থানের প্রকৃতি ভিন্ন, জ্যোতিঃ ভিন্ন এবং বৈচিত্র্যও ভিন্ন প্রকার।

৮।৩।৪৯

যোগীর প্রধান কর্তব্য এই যে বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া অন্তর্জগতের বাহ্যাংশ হইতে অন্তর্মুখী গতির প্রভাবে ক্রমশঃ অন্তরতম বিন্দু অথবা কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হওয়া। বাহ্যজগৎ অজ্ঞানবহুল, বাহ্যদৃষ্টিও অজ্ঞান সংযুক্ত। এইজন্য সর্ব প্রথম এই অজ্ঞানদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া এবং জ্ঞানদৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলম্বনপূর্বক অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে হয়। অন্তর্জগতই ভাবরাজ্য বা হৃদয়। ভাবের বিকাশ, লক্ষ্যের উন্মীলন হৃদয়ে প্রবেশ, অন্তর্জগতে গতি-লাভ একই কথা। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে কর্ম-প্রভাবে ক্রমশঃ এই ভাবরাজ্য প্রবেশের উপযোগী লক্ষ্য উন্মীলিত হয় এবং ভাবদেহের প্রাপ্তি ঘটে। যতক্ষণ ইহা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উপযোগী সাধনস্বরূপ কর্ম করা একান্ত আবশ্যক। যোগী এবং সাধকের ইহাই পার্থক্য যে যোগী যে কোন কারণেই হউক কর্ম সমাপ্ত করিতে না পারিলে অর্থাৎ মরদেহে অবস্থানকালে লক্ষ্য উন্মীলনের উপযোগী কর্ম পূর্ণ করিতে না পারিলেও তাহার কর্ম করিবার অবসর পরে উপলব্ধ হয়, যদিও ঐ কর্ম প্রকৃত কর্ম নহে, গৌণ কর্ম। কারণ মরণান্তে অমর দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা তীব্র সংবেগসম্পন্ন হয় না। কিন্তু তথাপি উহা কর্ম এবং উহার ফলে লক্ষ্য উন্মীলন এবং ভাব প্রবেশ যথাবৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। যোগী দেহান্তে আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং কায়াও প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এরূপ সম্ভবপর হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্ম অপূর্ণ রাখিয়া অর্থাৎ দেহাবস্থান কালে লক্ষ্য উন্মীলনের পূর্বেই দেহস্থিতি ভঙ্গ হইয়া গেলে যোগীর ন্যায় বোধপূর্বক লক্ষ্য উন্মেষ ঘটে না। সাধকের লক্ষ্য উন্মেষ এবং চিদাকাশে প্রবেশ কার্য্যতঃ বিভিন্ন এবং ব্যবহৃত হইলেও উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয় না। অজ্ঞাতসারে ব্যবধান কাটিয়া যায় এবং চিদাকাশে প্রবেশ হয়। যাহাই হউক বর্তমান প্রসঙ্গে সাধকের আলোচনা না করিয়া যোগীর আলোচনাই কর্তব্য।

ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এক লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ এক লক্ষ্যের অনুগামী গতি চলিতে থাকে। কোনও বৃত্তাকার গোলকের বহির্দেশ হইতে উহার কেন্দ্রের দিকে আবর্তক্রমে গমন করিলে ক্রমশঃ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া যায়। ভাব হইতে যখন যোগীর অন্তর্মুখী গতি চলিতে থাকে তখন সেই গতির অবস্থান ততক্ষণ পর্য্যন্ত হয় না যতক্ষণ ভাব মহাভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভাব পরিধিবিন্দু এবং মহাভাব কেন্দ্রবিন্দু। আবর্তক্রমে অথবা সরল গতিতে পরিধিবিন্দু হইতে কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হওয়াই যোগীর যোগভূমি ভেদ এবং যোগসিদ্ধি জানিতে হইবে। অবশ্য ইহা প্রাচীন যোগীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। ইহা খণ্ড যোগীর কথা। মহাখণ্ড যোগীর ধারাতে ভাব হইতে মহাভাবের গতির পর্য্যাবসান হয় না, কিন্তু পরমাপ্রকৃতিতে পর্য্যাবসান হইয়া থাকে ইহাই পার্থক্য। তবে ইহার মধ্যেও একটি রহস্য আছে। মহাভাব প্রাপ্ত হইয়া কোন যোগী নাভিমার্গে যদি মহাজ্ঞান লাভ করিয়া পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের দিকে গতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্তী দুর্বল যোগী মহাভাবের পর পরমাপ্রকৃতি পর্য্যন্ত উত্থান করিয়া সেইখানে বিশ্রাম করিতে সমর্থ হয়। পরমাপ্রকৃতির রাজ্য উদ্ঘাটনের ভার নাভিচক্রভেদী মহাখণ্ড যোগীর উপর নির্ভর করে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্য উদ্ঘাটিত এবং উন্মুক্ত না হইলে মহাভাবই যোগীর স্বভূমি। বাস্তবিক পক্ষে মহাভাব বা পরমাপ্রকৃতি উভয়ে কোন ভেদ ঐ সময়ে লক্ষিত হইতে পারে না। কারণ যে অবস্থাতেই যোগী স্বভূমিরূপ স্থান লাভ করেন সেইখান হইতেই অন্তরের আবেষ্টন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। মহাভাবে কর্ম সমাপ্ত হইলে মহাভাবের পর যে কিছু আছে তাহা জানিতে পারা যায় না। মহাভাবরাজ্যের দশ দিকেই যেন একটি অখণ্ড জ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি নাভিচক্রভেদী যোগীর প্রভাবে পরমাপ্রকৃতির রাজ্য খুলিয়া যায় তখন উহাই তৎকালে যোগীর স্থানরূপে পরিগণিত হয় এবং দেখিতে পাওয়া যায় উহাকেও ঘিরিয়া একটি অনন্ত জ্যোতিঃ সকল দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্য আনন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তিস্থান। ঐ রাজ্যে যাঁহারা মহাখণ্ড গুরুকৃপাতে স্থান লাভ করেন তাঁহাদের সকল প্রকার অভাব চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়। মহাভাবও যাহা বস্তুতঃ পরমাপ্রকৃতিও তাহাই— এপিঠ আর ওপিঠ ইহাই মাত্র ভেদ। ঐ স্থানে অভাব থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ উহাই ভগবৎ ধাম। সমগ্র বিশ্বের বহু ঊর্দ্ধে উহা অবস্থিত। এমনকি অমর রাজ্যেরও বহু ঊর্দ্ধে। ইহার পর আর কোথায়ও যাইতে হইবে এরূপ প্রশ্ন উঠে না। এইজন্যই ঐস্থানে কর্মের অবসান এবং গতির অবসান এবং বিভ্রান্তির অভ্যুদয় মানিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। মর-দেহে থাকিয়া কর্মপ্রভাবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পরমা-প্রকৃতির স্থানে কেহ গমন করিতে পারেন নাই। মরদেহে ঐ স্থান জয় করিতে না পারিলে অমরদেহী যোগীসত্তা ঐ স্থান প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে? এইজন্য পরমাপ্রকৃতির রাজ্য এতদিন পর্য্যন্ত একটি অতিগুহ্য স্থানরূপেই পরিগণিত হইত। মহাভাবের রাজ্যই অন্তর্জগতের চরম বিন্দুরূপে গৃহীত হইত। শ্রেষ্ঠ যোগীগণ মহাভাব পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেন। উহাই ছিল যোগীর ব্রহ্মপদ। সাধকের ব্রহ্মপদ ছিল চিদাকাশ। উহাও যে অতিক্রান্ত হইতে পারে অর্থাৎ অন্তর্জগতে মহাভাবই যে চরম বিন্দু নহে ইহা পূর্বে বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মহাভাব হইতে স্রোতে ভাসিয়া পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে গতি এবং স্থিতিলাভ ইহাই অন্তর্মুখী গতির চরম সার্থকতা। অবশ্য নাভিচক্রভেদী যোগীর চেষ্টায় পরমাপ্রকৃতির রাজ্য উন্মুক্ত হইয়াছে এইজন্য ইহা বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহির্জগৎ হইতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিকে একাগ্র করিয়া লক্ষ্য উন্মেষের ফলে যখন অন্তর্জগৎ বা হৃদয়রাজ্য উন্মীলিত হয় অর্থাৎ হৃদয় পুণ্ডরীক বিকশিত হয় তখন ক্রমশঃ হৃদয়ে কেন্দ্রের দিকে গতির বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরমা-প্রকৃতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্য বা আনন্দের যাহা পরম স্বরূপ, যাহা ইষ্টের অন্তরতম রূপ তাহাকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখী গতির অবসান হইয়া যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যোগী হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বের অন্তরাত্মাও সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে কর্মের অবসান এবং তাহার অন্তর্মুখী গতিরও অবসান হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাহা ব্রহ্ম তাহা ইহার পর। ঐ যে চারিদিকে অখণ্ড মহাসত্তা প্রতিভাসমান হয় যাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্টভাবে বলা চলে না উহাই বস্তুতঃ ব্রহ্ম। উহা সৃষ্টির অতীত, বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ উভয়ের অতীত, মোহমায়া, মহামায়া এবং মহা মহামায়ারও অতীত অনন্ত পরম সত্তা। উহা অসঙ্গরূপে, অনাসক্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ উহা সকলের অতীত এবং এক হিসাবে বলা যায় উহা বস্তুতঃ কোথাও নাই। কর্মদ্বারা উহার উপলব্ধি হয় না, মহা-লক্ষ্যরূপী যে সম্যক জ্ঞান তাহা দ্বারা, উহার উপলব্ধি হয় না, ভক্তি ঐ স্থানে পৌঁছে না। কোন উপায়েই উহাকে আয়ত্ত করা যায় না। জীবের পুরুষকার উহাকে আপন করিতে পারে না এবং পরমাত্মার কৃপাদ্বারাও উহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। উহা একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ, অথচ উভয়েরই অতীত। উহা যে কি তাহা বলা যায় না এবং উহা যে কি নয় তাহাও বলা যায় না। এই ব্রহ্মবস্তুকে বোধের সঙ্গে আয়ত্ত করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। আমরা পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে যে অচিন্ত্য, অনন্ত, অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান প্রাপ্ত হই তাহাও ব্রহ্মবস্তুর সমৃদ্ধি ও মহিমার তুলনায়, মহাসিন্ধুর তুলনায়, বিন্দুর ন্যায় অতিক্ষুদ্র। এখন পর্য্যন্ত কোন যোগীই দেহাবস্থানকালে অর্থাৎ চেতনাসত্তা লইয়া ঐ বস্তুকে ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। উহা সুদূর স্বপ্নের ন্যায় পরমপদরূপে মহাযোগী এবং মহর্ষিগণের গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর পরমপদ যাহা দিব্যসূরিগণ নিরন্তর নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন তাহা বস্তুতঃ ঐ ব্রহ্মপদ ভিন্ন অপর কিছু নহে। পরমা-প্রকৃতির রাজ্য হইতেও উহার ব্যবধান অনন্ত। উহা যে কতদূর তাহা নির্ণয় করা যায় না, অথচ উহা সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অন্তর্গতির পর্য্যবসান হৃদয়ের মধ্যবিন্দুতে হইয়া থাকে। তাহার পর আর অন্তর্গতি থাকে না। ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বাহ্যজগতের নিরোধ হইয়া যায় তেমনি মহাভাব অথবা পরমাপ্রকৃতি ভেদ করার পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্তরজ্ঞানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন ভিতর ও বাহির এক হইয়া বা সমান হইয়া প্রকাশমান না হইলে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। মায়ারাজ্যে অথবা মহামায়া রাজ্যে গতি আছে তাই যোগীর পক্ষে এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে অগ্রগতি সম্ভবপর। বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে উভয়ের এই গতি রহিয়াছে, কেবল দিক্ ভেদ মাত্র। কিন্তু যখন অন্তর্জগত ভেদ করিতে সামর্থ্য জন্মে তখন আর গতি থাকে না। অন্তর্জগৎ ভেদ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, কারণ এখন পর্য্যন্ত কেহই তাহাতে সফলকাম হন নাই। কিন্তু যোগীর আদর্শ ত তাহাই। বহির্জগৎ ভেদ করিতে না পারিলে যেমন লক্ষ্য উন্মেষ হয় না এবং অন্তর্জগতে প্রবেশ হয় না, তেমনি অন্তর্জগৎ ভেদ করিতে না পারিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। প্রকৃত সত্য তাহাই যাহাতে ভিতরে বাহিরের ভেদ নাই, যাহাতে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ থাকিতে পারে না, যাহাতে অতীত ও অনাগত নিত্য বর্ত্তমানে সাম্য লাভ করে, যাহাতে আমি ও তুমির ব্যবধান চিরঅস্তমিত হয়। দেহাবস্থায় অন্তর্জগৎ ভেদ করিতে না পারিলে আর ভেদ করিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ অন্তর্জগতের মধ্যবিন্দুতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ হইয়া গেলে পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের দলমধ্যে স্থান লাভ হয় এবং পরমাপ্রকৃতির রাজ্য দেহাবস্থাতে মহাযোগী ভিন্ন কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু অতিক্রম করিলেও কাল নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেহান্তের সম্ভাবনা থাকে এবং দেহান্ত হইলে স্বয়ং পরমাপ্রকৃতিরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যতক্ষণ অপর কোন যোগী ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ না করিবে ততদিন উক্ত অধিকারসম্পন্ন হইয়া তিনি অবস্থান করিবেন। বস্তুতঃ তাহার ঐশ্বর্য্য ও সত্তা উভয়ই নিত্য। কিন্তু ব্রহ্মাবস্থার উৎকর্ষ লাভ সম্ভবপর হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে দেহাবস্থায় শুদ্ধ অন্তর্জগৎ ভেদ করিলেও কালের বিক্রম সর্বপ্রকারে অপনীত হয় না। পরমাপ্রকৃতি রাজ্য যেমন কালরাজ্যের অন্তর্গত তেমনি পরমাপ্রকৃতির বাহিরে সন্ধিভূমিতেও কালের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মই কালাতীত। অতএব শুদ্ধ অন্তর্জগৎ ভেদ করিলেও মহাযোগীর কার্য্যসিদ্ধি হয় না। তাহার পর নরদেহে থাকিতে থাকিতেই কর্মহীন কর্ম অর্থাৎ আত্মকর্ম বা স্বকর্ম সম্যক প্রকারে সুসিদ্ধ হইলে ভাব ও গুণের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া ও ব্রহ্মসত্তার মিলন হইয়া যায়। অন্তর্জগৎ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর গতি বা কর্ম থাকে না ইহা বলা হইয়াছে। থাকে না ইহা সত্য কিন্তু তবু আছে। এই গতি হীন গতি অথবা কর্মহীন কর্মই মহামায়া ও ব্রহ্মকে অভেদ সূত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রথিত করে। দেহান্তে ইহা সম্ভবপর হয় না বলিয়া পরমাপ্রকৃতি রাজ্য ভেদ করার পরও দেহে থাকিতে থাকিতে ইহা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তখন ঐ যে চারিদিকে অখণ্ড জ্যোতিঃ বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা পরমাপ্রকৃতির রাজ্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে উহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যও দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন যোগী নিজ ভূমিই ব্রহ্ম ভূমিরূপে চিনিতে পারে। তখন কালের রাজ্য বা মায়ার রাজ্য বলিয়া কিছু থাকে না এবং ব্রহ্ম বলিয়াও পৃথক্ কিছু থাকে না। কারণ তখন যোগীই ব্রহ্ম। মহামায়া তাহারই আশ্রিত। এই অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের সূত্রপাত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ অখণ্ড মহাযোগের প্রসঙ্গ বলা হইল।

প্রাচীনকালে বৈষ্ণব মহাজনগণ যেমন বলিয়াছেন ঠিক সেই প্রকার যোগ-মার্গেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় সর্বপ্রথমভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যোগী ভাবদেহপ্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ যোগীর স্বরূপ। বস্তুতঃ উহাই মাতৃস্বরূপ। সুতরাং যাহাকে ইষ্ট বলা হইয়াঙে যোগী স্বয়ং তদ্রূপ পরিণামপ্রাপ্ত হয়। শিব হইয়া যেমন শিবের উপাসনা করিতে হয় তেমনি নিজে চিদানন্দময়ী প্রকৃতস্বরূপ ধারণ করিয়া জড়মরণবর্জিত অখণ্ড তারুণ্যময় অনন্ত উল্লাসে উল্লাসময়ী প্রকৃতিস্বরূপ ধারণ করিয়া নিজেরই পরমস্বরূপ বা পরমাপ্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, অংশ যেমন অংশীকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করে ঠিক সেই প্রকার ভাবরাজ্য নিজে অগ্রসর হইতে থাকে। এই গতির অবসান যে বিন্দুতে হয় সেইটি মহাভাব অথবা পরমাপ্রকৃতি যাহাই হউক না কেন বস্তুতঃ ইষ্টস্বরূপ অর্থাৎ নিজেরই পরমস্বরূপ অর্থাৎ অংশের যাহা অংশী তাহাই এইখানেই লক্ষ্যের অবসান। ইহার পর অলক্ষ্য। উহা আনন্দের অতীত ইষ্টের অতীত সুতরাং কর্মেরও অতীত অথচ উহাতে সবই আছে। প্রথমে আশ্রয়-তত্ত্ব এবং অন্তে বিষয়তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পরাবস্থায় আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের মিলনে যে সাম্যরসের উদয় হয় তাহার প্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। প্রচলিত বৈষ্ণব পরিভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় আশ্রয় ভক্ত বা যোগী স্বয়ং এবং বিষয় ভগবান বা মা স্বয়ং। উভয়ের মিলন সিদ্ধ হইলে ভক্ত ভগবানের পৃথক্ ভাব থাকে না। উভয়ের পৃথক্ সত্তা বিগলিত হইয়া একটি অখণ্ড রসময় সত্তায় পর্য্যবসিত হয়। তখন বলাধান হয় এবং ব্রহ্মকে ধারণ করিবার যোগ্যতার সূত্রপাত হয়, তৎপূর্বে নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯।৩।৪৯

ভক্তের সহিত ভগবানের যে নিত্যলীলার কথা মহাজনদিগের বাণীতে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এই পরমাপ্রকৃতির রাজ্যেই ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা ব্রহ্মাবস্থা নহে, কারণ ব্রহ্মলীলাতীত। বৈষ্ণবগণ ও যোগমায়ারূপা মাতৃশক্তিদ্বারাই লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রী ও ভূশক্তির ন্যায় লীলাশক্তি নামে একটি পৃথক্ শক্তিই স্বীকার করিয়াছেন। সেই সব আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। মোটের উপর পরমাপ্রকৃতিকে বাদ দিয়া লীলা হইতে পারে না। 'নিকুঞ্জ' তত্ত্ব ও উমা মায়ের সংসার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রয়োজন হইলে লীলার দিকটাও প্রাসঙ্গিক-ভাবে কিছু কিছু বর্ণনা করা যাইবে।

আমরা লক্ষ্য, কর্ম ও সেবার উল্লেখ করিয়াছি। মহাযোগের পথে যুগপৎ এই তিনটিরই আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সাধক ও যোগীর উপলব্ধির ভেদ পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ইহার রহস্য সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। যাহাকে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস বলি তাহার সহিত কর্ম এবং অণুভূতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্বাস প্রশ্বাসের তত্ত্বটি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম না হইলে কর্ম কিংবা জ্ঞান কিছুই ঠিকভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। সাধারণ জীবের সাধকের এবং যোগীর শ্বাসের গতিতেই বৈলক্ষণ্য আছে। জীব শ্বাস গ্রহণ করে কাল হইতে অর্থাৎ বহিঃস্থিত কাল-রাজ্য হইতে শ্বাসের আকর্ষণ হয়। আকর্ষণ করে জীবের দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষের বিন্দু। এই বিন্দুর অতি তীব্র আকর্ষণশক্তি রহিয়াছে। ইহারই প্রভাবে কালশক্তি হইতে বায়ু শ্বাসরূপে জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কেহই ইহার রহস্য জানে না। এই বায়ুটি দৃষ্টির সঙ্গে দেহা-ভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বার নিম্নদিকে অবস্থিত সেতারের তারের ন্যায় বিস্তারযুক্ত তন্তুসমষ্টিতে অবতীর্ণ হয়। এই তন্তুগুলি গুচ্ছাকারে বর্তমান থাকে। যে বায়ুকে আকর্ষণ করার কথা বলা হইল ইহা বস্তুতঃ কালের অণু। এইজন্য ঐ তন্তুগুচ্ছকে শ্বাসের তার অথবা কালের তার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ঐখান হইতে ঐ তন্তু সহযোগে ঐ সকল অণুরূপী বায়ু ক্রমশঃ অধঃ দিকে সঞ্চারিত হইয়া নাভিকেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং সেখানে নিরন্তর ঘুরিতে থাকে। ইহার পর নাভিপ্রদেশ হইতে উহার একটি ধারা উর্ধ্বগামী হইয়া দেহের সম্মুখদিকে বাম পঞ্জরের নীচে নিরয়হৃদ নামক স্থান-বিশেষে উত্থিত হয়। অপর দিকে নাভিচক্রের নীচে অপাঙ্গ স্থান হইতে একটি তাপ নিরন্তর নির্গত হইতেছে উহাও স্বভাবতঃই উর্ধ্বগামী হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরয়স্থানে প্রবেশ করে। ইহার পর পূর্বোক্ত বায়ু ও ঐ তাপ পরস্পর যুক্ত হইয়া নিরয়স্থান ভেদপূর্বক শ্বাসযন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। শ্বাসযন্ত্র সূক্ষ্ম ছিদ্রসম্পন্ন। ঐ বায়ু শ্বাসযন্ত্রের ছিদ্র ভেদ করিয়া শ্বাসযন্ত্র হইতে উৎক্রান্ত হইয়া প্রথমে কণ্ঠদেশ ও তারপর তালুর মূল স্থানে গমন করে। তালুর মূল স্থান হইতে প্রশ্বাসরূপে উহা বহির্গত হয়। বহির্গমনের দ্বার মুখ অথবা নাসিকা। নাসিকা দ্বারা বায়ুর নির্গম অত্যন্ত অশুভকর, কারণ উহার ফলে মৃত্যুকাল সন্নিহিত হয়। মুখ নির্গত বায়ু কালে আকর্ষণ করিয়া লয়। কালের যতটা প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় কালে নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কাল পূর্ণ হইয়া যায় এবং জীবনের ধারা অবসান প্রাপ্ত হয়। নির্গমের প্রকৃত দ্বার নাসিকা। যথাবিধি নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে ঐ বায়ু কর্মশক্তির স্তরে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কাল উহাকে গ্রাস করিতে পারে না। ইহাতে প্রধান লাভ এই যে যদি কখনও পূর্বোক্ত জীব কর্ম পথে গতিলাভ করে এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন প্রয়োজন হইলে ঐ কর্মের পরদা হইতে বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। তখন ইহা তাহার আয়ত্তে আসে। কিন্তু যদি কাহারও বায়ু আংশিকভাবে নাসিকা এবং মুখ উভয় দ্বার দ্বারা নির্গত হয় তাহা হইলে তাহার কর্মফল প্রসব করিতে পারে না। কারণ উহা কালের সংগে সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া তেজহীন হইয়া পড়ে। সাধারণ জীবের শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতি এইরূপই হইয়া থাকে। প্রবেশ দ্বার চক্ষু এবং নির্গম দ্বার তালুমূল। নাসিকা এবং মুখ ইহার অবান্তর দ্বার। সাধকের শ্বাসধারাতে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। নাভিকুণ্ড হইতে বায়ুর একটা প্রবাহ এবং অপাঙ্গ হইতে তাপের একটি প্রবাহ নিরয়স্থানে যাইয়া মিলিত হয়, ইহা সত্য কিন্তু ইহার পর সাধকের বায়ু নিরয়স্থান ত্যাগ করিয়া শ্বাসযন্ত্রের দিকে উত্থিত হইতে পারে না। বায়ুর পরিবর্তে পূর্বোক্ত তাপ ঊর্ধ্বগামী হইয়া শ্বাসস্থানে প্রবেশ করে। ইহার ফলে ক্রমশঃ শ্বাসযন্ত্র শুষ্ক হইয়া যায়। এই যে বর্ণনা প্রদত্ত হইল ইহা একদিনের অবস্থা মনে করিতে হইবে না। কর্মের অবস্থার বিকাশের সংগে সংগে সাধারণ জীব হইতে সাধকের এই বৈলক্ষণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাপের প্রভাবে শ্বাসযন্ত্রটি অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। দীর্ঘকালের পর শুষ্কতার পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন হইলে ঐস্থান হইতে একটি জ্যোতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জ্যোতিঃ অতি বিশাল। ইহার আদি অথবা অন্ত কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। সাধক মনে করেন এই জ্যোতিঃ বস্তুতঃ আত্মজ্যোতিঃ। ইহা আত্মদর্শনের একটি অবস্থা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে ইহা আত্মদর্শন নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ঐ জ্যোতিঃ দর্শনের পূর্বেই কুম্ভক অবস্থার উদয় হয়। লৌকিক যোগশাস্ত্রে যে কুম্ভকের পরিচয় পাওয়া যায় ইহা তাহাই, কিন্তু ইহা প্রকৃত কুম্ভক নহে। কারণ বায়ু অথবা শ্বাসের রোধ এই কুম্ভকে হয় না। তাপের রোধ মাত্র হয়। বায়ু তখন অভিভূত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে খেচরী ভাণ্ড হইতে নিরন্তর অমৃতক্ষরণ হইতেছে। ইহা তাহাই। কারণ খেচরী ভাণ্ডের উপরে যে সূক্ষ্ম জাল বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই অমৃত নির্যাসের মূল স্থান। ঐ স্থান হইতে সে অমৃতস্রাব হয় তাহাই সাধকের নিকট আত্মোপলব্ধিরূপে প্রতীত হয়। এই অমৃত শুদ্ধ। এইজন্য এই দর্শনের সময় সাধক ঠিক ঠিক উপলব্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ সাধকের আধারগত বল অল্প। যদিও সাধকের নিকট ঐ দর্শন আত্মদর্শনরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে ইহা সত্য, বস্তুতঃ উহা জীবনীশক্তিরই সাক্ষাৎকার। কারণ অমৃত ও জীবনীশক্তি অভিন্ন বস্তু। ইহার পর সাধক নিজের দৃষ্টি উর্ধ্বগামী করিয়া ভ্রূমধ্যের দিকে লক্ষ্য স্থাপন করে তখন শক্তি অর্থাৎ শ্বাসবায়ু সূক্ষ্মরূপে নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। এই নির্গমের দ্বার চক্ষুর বাহ্য কোণ, কিন্তু সাধক তখন মনে করে তাহার সহস্রারের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সহস্রারের সঙ্গে যোগ নয়, বাহ্যদর্শন মাত্র। বস্তুতঃ ইহা জ্যোতির সহিত জ্যোতির মিলন। ভিতরের জ্যোতির সহিত বাহিরের জ্যোতিঃ একীভূত হইলেই বুঝিতে হইবে সাধকের অন্তিম প্রশ্বাস নির্গত হইয়া গেল। ইহাই সাধকের সিদ্ধাবস্থা। তখন আর তাহার দেহসম্বন্ধ থাকে না, এবং চিদাকাশে বিশাল জ্যোতিঃ রূপে স্থিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা সহস্রারে স্থিতি নহে, কারণ কুণ্ডলিনী জাগ্রত না থাকিলে সহস্রারে স্থিতিলাভ করা যায় না। একমাত্র যোগীই সহস্রারে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। কারণ যোগী জাগ্রত কুণ্ডলিনী অর্থাৎ গুরুদত্ত কায়া লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সাধকের কুণ্ডলিনী জাগ্রত নহে অর্থাৎ গুরুদত্ত কায়া তাহার নাই। দেহত্যাগের পর তাহার গুরুদত্ত কায়া লাভ হয়। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সাধকের যাবতীয় কর্ম উক্ত কায়ার রচনাতেই পর্যবসিত হইয়া যায়। দেহাবস্থান কালে গুরুদত্ত কায়া না থাকিলে সহস্রদল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু জ্যোতিঃ লাভের জন্য অথবা জ্যোতিতে প্রবেশের জন্য জাগ্রত কুণ্ডলিনী আবশ্যক হয় না। সাধকের উপলব্ধ পূর্ববর্ণিত কুম্ভক প্রকৃত প্রস্তাবে কুম্ভকই নহে। যোগপথে শ্বাসের গতি লক্ষ্য করিবার সময় প্রকৃত কুম্ভকের বর্ণনা করা যাইবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা
১১। স্বসংবেদন (১ম ও ২য় খণ্ড)
১২। বিজিজ্ঞাসা
১৩। শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী—"উপদেশ ও প্রশ্নোত্তর"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi